অপ্সরা

মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

অপ্সরা

মোহাম্মাদ আব্দুলহাক

©

All rights reserved.
No part of this book may be reproduced in any form by any electronic or mechanical means including photo copying, recording, or information storage and retrieval without permission in writing from the author.

Cover by: Mohammed Abdulhaque
Copyright © 2016 Mohammed Abdulhaque

Apsara
ISBN-13: 978-1540585509
ISBN-10:1540585506

স্বপ্রকাশ

www.mohammedabdulhaque.com

আমার লেখা অন্যান্য উপন্যাস

অবলীলা
অমানিশাত
অন্যাকর্ষণ
অসমাপ্ত প্রমোপন্যাস
আত্মাভিমানী
বৃত্তে বৃত্তান্ত (কবিতা)
ধাধপুরে বারবেলা
গুণমণি
জাতে বাংলাদেশি
কাব্যরসিকা
Love tune
মানসী
নীলকমল
পরমাত্মীয় (মহোপন্যাস)
পূর্বরাগ
হাজিবাবা
সত্যপ্রেম
স্বয়ম্বরা

উৎসর্গ ঃ-

আমার নাতি নাতনিদেরকে

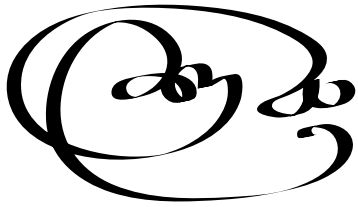

মানসসুন্দরী শর্মী ব্যাধিনী বেশে বনগহনে ঘোরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ অলীক পরিবেশে প্রবেশ করে কৌতূহলোদ্দীপক হয়। সূর্যাস্তের শুরুতে চাঁদের আলোয় পরিবেশ স্বপ্নীল হলে আকস্মিকভাবে বিদ্রূপাত্মক বাক্য পরিবেশে ভাসে, "ও লো শর্মী! মরি-মরি জপে লজ্জায় লাল হওয়ার জন্য জংলায় এসেছিন কেন?"

"রে কুক্কুট! নিঃসঙ্গ আসলেও তোদের একটাকে মেরেকেটে শিকে পোড়ে খাওয়ার জন্য যথেষ্ট মশলাপাতি সঙে এনেছি। মনে রাখিস! তীক্ষ্ণ তির বুকে বিঁধলে হাঁকাহাঁকির পালা পলকে সাঙ্গ হবে।" দাঁত কটমট করে বলে শর্মী তন্ময় হয়ে কান পেতে ডানে বাঁয়ে তাকায়। অপ্সরা তখন মোহনসুরে গান গেয়ে হাঁটছিল...

"হিরণবরন পাখি জিয়নে মরণে হয়েছে মোর সখি, সুখিনী হওয়ার জন্য হতে চাই সখার মুখোমুখি।"

অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠে শর্মী বলল, "নিগূঢ় রহস্যে রূপসী হয়েছে রহস্যময়ী আর পরিবেশ হয়েছে রহস্যময়।"

এমন সময় বাতাসে বাঘের হুংকার প্রতিধ্বনিত হলে অপ্সরা পরিবেশে অদৃশ্য হয়। শর্মী চমকে ধনুতে তির সংযোগ করে

চারপাশে তাকায়। কিছু দেখতে না পেয়ে হেঁকে বলল, "টাট্টু! দৌড়ে আয়।"

ডাকের সাথে সাথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়। চিকচিকে কালো এবং তেজি আরবি-ঘোড়া সামনের ঠ্যাং তুলে হ্রেষাধ্বনি করে বশ্যত্বের প্রমাণ দিয়ে স্থির হয়ে মাথা নেড়ে কান শরীর ঝাড়ে।

"বাঘের কান্দন শোনেছিলাম।" বলে শর্মী দক্ষ আরোহীর মত লাগাম ধরে রেকাবে পা রেখে টপকি দিয়ে উঠে বসে সামনে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে কান পাতে। কিছু শুনতে না পেয়ে ধনুতে তির সংযোগ করে গায়ের জোরে টানিয়ে ছেড়ে লাগাম ধরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, "টাট্টু! দৌড়া।"

হ্রেষাধ্বনি করে ঘোড়া মহাবেগে দৌড়ে। দু পা দিয়ে আঘাত করে বার বার ঘোড়াকে উসকানি দেয়, "টাট্টু! আরো রোষে।"

তির গাছে বিঁধলে লাগাম টেনে ঘোড়াকে থামিয়ে ঝম্পে নেমে ঘোড়ার চোখের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে শর্মী বলল, "ভুসি তুষ খেয়ে তুই খোদার খাশি হয়েছিস! রোষ-জোশের লেশ তোর মাঝে নেই। নিস্তেজ কোথাকার!"

হ্রেষাধ্বনি করে ঘোড়া মাথা নাড়ে। অনতিদূরে শ্বেতকায় বাঘ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গোঙাতে দেখে কোষ থেকে ভোজালি বার করে চারপাশে তাকিয়ে কিছু দেখতে না পেয়ে কান পাতে। বাঘ গর্জিয়ে গোঙালে কিছু লোক আছাড়ি পিছাড়ি খেয়ে দৌড়ে পালায়।

"কাঙালের দল! ধরতে পারলে তোদেরকে আমি আচ্ছা করে ঠ্যাঙাব মনে রাখিস!" রাগান্বিতকণ্ঠে বলে শর্মী ভোজালি কোষে রেখে ঘোড়ার লাগাম ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে বলল, "আপোশে পোষ মানলে আশেপাশে থাকতে পারবে নইলে আজীবন আপসোস করবে। টাট্টু! আগ বাড়, বাগুরা ভেঙে বাঘকে মুক্ত করতে হবে। মুক্ত হয়ে অকৃতজ্ঞের মত আক্রমণ করলে কী করব?"

ঘোড়া আগপিছ করে বার বার মাথা নাড়ে।

"আমারে কামড়াতে হলে আগে তোর লেঙুর ধরতে হবে। কামড়াকামড়ি করার জন্য ল্যাংড়া এখন দাঁড়াতে পারবে না। ডরের কারণ নেই, আমিও বাঘ বানর ডরাই।" বলে শর্মী অনুপল চিন্তা করে মেনি বিড়ালকে আদর করছে এমন শব্দ করে অগ্রসর হয়। বাঘ হুংকার করলে কয়েক পা পিছিয়ে মুখ বিকৃত করে শর্মী বলল, "হুলোর নাতি শার্দূল! তুই আস্ত একটা গর্দভ।"

বাঘ হিংস্র শব্দ করলে অনুতপ্ত হয়ে ঘোড়ার গায়ে হেলান দিয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁত খিচিয়ে শর্মী বলল, "ওই! আমাকে ভড়কালে ওরা তোর চামড়া বেচবে। সচেতনভাবে বুঝার চেষ্টা কর, বুঝেশুঝে কেউ কখনো বাঘের ভোজন হবে না। আমি তোকে সাহায্য করতে চাই, কামড়াকামড়ি করলে বেঘোরে মরবে। আমার পোষ্য হলে নিজের পছন্দমতো খাবার পাতে পাবে। মুখ বুজে তুই চোপ-চাপ বস, ছুমন্তর বলে আমি তোকে এখুনি মুক্ত করব।"

ধমক কোঁদায় বাঘ শান্ত হয়। শর্মী ধীরে ধীরে হেঁটে গাছে হেলান দিয়ে বসে বাঘের সাথে কথা বলে, "তোর নাম কী? জানি তুই কথা বলতে পারিস না। শোন! আমার সঙে চল, ভাঙা ঠ্যাঙে পট্টি বাঁধলে হাড় জোড়া লাগবে নইলে ল্যাংড়িয়ে ল্যাংড়িয়ে মরবে।"

শর্মীর কথায় কান না দিয়ে বাঘ অন্যদিকে তাকায়।

"ওই! আমার কথা শোনছিস?" দাঁত কটমট করে বলে শর্মী তির দিয়ে খোঁচা দিতে চাইলে বাঘ গর্জে ওঠে। শর্মী বুকে থু থু দিয়ে কপট হেসে পিছু হেঁটে মুখ বিকৃত করে বলল, "তুই এত শঙ্কিল কেন? তোর হাঁক শুনে আমার অবলা কলিজা কাঁপতে শুরু করেছে।"

বাঘ গোঙালে অধরদংশে থাপ্পড় দেখিয়ে চোখ পাকিয়ে শর্মী বলল, "আবার গর্জিলে বাণ মেরে আমি তোর জান বার করব মনে রাখিস।"

বাঘ শান্ত হয়ে ডানে বাঁয়ে তাকায়। শর্মী এগুতে শুরু করে শান্তকণ্ঠে বলল, "তুই কত ভদ্র, কত ভালো, কত সুন্দর। সত্যি বলছি, আমি তোকে পোষতে চাই। তোরে তোর চামড়ার দোহাই! ভাঙা ঠ্যাং দিয়ে আমার ঘাড়ে থাবা মারিস না।"

বাঘা মাথা তুলে তাকালে বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে শর্মী বলল, "আমার কথা কান ভরে শোন। আমি তোকে বাঁচাতে পারব। আমাকে মারতে চাইলে তোকে মুক্ত হতে হবে, চাইলেও এখন তুই নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। তাই বলছিলাম কী! মেনি বিড়ালের নাতির মত মুখ বুজে বস। আমি তোকে পলকে মুক্ত করব।"

ঘোড়া অস্বস্তি শুরু করলে বিদ্রূপহেসে শর্মী বলল, "আমার পিঠে চাপড়াতে হলে তোর লেঙুরে কামড়াতে হবে, ল্যাংড়া এখন দৌড়াতে পারবে না, খামোখা ল্যাংড়াবে।"

ঘোড় মাথা দোলায়। লাগামের রশি কোমরে বেঁধে ধীরে ধীরে

এগিয়ে বাঘের নিকটবর্তী হয়ে গম্ভীরকণ্ঠে শর্মী বলল, "এখন গর্জাগর্জি করলে জানে মেরে ফেলব।"

হুঙ্কার উপদ্রব না করে বাঘ অসহায়ের মত মাথা নত করে। এক দুই তিন গোনে হাত প্রসারিত করে মাথায় হাত বুলিয়ে পাশে বসে পোষ্য বিড়ালের মত আদর করে ফাঁদের দিকে তাকিয়ে ব্যথিতকণ্ঠে শর্মী বলল, "আমি জানি তোর ঠ্যাঙে ব্যাথা হচ্ছে। নিরুপদ্রব বসে সহযোগিতা কর, আমি তোকে সাহায্য করছি। কামড়াতে চাইলে কণ্ঠনালি কেটে ফেলব।"

ব্যথায় বাঘ ন্যাত-প্যাত হয়েছে দেখে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নহে শর্মী বলল, "চিন্তা করিস না, এখুনি সুবন্দোবস্ত করব।"

ঘোড়া বারবার মাথা কান নাড়ে। শর্মী ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে, চাকু দিয়ে কয়েকটা ডাল কেটে বাঘের পাশে বসে কোঁথাতে কোঁথাতে ফাঁদ সামান্য আগলিয়ে, "ঠ্যাং বার কর!" ব্যস্তকণ্ঠে বলে ঠাস করে ছেড়ে ধপাস করে বসে পলকে ভোজালি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে বাঘকে বসার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "আমার ঘাড় কামড়াতে চাইলে লাথি মেরে টাট্টু তোর মাথা ফাটাবে। বস! ভাঙা ঠ্যাঙে কাঠি বাঁধব।"

হুংকার উপদ্রব না করে বাঘ কাত হয়ে বসে থাকে। সতর্কতার সাথে বাঘের পায়ে কাঠি বেঁধে বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে পিছু হেঁটে ঘোড়ার গায়ে ঠেকে পলকে ঘোড়ায় চড়ে লাগাম ধরে ঘোড়াকে ঘুরিয়ে পা দিয়ে মৃদু আঘাত করে শর্মী বলল, "আমার সঙে চল, ফুর্তিফার্তা করব। চাইলেও নীলকমল যেতে পারবে না। এখন তোর ইচ্ছা। টাট্টু! চল।"

ঘোড়া কয়েক পা এগুলে, পিছন ফিরে বাঘকে অনুসরণ করতে দেখে আনন্দোচ্ছল হয়ে শর্মী বলল, "টাট্টু! মেকুর আর তোর লেঙুরে কামড়াবে না।"

ঘোড়া মাথা নেড়ে হ্রেষাধ্বনি করে শান্ত হয়ে হাঁটতে থাকে। বাঘ এবং ঘোড়ার সাথে গল্পগুজব করে প্রায় নিশীথে বাড়ি পৌঁছে মা বাবা দাদা দাদিকে পায়চারি করতে দেখে হাসতে হাসতে শর্মী বলল, "দাদু! হুলা একটা ধরে এনেছি।"

"বড় বাড় বেড়েছিস! আজ তোকে হুড়া দেব।" বলে দাদা অধরদংশে এগুতে চেয়ে বাঘ দেখে পিছু হেঁটে দাদিকে জাড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে বাসরে বাঘ! শর্মীর দাদি তুই কই?"

"আমাকে ছেড়ে দূরে সরো।" বলে দাদি ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে

ধাক্কা মেরে দাদাকে দূরে সরিয়ে প্রায় দৌড়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করেন। মা বাবাকে পিছু হাঁটতে দেখে হাসতে হাসতে ঘোড়া থেকে নেমে শর্মী বলল, "বাগুরায় পাড়া মেরে ঠেকেছিল। ভাঙা ঠাঙে কাঠি বেঁধে সঙে এনেছি।"

মা কম্পিত কণ্ঠে বললেন, "শর্মী, কী বলছিস তা আমাদের ভাষায় বুঝিয়ে বল।"

বাবা কিছু বলতে চাইলে বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে শর্মী বলল, "বাপু, এই বাঘ কামড়াকামড়ি করে না।"

"মা রে! দৌড়ে আমার উরে আয়।" বলে বাবা মাথা নেড়ে দু হাত দিয়ে ইশারা করলে শর্মী কাতরকণ্ঠে বলল, "বাপু, বাঘটা পালতে পারব?"

"মা রে, হিংস্র বাঘ পালতে চাস কেন?"

"জানিস! আমার বাপু আমারে বেশি আদর করেন।" বলে শর্মী বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে বাবার দিকে তাকায়। বাবা হাত বাড়িয়ে বললেন, "যাদুধন, দৌড়ে আমার উরে আয়।"

"বাপু।" বলে শর্মী দ্রুত বাবার সামনে যেয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়ে বলল, "ডান পা"টা ছেঁচে গেছে। কত কষ্টে হেঁটে এসেছে। তাকিয়ে দেখো দাঁড়াতে পারছে না।"

"বাঘে ঘোগে মারামারি করলে ফেউরা আড়ালে থাকে। বাঘরা অত্যন্ত হিংস্র এবং মাংসাশী। ওরা সহজে পোষ মানে না। ছেড়ে দা মা, কেঁদে কেঁদে চলে যাবে।"

"দাদু কোথায়?" বলে শর্মী ডানে বাঁয়ে তাকায়। অবাককণ্ঠে বাবা বললেন, "খোঁজখবর জানার জন্য এত রাতে আমার বাপের তল্লাশ করছ কেন?"

"অনেক আগে দাদু আমাকে বলেছিলেন, দাঁত নখ দেখে জীবজন্তুর বয়স আন্দাজ করা যায়।" বলে শর্মী বাঘের দিকে তাকায়। বাবা পিছন ফিরে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, "তোমার দাদু এখন ঘুমিয়ে আছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে তোমার দাদুকে জিজ্ঞেস করতে পারবে।"

"আমার পা ছেঁচলে তোমরা কী করতে?"

"মা রে, তাকিয়ে দেখ থরথর করে আমার হাত পা কাঁপছে। দৌড়ে ঘরের ভিতর চল।" বলে বাবা অসহায়ের মত শর্মীর চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়েন।

"বাপু, এই বাঘ আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না।" বাঘের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বসার জন্য বলে শর্মী দ্রুত ঘরের

ভিতরে যেয়ে খোঁজাখুঁজি করে জিঞ্জির হাতে ফিরে বাঘের মাথা পিঠে হাত বুলিয়ে বলল, "তোর গলায় বরণমালা পরাতে চাই।"

কেউ কোনো কথা না বলে এক দুই তিন গোনে শ্বাস টানায় ব্যস্ত দেখে, জিঞ্জিরের এক মাথা বাঘের গলায় এবং অন্য মাথা গাছের সাথে বেঁধে হাসতে হাসতে শর্মী বলল, "দাদু, এখন আর তোমাকে কামড়াবে না।"

"ওই! তুই কী শুরু করেছিস?"

"দাদু! আসছ না কেন?"

"আসতে পারব না, আমি এখন ঘুমাচ্ছি।"

"সাতসকালে সাঁতরাবার জন্য নিশ্চয় পুকুরে যাবে?"

"কী বলছিস বুঝিয়ে বল, সত্যি ভয় হচ্ছে।"

"তলাগুছি না দিলে এখুনি তালা খোলব।" বলে শর্মী চোখ পাকায়। দাদা হতাশ হয়ে শজারুর মত ধীরে ধীরে হেঁটে পাশে যেয়ে বললেন, "ডর দেখাস কেন? কী সাহায্য করতে হবে তা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বল।"

"বয়স কত?" বাঘের দিকে তাকিয়ে শর্মী বললে, অবাক কণ্ঠে দাদা বললেন, "বাঘের বয়স দিয়ে তুই কী করবে?"

"জোয়ান না বুড়া?"

"এখনো জোয়ান হয়নি।"

"তা তুমি বুঝলে কেমনে?" বলে শর্মী অবাক দৃষ্টে তাকালে দাদা বললেন, "ধেড়ে বাঘের বাড়ে বয়স স্পষ্ট। নিশ্চয় দিগভ্রান্ত তোর রাজ্য এসেছিল।"

"রাতারগুল যেতে চেয়েছিল হয়তো, পথ হারিয়ে কালাগুল এসেছে। জড়িবুটি বেঁধে, সিরাম ঢেলে মালিশ করলে ল্যাংড়ার ঠ্যাং ভালো হবে, তাই না দাদু।"

"এত খুশি হয়ে লাফাচ্ছিস কেন?"

"শিকারিরা দিনে শিকার করে, রাতে আমি একলা শিকার করব। এখন বলো, ভাঙা হাড় জোড়া লাগাব কেমনে?"

"জড়িবুটি দিয়ে পট্টি বাঁধতে হবে। দাঁড়া, আমি তৈরী হয়ে আসছি।" বাঘের দিকে তাকিয়ে বলে দাদা দ্রুত অন্তঃপুরে যেয়ে টর্চ হাতে ফিরে বললেন, "চল! জড়ি-বুটি আনত যাব।"

"দেখেছিস! আমার দাদু কত ভালো।" বাঘের দিকে তাকিয়ে বলে শর্মী দাদার হাত ধরে বেরিয়ে যায় এবং জড়ি-বুটি হাতে ফিরে পিষে বাঘের পায়ে পট্টি বেঁধে কিছু হাল্কা খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ে। পরদিন ভোরে চোখ কচলিয়ে দরজা খুলে ঘরে থেকে বেরিয়ে আড়মোড়া

দিয়ে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে বাবা চিৎকার করেন, "বাপু! বাড়িতে বাঘ এসেছে।"

বাঘ চমকে উঠে তিন পায়ে হাঁটার চেষ্টা করে। বাবা ঘরে ঢুকে গায়ের জোরে দরজা বন্ধ করেন। শর্মীর মা দৌড়ে যেয়ে সভয়ে বললেন, "কী হয়েছে?"

"আমার সাথে কুস্তি করার জন্য ইয়া মোটা বাঘ একটা দেউড়িতে বসে ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। পুলিশের সাহায্য চাওয়ার জন্য এখন থানায় যাওয়া যাবে না এবং আর ত্রস্ত হলে থেকে থেকে জ্বর আসবে। বাপু কোথায়?"

বাবার হাঁকাহাঁকি শুনে দাদা দাদির সাথে শর্মীও দৌড়ে চায়। দাদার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, "বাপু! উঠানে বাঘ বসে আছে। দুয়ারের দ্বারী খুলে বাঘের মুখোমুখি হয়েছিলাম। ও মা গো!"

অবাক দৃষ্টে শর্মী সবার দিকে তাকায়। বাবার পাশে যেয়ে দাদা বললেন, "তোমার আদেখলাপনায় আজ আমি অবাক হয়েছি।'

'সত্যি বলছি বাপু, বাঘ দেখে ভয়ে হতভম্ব হয়েছিলাম। আর কখনো এমন করব না।'

'ভয়ের কারণ, এই বাঘ চোরাশিকারিদের ফাঁদে আটকেছিল। মুক্ত করার পর পোষ্য হয়ে শর্মীর সাথে এসেছে।"

"শর্মী! তোমার দাদু এসব কী বলছেন?"

"হ্যাঁ বাপু, এই বাঘ আমি পোষতে চাই।"

"বন্য বাঘকে কী খাওয়াবে?"

"মেড়া বকরী খাওয়াব।"

"মা রে, জানতে চাইলে গোষ্ঠী সম্প্রদায়কে কী বলব?"

"ওরা কুত্তা পোষে কেন?"

"হায়রে হায়, কুত্তার সাথে বাঘের তুলনা করব কেমনে?"

"এই বাঘকে আমি পোষবই। দাদু! কিছু বলছ না কেন?"

বাঘের দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "বেটা, বাড়িতে পোষ্য বাঘ থাকলে বদমাশরা আশেপাশে আসবে না। গরমির রাতে দরজা জানালা খোলা রেখে নির্ভয়ে ঘুমাতে পারব।"

"ও মা! কিছু বলছ না কেন?"

"ভয়ের কারণ নেই। বরাভরণ চাইলে জিঞ্জিরের এক মাথা তোর দামান্দের কোমরে বেঁধে দেব।" বলে দাদি বিদ্রূপ হাসলে শর্মী মুখ ভেংচিয়ে দাদা হাত ধরে বেরিয়ে যায়।

"বেআক্কেল বাঘের বাচ্চা বাগুরায় পাড়া মেরেছিল কেন?" বলে

বাবা চেয়ারে বসে মাথা নেড়ে যখন আক্ষেপ অনুতাপ করেন, শর্মী তখন দাদার দিকে তাকিয়ে বলল, "দাদু, ভুখ লেগেছে।"

"তোর না বাঘের?"

"কী খাওয়াব?"

"তোর বাপকে জিজ্ঞেস কর, সদুত্তরের সাথে সদুপদেশও পাবে।"

"সকলে জানে সৎকর্মের জন্য সৎসাহস লাগে এবং সৎসঙ্গে স্বর্গে যাবে।" বলে শর্মী কপট হাসলে দাদা বললেন, "অসদ্ব্যবহারে ঝগড়া বাধে, বিপাকে পড়ে পাকাবুড়ি কাঁদে।"

"আমি বলতে চেয়েছিলাম, বাঘের ভাঙা ঠ্যাং জোড়া লাগিয়ে দিলে বনমোরগ শিকে পোড়ে খাওয়াব।"

"সত্যি বলছিস?" বলে দাদা বাঘের দিকে তাকিয়ে এগুতে চেয়ে কয়েক পা পিছিয়ে সভয়ে বললেন, "এই শর্মী, তোর মেকুর আমাকে হুমকি দিল কেন?"

"অভদ্রতা করলে ভদ্ররাও দাবড়ি দিয়ে বলে, অভদ্র কোথাকার।"

"আমাকে কিছু বলছিস নাকি?"

"আমি বলতে চেয়েছিলাম, অকৃতজ্ঞ হলে চামড়া খুলে ঘাগরি বানাব এবং কাচা মাংস শিয়ালীকে খাওয়াব।"

"ঠিকাছে।" বলে দাদা বাঘের দিকে তাকালে শর্মী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। বাঘ সহিংস হলে শর্মী রেগে চাকু বার করে দাঁত কটমট করে বলল, "তুই আস্ত একটা ইতর! আদর বুঝিস না। জানিস! পোষ মানলে মজা করতে পারব। বাড়াবাড়ি করলে বেঘোরে মরবে।"

বাঘ ঘোরাঘুরি শুরু করলে চাকু কোষে রেখে গাছে হেলান দিয়ে বসে এদিক ওদিক তাকিয়ে শর্মী হেঁকে বলল, "টাট্টু! দৌড়ে আয়।"

ঘোড়া দৌড়ে গেলে বাঘের দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "হুলোর নাতি পোষ মানতে চায় না, কী করব? যা! পাছায় লাথি মেরে বল, মরতে চাস কেন?"

শর্মীর পাশে যেয়ে বাঘের দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "অপোষ্যকে পোষণ মানে নির্দোষের সাথে দ্বেষকরণ।"

শর্মী কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, "পোষ মানবে না?"

"অবোলা জীবরা জারিজুরির অর্থ বুঝে না। জোরাজুরি করলে কামড়াকামড়ি করবে। আমি বিশ্বাস করি উপবাসে পোষণের যোগ্য হবে।" বলে দাদা মাথা দুলালে শর্মী বলল, "ও দাদু, রাতে কথা শুনেছিল এখন শুনছে না কেন?"

"তা আমি জানি না।"

"গায়ের জোরে থাপ্পড় মেরে জিজ্ঞেস করো।"

"তুই কর।"

"বুড়ো-ধাড়ির মত এত ডরাও কেন?"

"বাঘের সাথে কুস্তি করে বীরত্বের প্রমাণ দিতে চাই না। বাগে পেলে যুবা-বুড়ার ঘাড়ে দেবে দুচারটা।" বলে দাদা দাঁত কটমটা করলে শর্মী বলল, "লোহা গলাতে হলে আগুনে জ্বালাতে হয়, পাথর ভাঙতে হলে হাতুড়ি দিয়ে মারতে হয়।"

"বুঝেছি, সত্বর বাস্তবিক হতে হবে নইলে বয়সের সাথে অত্বর অসহায় হব। মনে রাখিস! নিজেকে অবহেলা করলে মারাত্মক ক্ষতি হয়।" বলে দাদা হাঁটতে শুরু করে বললেন, "আমার ভুখ লেগেছে, আমি পাকঘরে যাচ্ছি।"

"দাদু! আমি এখন কী করব?" বলে শর্মী দৌড়ে দাদার পাশে যায়।

"ঠাট ঠমক ঠসকে হাঁটাহাঁটি কর, রূপের জেল্লায় জ্বলে গায়েপড়ে ভাব জমাতে চাইবে।"

"ঠিকাছে, এখন পাকঘরে চলো।" বলে শর্মী মাথা দিয়ে ইশারা করে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "যা, নাস্তা কর যেয়ে।"

কথা না বলে দাদা মাথা নাড়লে দাদার বাজু ধরে সানন্দে শর্মী বলল, "দাদু! শার্দূলকে পোষ মানানো যাবে?"

"পোষ না মানলে ঘাগরি চোলি বানিয়ে দেব। বাঘের চিন্তা বাদ দিয়ে মতলবের কথা বললে আমাদের লাভ হবে।"

"শার্দূলকে সাথে নিয়ে আতঙ্কবাজি করলে কেউ কিচ্ছু বলবে না।"

"শার্দূলের সাথে হাঁটাহাঁটি করলে মস্তানরা তোর ধারে পাশে আসবে না।"

"মিনমিনেকে আমি বিয়ে করব না।"

"এমন মস্তান আমাদের সম্প্রদায়ে নেই। বাঘের সাথে কেউ হাতাহাতি করে না, কুস্তি করা তো দূরের কথা।"

"ভয় দেখাচ্ছ কেন?" বলে শর্মী কাঁধ ঝুলায়। দাদা ধারীতে বসে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, "পাকঘরে যেয়ে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে আয়।"

"দাদু, এত চিন্তিত হচ্ছ কেন?"

"বাঘের সাথে ভাব জমিয়ে অপ্সরাদির আত্মবিলোপ হয়েছিল। এই বাঘ তোকে খুঁজে পেল কেমনে?"

"বাগুরায় আটকেছিল। খোঁজাখুঁজি করে আমিই তাকে খুঁজে বার

করেছিলাম।"

"শর্মী, বাঘকে ছেড়ে দিলে সকলের মঙ্গল হবে।"

"পোষ্য মেকুরের মত পিছু পিছু এসেছিল। শার্দূলকে পোষ মানিয়ে রাত নিশায় হরিণ শিকার করব।" বলে শর্মী দুষ্টুহাসি হেসে দৌড়ে চলে যায়। বাবা যেয়ে কপট হেসে বললেন, "বাপু, আমি এখন বাজারে যাব।"

"নির্ভয়ে যাও, চিন্তার কারণ নেই।"

"সত্যি বলছ বাপু?"

"কিছুর প্রয়োজন হলে তোমার মাকে পাঠাব।"

"ও মা! আমার মাকে পাঠাবেন কেন?"

"বলেছিলাম মাত্র।"

"বাপু, বাঘটাকে ছেড়ে দিলে আমার ভয়ভীতি দূর হবে। আগের মত নির্ভয়ে চলাফেরা করতে পারব।"

"এখন ছাড়লে বিপত্তি বাড়বে।"

"কেন বাপু?"

"তাকিয়ে দেখ চেতে আছে। ছাড়া পেয়ে যাকে সামনে পাবে তাকে সাবাড় করবে।"

"আজ আমি আর দোকানে যাব না।"

"জিঞ্জির ছিঁড়তে পারবে না। তুমি নিশ্চিন্তে যাও।"

"আচ্ছা বাপু, আমি যাচ্ছি।" বলে বাবা চলে গেলে দাদা বাঘের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করেন, "বাঘ বেশে এসেছে নাকি? অপ্সরাদির সাথেও এমন একটা এসেছিল। আমার নাতনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিস কেন, আমাদের কাছ থেকে তুই কী চাস? হেঁই! কথা বলছিস না কেন?"

ধমকের সাথে বাঘ গর্জে ওঠে। শর্মী দৌড়ে বেরিয়ে বিস্মিতকণ্ঠে বলল, "দাদু, কী হয়েছে?"

"আমরা বনচারী নই! স্বেচ্ছায় বনগহনে সববাস করি। আমি বিশ্বাস করি নিসর্গে স্বর্গীয় আভাস আছে এবং স্বস্তির নিশ্বাসে বিশ্বাস বাড়ে। বস্তিবচন পাঠে অস্বস্তি দূর হয়। আভিজাত্যের গৌরব হলো আভিজাতিক রোগ। আমি ভোজনবিলাসী, অহংবাদী অথবা তোষামোদকারী নই।" বলে দাদা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে হেঁটে শর্মীর পাশে যেয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ঘাড় বাঁকিয়ে বাঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, "প্রভু আমাকে প্রভূত পরিমাণে ধন মান যশ দিয়েছেন। ধনমদে প্রমত্ত হয়ে আমি কভু ফুটানি করিনি। অনেক যত্নে আমরা তোর লালনপালন করেছি। বিশ্বাসী হওয়া

সত্ত্বেও আমি শঙ্কিত হই, যখন আমার কানে প্রতিধ্বনিত হয়, তোর নাতনি বড় জোর আঠারো বছর বাঁচবে।"

"দাদু, কী বলতে চাও দয়া করে বুঝিয়ে বলো। এখন সত্যি ভয় হচ্ছে।"

"তোকে নিয়ে আমরা আধুনিক সমাজে ফিরে যেতে চাই।"

"অন্যদের মত আমরাও উপজাতি।"

"উপজাতি হওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছিলাম। আমাদের ইষ্টকুটুম্বরা শহরে বসবাস করে। তুই হলে বনরাজ্যের রানী, গূঢ়তত্ত্ব জানাজানি হয়েছে।"

"আমি কোনো ইষ্টকুটুম্বকে চিনি না এবং বনরাজ্যের রানীও হতে চাই না।"

"সময় হলে সবাই সবাইকে চিনবে। যা! আর বাড়াবাড়ি না করে বাঘটা ছেড়ে দে। আমি আবার নিশ্চিন্ত মনে ভিজা চা রোদে শুকিয়ে খাব।"

"আমার রাজ্য ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। প্রয়োজনে বনকে উপবন বানাব।"

"তোকে কোথাও যেতে হবে না। প্রজা হওয়ার জন্য ওরা তোর রাজ্যে আসবে।"

"কেউ আসছে না কেন, আর কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?"

"সময় হলে এমনি এমনি সামনাসামনি হবে এবং কুদর্শন বাঘ তাড়ালে সুপুরুষরা এসে গায়ে পড়ে তোর সাথে ভাব জমাতে চাইবে।"

"মারধর করলেও শার্দূলকে আমি তাড়াব না।" বলে শর্মী দ্রুত ভিতরে চলে যায়।

"তা আমি জানি এবং জানাজানি হলে বাঘের শিকার হওয়ার জন্য শিকারিরা এই চাকলায় আসবে না। অসৎরা বিভ্রান্ত হবে, শুধুমাত্র সত্য প্রেমী এই বাঘকে কাবু করতে পারবে।" বলে দাদা অপলক দৃষ্টে বাঘের চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে পাশে যেয়ে বাঘের মাথায় হাত বুলাতে শুরু করেন। শর্মী বেরিয়ে শ্বাস রুদ্ধ করে সিঁড়িতে বসে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। দাদি বেরিয়ে কপালে আঘাত করে পিছু হেঁটে অন্তঃপুরে যেয়ে মাকে ডেকে কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "বউ রে! ভানুমতির খেলা আবার শুরু হয়েছে।"

"কী হয়েছে মা?"

"তোমার শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে দেখো।"

"বাপু তো বাঘের সাথে কথা বলছেন।"

"হ্যাঁ, অপ্সরাদির বাঘের সাথেও শুধু তোমার শ্বশুর কথা বলতেন।"

"মা, এসব আপনি কী বলছেন?"

"এই বাঘ নিশ্চয় বাজিগর।"

"মা, ভয়ে হাত পা কাঁপছে। এখন আমরা কী করব?"

"আমার শর্মী কোথায়?" বেলে দাদি দ্রুত বেরিয়ে শর্মীকে ধারীতে বসে থাকতে দেখে পাশে যেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বিচলিত হয়ে বললেন, "শর্মী, বাঘটা তাড়িয়ে দে।"

"কেন দাদি?"

"এই বাঘ হয়তো ভেকধারী বাজিগর।"

"কী বললে?" বলে শর্মী চমকে দাঁড়ায়।

"তুই হলে একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তোর কিছু হলে সব আজাড় হবে। মনে রাখিস, ঘোড়ারোগে মানুষ মরে। যা! একরোখামি না করে বাঘ মেরে চামড়া খুলে দিলে ঘাগরি বানিয়ে দেব।" বলে দাদি বিচলিত হয়ে অশ্রু মুছলে শর্মী হতাশ হয়ে বলল, "চাইলে এক ঘায় বাঘ মারতে পারব। বাঘকে মারলে চোট্টাদের ডরে শিকারে যেতে পারব না। পাড়ায় পাড়ায় ওরা বাগুরা পাতায়।"

"তোর চৌহদ্দিতে অচিন-পুরুষ না আসার ফরমান জারি করাব।"

"দাদি, কী হয়েছে?"

"বাঘের সাথে ভাব জমিয়ে অপ্সরাদি লোকান্তর হয়েছিলেন। তোর দাদুকে ডেকে জিজ্ঞেস কর।"

"দাদুও বলেছিলেন।"

"ধনু এনে দে, আমি বাণ মারব। কিন্তু এই বাঘকে আমরা মারতে পারবে না।"

"পরীক্ষা করব?"

"কর।" বলে দাদি মাথা দিয়ে ইশারা করে চেয়ারে বসলে কাঁধ ঝুলিয়ে শর্মী বলল, "সত্যি বলছ?"

"তোর মা'র হাতে তিরধুন দে। তোর মা তির মারলে উড়াল পাখি মাটিতে পড়ে। আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারব এই বাঘের গায়ে তির লাগবে না। এনে দে, এই বাঘ মরলে জোয়ান একটা কিনে দেব।"

"সত্যি বলছ?"

"বাঘ না মরলে আমি তোকে জানে মেরে ফেলব।"

"আমাকে মারতে হবে না।" বলে শর্মী দৌড়ে অন্তঃপুরে যেয়ে তিরধনু হাতে ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মা! এই নাও।"

তির ধনু হাতে নিয়ে দাদির দিকে তাকিয়ে মা বললেন, "মা, পায়ে

মারি?"

"কাঠির মাথায় মারো।"

"জি মা।" বলে মা তির ছুড়লে বাঘ গুঙিয়ে ওঠে।

"আমাকে খেয়ে ফেললো।" চিৎকার করে বলে দাদা হাঁই হুঁই শুরু করেন।

"দৌড়ে আমার উরে আসো।" হেঁকে বলে শর্মীর মাকে ডেকে বাঘের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে দাদি বললেন, "বৌমা, এখন কী করবে?"

"মা, আপনার কথা সত্য হলে সর্বনাশ হবে।"

"খামোখা নিরীহ প্রাণীর প্রাণনাশ করলে পাপ হয়।" শর্মীর দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে দাদি বললেন, "আহত হলেও ইতর প্রাণীরা হিংস্র।"

দাদির পাশে যেয়ে গলা জড়িয়ে ধরে কপট হেসে শর্মী বলল, "দাদি গো, অনাহত আমি ভরা যৌবনে মরতে চাই না গো।"

"ল্যাংড়া হলো কেমনে?"

"বাগুরায় পাড়া মেরেছিল।"

"তুই দেখেছিলে?"

"কোঁথাতে কোঁথাতে বাগুরার মুখ আগলেছিলাম। নিষ্কর্মা টাটু কোনো কাজ করতে পারে না।" ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে বলে শর্মী মুখ বিকৃত করলে বিদ্রূপহেসে দাদি বললেন, "টাটুকে দিয়ে কী কাজ করাতে চাস?"

"দাদি!"

"লজ্জার কথা শুনিয়ে নির্লজ্জরা তোকে কাহিল করবে তো।" শর্মীর কানে কানে বলে দাদি মা'র চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৌমা, কী করব?"

"আমি জানি না মা।" বলে মা শর্মীর দিকে তাকান। দাদা যেয়ে অধরদংশে বললেন, "ওই! আমাকে ডর দেখালে কেন লো?"

"এই বাঘ হয়তো বাজিগর।" দাদি চিন্তিতকণ্ঠে বললে দাদা বললেন, "আমারো সন্দেহ হচ্ছে।"

"কী করব?"

"মারলে পাপ হবে, ছাড়লে মরবে। হায়রে হায়। ওই! পায়ে কাঠি বেঁধে আলাইকে সাথে এনেছিলে কেন?"

"বাঘ পুষলে সবাই বলবে বীরের নাতনি বীরা হয়েছে, তাই এনেছিলাম। জানলে এত মারাত্মক ভুল করতাম না।" বলে শর্মী মাথা নেড়ে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "এই টাটু!

কিছু বললি না কেন?"

দাদা চেয়ারে বসে বাঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বাজিগর হলে গায়ে তির লাগতো না। তির লেগে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়েছিল।"

"এর মানে বাঘকে সাথে নিয়ে রাতবিরেতে শিকারে যেতে পারবে?" বলে শর্মী লাফাতে শুরু করলে দাদা মাথা দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। যা, গরমাগরম চা নাস্তা বানিয়ে আন।"

"দাদু! পাকঘরে আসো।" বলে শর্মী দৌড় দিলে গম্ভীরকণ্ঠে দাদি বললেন, "জখম দেখতে চাই।"

"এখন ধারে গেলে ঘাড়ে দেবে দুচারটা।" বলে দাদা বাঘের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, "সপ্তায় এক মুরগি খাওয়ালে মাস কয়েক পর পোষ মেনে পিছে পিছে হাঁটবে।"

"শর্মীর দাদা, শর্মীর কিছু হলে বংশ নির্বংশ হবে।"

"কিছু হবে না ইন শা আল্লাহ।" বলে দাদা মাথা দিয়ে ইশারা করে দ্রুত হেঁটে পাকঘরে যেয়ে হেঁকে বললেন, "হেঁই! গরম চা বানাতে কতক্ষণ লাগে লো?"

"বা...বা...বাঘ বাঘ।" বলে শর্মী চ্যাঁচামেচি শুরু করলে দাদা হাসতে হাসতে বললেন, "তুই এত পুঁয়ে পাওয়া কবে হলে?"

"দাদু গো দাদু, আমি বুঝেছিলাম ভানুমতির খেলা দেখিয়ে আমার ঘাড় মটকাবার জন্য ভাণ্ডারে প্রবেশ করেছে। টাটুকে আজ বাঘের ভোজন বানাব।"

"কেন?"

"বিপদে পড়লে উপদেশ দিতে পারে না, খালি খইল আর ভুসি খায়।"

"ঘোড়ারা দৌড়াতে পারে, কথা বলতে পারে না।"

"ঠিকাছে, এখনো বলো বাঘের সাথে কথা বলছিলে কেন?"

"আমি বুঝেছিলাম ভোজবাজি করার জন্য বাজিগর আবার এসেছে।" বলে দাদা জলচৌকিতে বসে হাত প্রসারিত করে বললেন, "চা দে।"

"বোকা হলেও বাজিগররা বাগুরায় পাড়া মারে না।" বলে শর্মী চা এগিয়ে দেয়।

"তোকে নিয়ে শহরে ফিরে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা করছি।"

"এখন না।" বলে শর্মী চেয়ারের হাতলে বসে চা"য় চুমুক দেয়। চা গিলে দাদা বললেন, "ঠিকাছে। এখন বল কুক্কুট কখন শিকার করবে?"

"চা খেয়ে শিকারে যাব।"

"তোর সাথে আসতে পারব?"

"দৌড়াতে পারলে আমার কোনো অসুবিধা হবে না। আমার ঘোড়ার পিঠে তুমি বসতে পারবে না।"

"ঘোড়া দৌড়িয়ে বেশি দূর গেলে বিপাকে পড়তে পারিস। সাথে মোবাইল রাখিস।"

"এখনো দক্ষ অশ্বারোহী হতে পারিনি। আমাদের বাগানে অনেক কুক্কুট আছে। চাইলে এখুনি একটা ধরতে পারব।"

"তাড়াতাড়ি আয়, অনেকদিন হয় বনমোরগের রান খাইনি।"

"এখন নাস্তা খাও, দুপুরে একটা পোড়ে দেব।"

"মেকুরকে বশ করতে হলে কমপক্ষে কয়েক মাস লাগবে। হিংস্ররা সহজে বশ্য হয় না।"

"আমার এত তাড়া নেই।" বলে শর্মী আরাম করে বসে চা পান কর। আড়চোখে তাকিয়ে দাদা বললেন, "মাসের আগে জিঞ্জির খুললে সমস্যা হবে।"

"কী করবে?"

"আমার ঘাড়ে চাপড় মারবে।"

"বোঝেছি, মাস তিনেক পর খুললে আমার ঘাড়ে চাপড়াতে পারবে না।" বলে শর্মী দাঁড়িয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "এখন কোথায় যাবে?"

"তুই কোথাই যাস?"

"কোকিলার মত বনে বনে একলা ঘুরি। অঙ্গাঙ্গির জন্য সকলের সঙ্গী আছ শুধু আমি নিঃসঙ্গ।" বলে শর্মী উদাস হয়ে হেলান দিয়ে বসে আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে দাদা রেগে ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ ছোট করে এগিয়ে বললেন, "বেশি তেরিমেরি করলে বাঘের গলায় ঝুলিয়ে দেব। অঙ্গে অঙ্গে টানাটানি করতে চাইলে ঠাঠাপড়া রোদ্দুরে পুড়িয়ে অঙ্গনাকে আজ অঙ্গার করব।"

"দাদু, দয়া করে বিশ্বাস করো নৃত্যের নিয়মানুযায়ী আমি অভিনয় করার অপচেষ্টা করেছিলাম।" বলে শর্মী কপট হাসলে মাথা দিয়ে ইশারা করে দাদা বললেন, "বাইরে চল, বাঘের সামনে হাঁটাহাঁটি করলে আমাদের সাথে পরিচিত হবে। চোখ-ঝলসানো রূপে আগুন থাকে না কিন্তু আগুনে ঝলসানো মাংসে স্বর্গিয়ে স্বাদ থাকে।"

"ঠিকাছে, পোড়া গন্ধের প্রশংসা করলে রান্নার স্বাদ আস্বাদন করাব।" বলে দাদার বাজুতে ধরে কপট হেসে শর্মী বলল, "দাদু, কিরা খেয়ে তিন সত্য করে বলো, এই বাঘ বাজিগর নয়।"

"আমি কিরা খাই না।"

"এখন আমার ভয় হচ্ছে। ভেলকিবাজ হলে চোট্টামি করবে।"

"চোট্টামি করতে চাইলি ভোজালি দিয়ে কলজে বার করবি।" বলে দাদা বারান্দায় যেয়ে বাঘের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, "ব্যথায় কাতর হয়েছে।"

"মালিশ করতে চাও নাকি?"

"আজ না।"

"আজ কী করবে?"

"কুক্কুট খাব।" বলে দাদা হাসার চেষ্টা করলে। হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে অধীরকণ্ঠে শর্মী বলল, "ও দাদু! কেউ আসছে না কেন?"

"তোর বাপ আসলে বলব তোর বিয়ের বয়স হয়েছে। সব খুলে বললে আগামীকাল তোকে বিয়ে দেবে।"

"বিয়ের কথা আমি কখন বললাম?"

"তাইলে কেউটের মত কেউ কেউ করছিস কেন লো?"

"তুমি হাঁটতেও পার না।" বলে শর্মী চোখ ছোট করে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বলল, "দুর্বল টাট্টু দৌড়াতেও পারে না।"

"টক্কর দিয়ে ঘোড়া দৌড়াতে চাস নাকি?"

"হ্যাঁ। একলা শিকার করতে ভালো লাগে না।"

"কুক্কুট পোড়ে দিলে বাঘের পায়ে মালিশ করব।"

"সত্যি দাদু?" বলে শর্মী পিছন থেকে গলা জড়িয়ে ধরলে দাদা চোখ পাকিয়ে মুখ বিকৃত করে বললেন, "গলা ছেড়ে দূরে সর, বেল্লিক কোথাকার।"

"কী হয়েছে দাদু বকছ কেন?" বলে শর্মী কপাল কুঁচকে পিছু হাঁটে।

"তুই এখন সেয়ানা হয়েছিস, মনে থাকে যেন।"

"তুমি আমাকে ডর দেখিয়েছ। আমি বুঝেছিলাম তোমার ঘাড়ে ছেঁচা দিয়ে কেউ কথা বলাচ্ছে।"

"যা! মোরগ ধরে নিয়ে আয়।"

"আমি আর তোমার গলা ধরব না। এভাবে হাসছ কেন?"

"তোর হাবভাব দেখে।"

"আবার হাসলে কুক্কুট পোড়ে খাওয়াব না।"

"আর ধমকাব না। এখন উড়ে আমার উরে আয়।" বলে দাদা দু হাত প্রসারিত করলে শর্মী শিউরে বলল, "আমি আর তোমার ধারে পাশে যাব না।"

"কেন?"

"তুমি আমাকে বেল্লিক ডেকেছ।" বলে শর্মী গাল ফুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বনমোরগ দেখে দৌড়ে ভিতরে যেয়ে তিরধনু হাতে ফিরে নিশানা করে তির মারলে অবাককণ্ঠে দাদা বললেন, "এত দক্ষ কবে হলে?"

"সে-ই কবে।" বলে শর্মী দৌড়ে যেয়ে মোরগ জবাই করে হাতের ইশারায় ডেকে বলল, "দাদু আসো, বনে ভোজন করলে পেট ভরবে।"

দাদা নাতনি শিকপোড়া খেয়ে বাঘকে পোষ মানাতে ব্যস্ত হলে মাস দুয়েক চোখের পলকে কাটে। নিত্যদিনের মত নাস্তা করে বাঘের সাথে ব্যস্ত হলে দুপুরে দাদি যেয়ে তাদেরকে ডেকে চেয়ারে বসে বাঘের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি একটু আদর করতে পারব?"

"মস্তান বাঘের বিনেত্রী হলো রূপযৌবনবতী।" বলে দাদা বিদ্রূপহেসে আড়চোখে তাকালে, শর্মী দাবড়ি দিয়ে বলল, "দাদু, এসব কী বলছ?"

"আমি কখন কী-সব বললাম?" বলে দাদা দাদির পাশে বসে বোকার মত হেসে বললেন, "ও শর্মীর দাদি, আমাদের রাজ্যে বীরপুরুষ নেই। বাঘমশাইকে দেখলে ভেড়ারা দৌড়ে পালাবে।"

"দাদিকে ভুজুং দিচ্ছু নাকি?" আড়চোখে তাকিয়ে বলে শর্মী দাদির পাশে বসে হাত বাড়িয়ে বলল, "দাদি, চা দাও।"

"তোর মেকুরকে দেখলে বীর বরাঙ্গরা ভেড়ার মত থরহরি করবে। ঘোড়াকে দেখলে অশ্বারোহীরা দৌড়ে পালাবে। প্রেম নিবেদন করতে এসে এসব জন্তুজানোয়ার দেখলে জোয়ানরা হতাশ্বাস হয়ে হা হতোস্মি জপবে।" বলে দাদি মাথা নেড়ে কাপ এগিয়ে দিলে চা"য় চুমুক দিয়ে শর্মী বলল, "অভীষ্টলাভের জন্য এসে কেউ দুরদৃষ্ট হলে আমি কেন বিদ্বিষ্ট হব?"

"জংলায় জাপক আছে। আছে ঘৃণ্য এবং মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি, তাদের মাঝে সবজান্তাও আছে। তোকে বাগে পেলে ওরা জাপটাজাপটি করবে।"

"আলোবাতাস চলাচলের জন্য ঘরের দেওয়ালে জানালা থাকে এবং কুসুম ফলের কেশরের নাম জাফরান তা না জানলেও আমার কোমরে যে ভোজালি থাকে তা ওরা জানে।"

"রয়ে রয়ে জ্বলে আগুন ধরলে তুষে, প্রেমাগ্নি নিবে প্রেমীর অধরামৃত চোষে।" বলে দাদি বিদ্রূপ হাসলে গম্ভীরকণ্ঠে শর্মী বলল, "পান থেকে চুন খসলে যে তাঁইশ করে আমাকে দেখলে তার তাড়স

বাড়ে। প্রেম আমাকে প্রমদা বানিয়েছে। আমি এখন প্রেমী চাই। নোটের বাণ্ডিল আমার জন্য কাগজের তাড়া। মালিনীরা কাগুজে ফুলে মালা গাঁথে না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে জ্বর ওঠে। আঁটাআঁটি করলে চিটিংবাজের মাথায় ঠাঠা পড়ে, নাগরে বাড়াবাড়ি করলে রিপুরা চিড়বিড় করে।"

"তোকে শুনবার জন্য গতরাত থেকে কয়েক লাই জিগির করছিলাম, অনুমতি দিলে নির্ভয়ে বলব।" বলে দাদা কপট হাসলে কপাল কুঁচকে শর্মী বলল, "হুঁকোবরদার চাও নাকি?"

মাথা নেড়ে দাদা বললেন, "নরম হাতের গরম এককাপ চা চাই, প্রেমে সিক্ত কাপে চুমুক না দিলে ঘুম ভাঙে না, তুমি স্পর্শ করলে ভরদুপুরে স্বপ্নরা নীল হতে চায়।"

শর্মী দাঁত কটমট করে বলল, "ঘোরাঘুরি করে রাতারগুল থেকে কালাগুল যাব, নিশির ডাকে ভর উঠলে শান্তিজল ছিটিয়ে আজ ভূতঝাড়ব।"

"দূর যা!" বলে দাদা দাবড়ি দিলে দাদি শরীর কাঁপিয়ে হেসে বললেন, "তুই চেতলে কেন?"

"নাড়িজ্ঞান নেই তবুও হাতুড়ে ডাক্তার নাড়িটেপায় বিশেষজ্ঞ হতে চায়।" বলে শর্মী মুখ বিকৃত করে। দাদি নাতনির বাড়াবাড়িরকমের আঁতুতুপুঁতু দেখে দাদা বিরক্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। ছোটরা তখন হৈ চৈ করে খেলার মাঠে ফুটবল খেলছিল। হঠাৎ বল বটতলে গেলে এক কিশোর কপালে আঘাত করে। তাকে ডেকে দাদা বললেন, "এই নাটা! এদিকে আয়।"

কিশোর কপাল কুঁচে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "আপনি আমাকে নাটা ডাকছেন কেন?"

"তোকে আমি নাটাই ডাকব। কিছু করবি?"

"আপনাকে আমরা কিচ্ছু করতে পারব না তবে দাদিকে ডাকলে অনেক কিছু করতে পারবেন। ডাকব?" বলে কিশোর চোখ পাকায়। দাদা অধরদংশে চোখা পাকিয়ে বললেন, "তোর এত সাহস! দাঁড়া, আজ তোর একদিন কি আমার এক দিন।"

"আজকের দিন আমার। দাদি! ঝাড়ু নিয়ে আসো।" বলে কিশোর হাঁক-ডাক এবং হাঁক-পাঁক শুরু করলে একদল বুড়ি ঝাড়ু হাতে দৌড়ে আসে এবং কর্কশকণ্ঠে একজন বলল, "এই শর্মীর দাদা, আমার নাতিকে দাবড়াচ্ছিস কেন?"

দাদা দাঁত কটমট করে বললেন, "দোকানে আমার চা ঠাণ্ডা হচ্ছে, কাপটা আনার জন্য নাটাকে ডেকে বলেছিলাম। হাঁই হুঁই করে

অঘটন ঘটিয়েছে।"

"শিশুশ্রম যে বন্ধ হয়েছে তা তো জানো?"

"গতকাল ওরা কিশোর হয়েছে। পরশু কন্যা দেখে তরশু ওদেরকে একসাথে বিয়ে দিয়ে কর্মসম্পাদনের জন্যে শ্বশুরগৃহে পাঠাব।"

"কী বললে?" বলে এক বুড়ি আঁচল কোমরে গোঁজলে কিশোরকে ডেকে দাদা বললেন, "পুরুষ্টু! দৌড়ে চা নিয়ে আয় নইলে বুড়িদের সাথে আজ হাতাহাতি করব।"

কিশোর রেগে ফোঁসফোঁস করে বলল, "আজ আপনাকে পুলিশে ধরিয়ে দেব। দাদিজান, মোবাইল কোথায়?"

কিশোরকে ডেকে বুড়ি বলল, "তোরা বল খেল বুড়াকে আমরা দুরস্ত করব।"

দাদা ধমকে বললেন, "এই বুড়ি! আমাকে ধমকিয়ে তুই ছোকরাকে আদেশ করলে কেন লো?"

"মায়, আমি কখন তাকে আদেশ করলাম? আমি তাকে বল খেলার জন্য বলেছিলাম।"

"খালি পায়ে বল খেললে হাত ভাঙ্গে। ওই নাটা! দৌড়ে পড়াঘরে যা। আজকের জন্য যথেষ্ট খেলেছিস। বেশি বাড়াবাড়ি করলে মুগুর দিয়ে মারব।" বলে দাদা চোখ পাকিয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করলে ওরা ঠাণ্ডামিঠাই আর হাওয়ার মিঠাইর জন্য হাঁই হুঁই শুরু করে। এমন সময় এক অদ্ভুতদর্শন লোক আবির্ভূত হয়। দাদা আস্তে ধীরে হেঁটে তার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, "আজ প্রচণ্ড গরম পড়েছে।"

"তাই নাকি?"

"আমার খুব গরম লাগছে। ঠাণ্ডামিঠাই খাবেন?"

"ঠাণ্ডা মিঠাই খেলে আমার কাশি হয়। চা খেতে চাইলে দোকানিরা বলে চা নাকি পান করতে হয়, তাই আমি আর চা-টা খাই না।"

"কফি খাবেন?"

"ছোটকালে শুনেছিলাম কফি নাকি চা"র চাচাতো-ভাই।"

"চার চাচাতো-ভাইকে খাবেন কেমনে?"

"চার চাচাতো-ভাইর কথা বলিনি। আমি বলেছিলাম কফি হলো চা পাতার চাচাতোভাই, এখন বোঝেছেন?"

"আমি মজা করেছিলাম। দয়া করে রাগ করবেন না।"

"আজকাল আমি আর রাগারাগি করি না। দিনানুদিন চিকন হচ্ছি তো, তাই আমার রোষানল জল হয়ে সুখের সাগরে ভেসে যাচ্ছে। জীবন কঠিন হচ্ছে। কারো সাথে কথা বললে মন আড়ষ্ট হয়। মনের কথা এখন আর কারো কাছে খুলে বলা যায় না। ভাবতে ভাবতে

ভাবুক হয়েছি তবুও কী কবর ভেবে পাচ্ছি না।"

"কী করতে চান?"

"বহুরূপী হলে তাল মিলিয়ে সবার সাথে টক্কর দেওয়া যাবে। কানেকানে মন আমাকে কত কথা বলে, কান ভরে শুনলেও কাউকে কিছু বলতে পারি না। কখনো ভয় হয়, কখনো লজ্জিত হই। কখনো বলতে চেয়েও বলতে পারি না। আপনার সাথে কথা বলে আজ আশ্বস্ত হয়েছি, আমি যে রহস্যপূর্ণ এবং বহুরূপী।"

"মরণের ভয়ে আমি ভালোমানুষ হয়েছি, হাস্যপরিহাসযুক্ত কথাবার্তায় বিব্রত হতে চাই না।"

"মরণকে যে স্মরণ করে যে পরম মানব। মরণকে বরণ করে আমি অমর হতে চাই। অবিশ্বাস্য হলেও রহস্যচ্ছলে হাসাহাসি করে রহস্যাবৃত হয়েছি। অভিমানী সূর্য পিছন ফিরে তাকায় না। সময় আমার সাথে চক্রান্ত করে জেনে আমি চক্রে ঘোরাঘুরি করি। ক্যাঁটক্যাঁট কথা ভালো লাগে না। ট্যাংরার কাঁটায় বিষ থাকে, টাকা ট্যাঁকে গোঁজলে ঘামে ভিজে। কাঁচপোকার কামড়ে মানুষ মরে। কাঁচামাথার কাজে হাজার ভুল থাকে। ট্যাঁফো শব্দে কাঁচা ঘুম ভাঙে এবং ভুখ লাগলে মাথা ঘোর। আগুনে সেঁকা পাঁউরুটি খাওয়ার জন্য এখন লাক্কাতুরা যাব।" বলে লোক যখন হাঁটতে শুরু করে তখন ভরদুপুর, উপশহরের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বসে দুই বন্ধু গল্পগুজব করছিল...

এক বন্ধু ডেকে বলল, "মাহীর, আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূতের ভয়ে অত্যন্ত অতিষ্ট। ভূত তাড়াতে যেয়ে গুণীরা নির্গুণ হয়েছে। অনেক মানত করেছে তবুও ভূতরা তাকে নিস্তার দিচ্ছে না। আমাদেরকে যাওয়ার জন্য সবিনয়ে মিনতি করেছে। এখন রওনা হলে অন্তত রাত দুপুরে ফিরতে পারব।"

মাহীর বিদ্রূপ হেসে বলল, "মিস্টার আনিস! সাধুবাদের যোগ্য হলেও ধন্যবাদ বলে ধন্য হওয়া যায় না। বিধায় হুটোপাটি ঠেলাঠেলি আর লাঠির গুঁতার মজা আজ হাড়েহাড়ে টের পাবে। জলদি দরজা জানালায় ছিটকানি লাগা নইলে সশরীরে অশরীরীরা প্রবেশ করবে।"

"আমি তো আর একলা যাব না। এসব কাজ একলা করা যায় না। দোকলার প্রয়োজন হয়। জীবাত্মা যেমন তেমন ভূতাত্মা আমি ডরাই। ভূতগ্রস্ত অথবা ভূতাবিষ্ট হলে পঞ্চভূতের বারোটা বাজবে।" বলে আনিস শিউরে উঠলে মাহীর বলল, "ভূতুড়ে কাণ্ড হলো, অবিশ্বাস্য ভাবে ভূতপ্রেত দ্বারা কৃতকর্ম আর ভক্তির আতিশয্যে অভ্যস্ত হলে

বার্ধক্যে আতুরাশ্রমে ভর্তি হতে হয়।"

"শুনেছি ভূতরাও ভূতপূর্ব প্রিয়াকে এড়িয়ে চলে এবং আখিজল বাষ্পীভূত হলে বৃষ্টি হয়। ভাবপ্রকাশ করার জন্য ভূতরা নিশুতি রাতে ঘর থেকে বার হয়।"

"বার্ধক্যের জন্য দুর্বল না হলেও জরাজনিত দুর্বলতার কারণ অকর্মণ্য হতে চাই না।"

"সবেমাত্র জেনেছি, জর্দা হলো পানের সঙ্গে খাবার সুগন্ধ তামাকচূর্ণবিশেষ অথবা জাফরানমিশ্রিত হলদে রঙের মিষ্টি পোলাও। পঙ্ক্তিতে বসে অপাঙ্ক্তেয় ব্যক্তির সাথে ভোজন করার জন্য বনে যেতে হবে।"

"জানিস! মোটরসাইকেলের একামাত্র চাবিটা আজ খুঁজে পাচ্ছি না।"

"সে বলেছে হাত পা ধোয়ার জল দেবে এবং ভুখ লাগলে নিখরচা পানভোজন করাবে।"

"আসলে কী হয়েছে, আজ আমি অন্য কোথাও আতিথ্যগ্রহণ করব। পটোলে মাছ-মাংস পুরে দোলমা বানিয়ে তুই একলা খা যেয়ে। আজ থেকে স্বেচ্ছাসেবা ছাড়ব। যে কাজে আত্মরক্ষার নিরাপত্তা নেই এমন কাজ আমি আর কখনো করব না।"

"জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা বলে অর্ধেক রাতে চৌষট্টি কলার বিদ্যা শিখলে কেমনে?"

"জলটল গিলে গল্প বললে মন ভালো হয় কিন্তু ভূতের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি হতভম্ব হই, আমার মাথা কাজ করে না। ভারি বিপাকে অথবা দৈববিপাক পড়তে চাই না। অতঃপর, আমি আর তোর সাথে যাব না।"

"ভূতের ভয়ে আমি অন্তত বন্ধুকে ভুলতে পারব না। তুই না গেলে আমি একলা যাব, প্রয়োজনে হামাগুড়ি দেব। ভোলাভুলি ভালো অভ্যাস নয়।" বলে আনিস মাথা নাড়লে মাহীর বলল, "তুই মরে ভূত হলেও আমি তোকে বন্ধু ডাকব। চল, যেয়ে দেখি বন্ধুর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যায় কি না? ব্যাপক ও অবাঞ্ছিত পরিবর্তনে বিপরীত পরিণামে বিপাকগ্রস্ত হলে বিপন্মুক্তির জন্য মেড়ামেড়ি মানত করব।"

"হতবুদ্ধি হলেও তোর মাথায় উচিতবুদ্ধি আছে।"

"বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়ার পর আহারবিহার না করে অত্যন্ত চকচকে কিছুর জন্য টাকা খরচ করে খুরুচে হলে আকাশচারীরা আক্রমন করে।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করে মোটরসাইলকেল

চালিয়ে জৈন্তাপুরের উদ্দেশ্য রওনা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যোভোগ করার জন্য খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। কপাল চাপড়ে আনিস বলল, "দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার জন্য কেন যে তোর দোসর হয়েছি? আমার দাদিজান আমার জন্য নিখুঁত সুন্দরী খুঁজে পেয়েছেন আর ভ্রমান্ধ হয়ে আমি তোর সাথে নৈশভ্রমণে বেরিয়েছি। নাজানি আমার পুড়া কপালে কী লেখা?"

"তোর কপালে অনেক কিছু লেখা আছে বুঝতে পেরে আমি তাকে কথা দিয়েছিলাম, তোকে দিয়ে ভূতঝাড়াব। হ্যাঁ, তাকে বলেছিলাম তক্কেতক্কে থেকে তুই তুকতাক শিখেছিস। চিন্তার কারণ নেই, নিতান্ত ভয়ে ভ্রমান্ধ হলে আমরা ভূত অথবা পেতনীর হাত পা দেখি।"

"জানি, নিত্যান্দে দিন ফুরালে রাতদুপুরে ডরের ঠেলা টের পাবে।"

"ঠিকাছে, এখন তুই নিতাই ভূতের গল্প বল, আমার ডরভয় দূর হবে।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি তা কি তুই জানিস?"

গল্পগুজব করে ওরা নিজের অজান্তে কালাগুলের দিকে চলে যায়। হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে মোটরসাইকেল থামলে ঝাঁগুড়-গুড় শব্দ বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়। পশ্চিম দিগন্তে দৃশ্যমান শুক্রগ্রহ এবং সামনে কালেবিধ্বস্ত বাড়ি দেখে বুঝতে বাকি রইল না ওরা যে ভূতের কবলে পড়েছে। অবস্থান জানার জন্য দিগ্দর্শনযন্ত্রের দিকে তাকিয়ে আনিস বলল, "পূবে যাওয়ার কথা ছিল। দিগভ্রান্ত হয়ে পশ্চিমে এসেছিস কেন?"

"অহো, আমি তো মানসীর সাথে দেখা করার মানসে বেরিয়েছিলাম। সামনে ওর বাড়ি। আমার সাথে চল, ওর সাথে পরিচয় কিরিয়ে দেব।"

"আকাঙ্ক্ষাশূন্য আক্ষেপে সমস্যা সমাধান হবে না। আমরা এখন কোথায় তা কি তুই জানিস?"

"আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিভ্রান্ত হয়ে আমরা বিভ্রাটে পড়েছি। চিন্তা করিস না, ভ্রান্ত পথে দিগভ্রান্ত হলে গন্তব্যে পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না।"

"মানসিক চাঞ্চল্যে মন প্রায় বিমূঢ় আর তুই আমাকে অভয় দিচ্ছিস। মাথা তুলে সামনে দেখ, বিমণ্ডিত বিতনুকে দেখে মনের ভ্রম দূর হবে।"

"এসেই যখন গেছি তখন ভূতুড়ে বাড়িতে আতিথ্যগ্রহণ করব।" বলে মাহীর চালাতে থাকলে আনিস বলল, "আমাকে হরিপুর

বাইপাসে নামিয়ে দিলে আমার ভাগের খাবার খেয়ে তোর পেট ভরবে।"

"সত্যি বলছিস?"

"মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই।"

"ঠিকাছে।" বলে আনিসকে নামিয়ে মাহীর মন্ত্রমুগ্ধের মত চালাতে থাকে, যেন মন্ত্রশক্তি দ্বারা কেউ থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বরাবর বারোটায় শিয়ালরা ডাকতে শুরু করলে রাতজাগা পাখিরা উড়াউড়ি করে। অদূরে জোৎস্নার আলোয় অলোক সুন্দরীর অবয়ব স্পষ্ট হলে নির্জন নিরালা থেকে ভূত-পেতনীর পদধ্বনির সাথে নারীকণ্ঠে কবিতা আবৃত্তি বাতাসে ভাসে...

আমার নির্দয় নিষ্ঠুর বন্ধু, দয়া নাই তোর অন্তরে। যৌবনের শুরুতে তুই আমাকে ছেড়ে গেলে, তোর বিরহে আমি বিরহিণী হয়েছি। মধুর মিলনে কানে কানে বলতে চেয়েছিলাম গোপন কামনার কথা, মনানন্দে জড়িয়ে ধরে কথা বলতে চেয়েছিলাম অন্তরে অন্তরে। আমার ভাগে দুঃখ দিয়ে তুই সুখের সন্ধানে হারিয়েছিস তেপান্তরে।

আবৃত্তি থামলে মাথা নেড়ে মাহীর বলল, "নিশ্চয় অপ্সরা। এতকাল যার গল্পগুজব শুনেছিলাম আজ নিশীথে তার সাথে পিরিচিত হব।"

বিজলির মত তার সামনে এসে অপ্সরা বলল, "বজ্রাহত হওয়ার জন্য বাদলসন্ধ্যায় বেরিয়েছিস কেন?"

"আসলে কী হয়েছে, বাঁশ বাগানে বসে সে আজ বাঁশি বাজায়নি। কেউ আমাকে কানেকানে বলেছিল, ডরে ভয়ে আমি নাকি ব্যাকুলতাশূন্য হয়েছি। বাসনাসংযম অথবা ইচ্ছানিবৃত্তির জন্য বজ্রাসনে বসে জপতপ করতে হবে।"

"অসমকালীন হলেও আমরা সমবয়সী। আমার সাথে ভাব জমালে আমি তোকে চোখে চোখে রাখব।"

"নাম জানতে পারব?"

"অপ্সরা।"

"এত সুন্দর নাম ইতিপূর্বে শোনিনি।"

"সত্যি বলছিস?"

"তিন সত্য করে বলছি, তুই সত্যি অলোকসুন্দরী।" বলে মাহীর আস্তে আস্তে হাঁপ ছাড়লে, খিলখিল করে হেসে অপ্সরা বলল, "আমার সাথে গপসপ করলে আমি আর তোকে ভড়কাবো না।"

"তুমি মনোমোহিনী। মনের কথা খুলে বললে মন মননশীল হবে।

আমার মনে মৎসর আছে। মনশ্চাঞ্চল্যে মনস্বী হওয়া যায় না। মহত্ত্বে মহিমান্বিত হতে চাই।"

"তোর অন্তরে আন্তরিকতা আছে। মনে রাখিস, অন্তর্দশায় অন্তর্দশন হয় না। অন্তর্বাষ্পে অন্তর্দাহ নিবে না। অন্তর্ধানে অন্তরিত হওয়া যায় না। আমি অন্তর্নিহিত হতে চাই। আমাকে অন্তর্লীন কর। অন্তর্গূঢ় রহস্যে তুই মনীষী হতে পারবে এবং অন্তর্মাধুর্যে তোর অন্তর্দীপন হবে।"

"অন্তর্নিবিষ্ট কষ্টের অন্তর্গূঢ় রহস্য জানতে চাই।"

"সুখিনী হওয়ার মানেস আমি তাকে ভালোবেসেছিলাম। মনের জ্বালা জুড়াবার জন্য জ্যোৎস্না পানে তৃপ্ত হতে চাই চকোরিণী। নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা দেখে নিত্যবৃত্ত অতীতে ফিরে যেতে চই। তখন নিত্যানন্দে দিন কাটতো, এখন নিদারুণ কষ্টে সময় কাটে। আমার সাথে কেউ কথা বলে না। একান্তবাসীর মত এক কোণে বসে থাকি। রগরগ করে রাগ চরমে উঠলে আছাড় মেরে রসেরহাঁড়ি ভাঙি। সন্ন্যাসিনীর মত মহানিশায় নিদিধ্যাসনে বসে আমি গৃহিণী হতে পারিনি। শোন, আত্মানুশাসনে আত্মোন্নতি হলে আত্মা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হয়। অলোকদৃষ্টে অদৃশ্য দেখা যায়। স্বার্থত্যাগী হলে তুই সত্য পুরুষ হবে।"

"উপদেশের জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

"আমি বিশ্বাস করি তুই দক্ষ আঁকিয়ে।"

"হ্যাঁ, মাঝেমাঝে আঁকি-বুকি করি, কেন?"

"আমাকে একটা দুঃখের ছবি এঁকে দেবে?"

"আশ্চর্য! দুঃখের ছবি আঁকব কেন, কী হয়েছে?"

"দুঃখপ্রকাশের জন্য কবিরা দুঃখের কবিতা লেখে। ভাবপ্রকাশের জন্য আঁকিয়ে সুখ অথবা দুঃখের ছবি আঁকে। দুঃখের ছবি এঁকে দিলে আমি তোকে বজ্রমণির মালার দেব।"

"ঠিকাছে, আমি যথেষ্ট চেষ্টা করব। সমস্যা হলো এমন আজব আদেশ আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। যাক, আজ কালো শাড়ি পরেছ কেন, কী হয়েছে?"

"আজ আমার মন খুব খারাপ, কিছু ভালো লাগছে না। মনে উদাস ভাব। নতুন কবিতা লিখেছিস? তোর কবিতা পড়তে খুব ভালো লাগে। এত সুন্দর কবিতা কেমনে লিখিস?"

"ছাওয়াল কালে কবি হতে চেয়েছিলাম, কবিতার সাথে বনিবনা না হওয়ার দরুন খাতার পাতায় প্রেম লিখে ডবল দাঁড়ি দিয়েছিলাম। উঠতি বয়সে বাতাস ছাঁকার জন্য ছাঁকনি হাতে ছাঁইচে বসেছিলাম,

ছাঁকি-জালে মাছ ধরার জন্য নির্ভেজাল জলে নেমেছিলাম। স্মৃতি ভুলিয়ে মনকে বশীভূত করা জন্য ভুল সংশোধন করেছিলাম।"

"ভালো মন্দের অর্থ না জেনে বদের বান্ধবী হয়েছি, মনের খবর না জেনে নাজানি কী ভুল করেছি?"

"যখন ছোট ছিলাম তখন ছোট্ট স্বপ্ন দেখেছিলাম, বছরে বছরে আমি বেড়েছিলাম, আমার স্বপ্নটা বড় হয়েছিল।"

"বিশ্বসা কর, তোর আঁকা ছবির প্রদর্শনী করতে পারলে খুব ভালো হতো। কেমনে করব তা ভেবে পাচ্ছি না।"

"ভুজুং দিচ্ছ নাকি?"

"আমি মজা করি না। তোর আঁকা ছবি আমার খুব ভালো লাগে। পারলে তোর ছবির প্রদর্শনী করতাম। তোর ছবির মাঝে অনেক কিছু লুকিয়ে থাকে। জানি না কবে, তবে নিশ্চিত কোউ তা খুঁজে বার করবে।"

"আজ মাত্র মাথাটা খালি হয়েছিল। ভেবেছিলাম একটা ছবি আঁকব কিন্তু তুমি আমার মাথাটা ভার করে দিয়েছ, এখন থেকে দিনরাত চিন্তা করতে হবে। কেন যে পথের বাঁকে পথ হারিয়ে তোমাকে দেখতে এসেছিলাম?"

"খামোখা চিন্তা না করে ছবি আঁকার সময় আমার কথা ভাবলে ছবি আঁকতে সহজ হবে। মানসী হয়ে আমি তোর মনে থাকতে চাই। যাক, হাবভাবে স্পষ্ট তুই কাউকে ভালোবাসতে শুরু করেছিস।"

"ভালোবাসাবাসির জন্য আমার হাতে সময় নেই।"

"মনের মানুষের জন্য সময় বার করতে হয়। আমি বিশ্বাস করি সে ধারেপাশে কোথাও আছে।"

"একেতো জটিল কাজ দিয়েছ তারোপর অত্যন্ত অদ্ভুত কথা বলে আমাকে অত্যাশ্চর্য করেছ। সত্যি বলছি, আমি উন্মনা হতে চাই না।"

"আরেকদিন গপসপ করব এখন বাসায় যা।" বলে অপ্সরা পরিবেশে মিশে। মাহীর দ্রুত চালিয়ে শহরে ফিরে। শর্মী তখন জানালা খুলে বাঘকে দেখছিল। হোঁতকা কেঁদো বাঘ কদ্দিনে হাড়জিরজিরে হয়েছে। দাঁড়াতে চেয়ে নেতিয়ে পড়ে হাঁপাচ্ছে দেখে তিরধনু তেগ হাতে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে ঘোড়াকে ডাকে ...

"টাট্টো! দৌড়ে আয়।"

দাদা দাদি মা বাবা বেরিয়ে কী হয়েছে বুঝার আগে শর্মী অন্ধকারে অদৃশ্য হয়। উনারা কে কী বলবেন যখন ভাবছেন শর্মী তখন পরপর তির মেরে নেমে বনমোরগ নিয়ে ঘোড়ায় উঠার সময় শিয়াল আক্রমণ করলে পলকে তেগ বার করে আক্রামক হয়। দেহরক্ষীর

মত ঘোড়া শর্মীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নড়তে থাকে। শর্মী হিংস্র শব্দ করে ভোজালি দিয়ে আঘাত করলে শিয়াল নিথর হয়। রশি দিয়ে বেঁধে ঝম্পে উঠলে ঘোড়া তীব্রবেগে দৌড়ে বাড়ি পৌঁছে। বনমোরগ দাদার হাতে দিয়ে শিয়ালকে টেনে বাঘের সামনে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে শর্মী বলল, "বাড়াবাড়ি করলে বেঘোরে মরবে। এখন রয়েবসে পেট ভরে খা।"

দাদা হেঁকে বললেন, "শর্মী! তোর কী হয়েছে?"

"আমার কষ্ট হচ্ছিল। প্রায় দুই সপ্তায় একটা খরগোশ খেয়েছে। আমার গলা দিয়ে খাবার নামছিল না।" বলে শর্মী অশ্রু মুছে। দাদি ওর পাশে যেয়ে মাথা হাত বুলিয়ে বললেন, "আমি বিশ্বাস করি, এই বাঘ বশ্য এবং বিশ্বস্ত প্রহরী হবে।"

"বিশ্বসাঘাতকের কলিজায় তেগ গাঁথতে আমি কখনো বিলম্ব করি না।" বলে শর্মী দৌড়ে যেয়ে গোসল করে শুয়ে পড়ে এবং ভোরে ধড়মড় করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে বাঘের সামনে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বাম হাত বাড়ায়। বাঘ দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়ে শর্মীর পাশে যেয়ে পোষ্য বেড়ালের মত ব্যবহার করে। ডান হাতে ভোজালির হাতা ধরে বাম হাত বাঘের মাথায় বুলিয়ে বুক ভরে শ্বাস টেনে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "আমি তোকে বিশ্বাস করেছি। আমি বিশ্বাস করি তুইও আমাকে বিশ্বাস করেছিস। মাই বাবা আশ্বস্ত হলে তুইও আমার মতো স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারবে।"

অনতিদূরে দাঁড়িয়ে ঘোড়া অস্বস্তিবোধ করছিল। হাসতে হাসতে ঘোড়ার পাশে যেয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে শর্মী বলল, "আক্রামক হলেও আর কামড়াকামড়ি করবে না।"

ঘোড়া আশ্বস্ত হয়ে মাথা কান নাড়ে এবং শর্মী বাড়ির কাজে ব্যস্ত হয়। মাস-দেড়েক পর মা বাবা আশ্বস্ত হয়ে অনুমতি দিলে ঘোড়ায় চড়ে বাঘকে সাথে নিয়ে শর্মী বেরিয়ে যায়। সায়াহ্নে খাদিমনগর জাতীয় উদ্যানে হাঁটাহাঁটি করে মাহীর পাখি এবং হাঁসকে খাবার দিচ্ছিল আর কবিতা আবৃত্তি করার বৃথা চেষ্টা করছিল...

"একটা কবিতা লিখার জন্য আমি কবিতার খাতার দিকে তাকিয়ে থাকি। কবিতারা আমার সাথে কথা বলে না, কবিতা নাম্মী নারী আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে। আমি পরখ করে দেখছি, বোকারা আবেগের বেগার, ভাবুকরা ভাবের জমিদার। ধ্যানগম্ভীর কবির ধ্যানে হাস্যোজ্জ্বল মানসী, কবিতার শব্দরা সশব্দে বাতাসে

প্রতিধ্বিনত হয়, চূড়ান্ত হট্টগোলের কারণ প্রানোচ্ছল পূর্ণযৌবনা। ওগো কবিতা, আমি তোমাকে দেখতে চাই। দয়া করে আমার সামনে আবির্ভূত হও।"

এমন সময় বিকট শব্দে মোবাইলে রিং বাজে। চমকে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে বুকে থুথু দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, "নিশ্চয় আশেপাশে ঠাঠা পড়েছে।"

রিং না থামলে, চোখ বুজে শিউরে পকেট থেকে মোবাইল বার করে কপাল কুঁচকে জবাব দেয়, "হ্যাঁ বলো। কী, আমার সাথে দেখা করতে চাও? যেখানে প্রথম দেখা হয়েছিল ওখানে, মগজ বিকল হয়ে মাথাটা নষ্ট হয়েছে নাকি? দেখো, দূর! তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না। শোনো! মারধর করলেও আমি আর তোমার সাথে দেখা করব না। আমি এখন রাখছি। আর কখনো কথা কাটাকাটি হবে না, তুমি ভালো না থাকলেও আমার মন্দ হবে না। এখন হুমড়ি খেয়ে পড়ে মরে দোজখে গেলে, জ্বলে পুড়ে সুশ্রী মুখ বিশ্রী হবে।"

"মাহীর! আশীর্বাদের বদলে অভিশাপ দিলে ভয়লজ্জাদি হেতু লজ্জায় তুমিও সংকুচিত হবে।"

"আমি আশীর্বাদ করি, সত্বর তুমি অভিশপ্তা হও।" বলে মাহীর মুখ ভেংচিয়ে লাইন কেটে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে ছোড়ে মেরে অলোকসামান্যাতায় ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে তার চক্ষু চড়কগাছ। ফেরতার মত ঘোরপাক খেয়ে ইয়া মোটা ঢাউস মার্কা রাজহাঁসের ঠিক মাঝপিটে মোবাইল পড়লে, রাজহাঁস তেড়েফুঁড়ে আসে। তা দেখে পড়ি কি মরি করে দৌড়ে মোটরসাইকেলে উঠে পিটটান করে। টিলাগড় চাকলায় প্রবেশ করার সাথে সাথে সে শিহরিত হয় এবং তার গায়ে কাঁটা দেয়। এই অঞ্চলে ভূতুড়ে বাড়ি আছে এবং ভূতরাও বেশি উপদ্রব করে। ইকো পার্ক থেকে ভয়দ শব্দ ভেসে আসে। মাহীর শিউরে ডানে বাঁয়ে তাকায়। ভূতুড়ে নারীকণ্ঠ পরিবেশ থেকে ভেসে আসে ... "মাহীর, তুমি এসেছ?"

"আত্মহত্যা করে হয়তো অবশীভূত হয়েছে। ভূতের ভয়ে আজ আমি অভিভূত অথবা জড়ীভূত হবো। হায় হায়, ভূত পেতনী, দত্যি-দানোর চিন্তায় চিন্তিত হয়ে মটরের গতি মন্দীভূত হচ্ছে। নিশ্চয় আমাকে বশীভূত করতে চায়। বিয়ে করে সংসারী হতে পারব না। অকালে হাবাকালা হওয়ার জন্য কেন যে মায়াবিনীর প্রেম সাগরে ঝাঁপ দিয়েছিলাম, এখন আমি কী করব? এই পেতনীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করি কেমনে? হায়রে হায়, আজ আমার নিস্তার নাই।"

নিম্নকণ্ঠে বলে মাহীর নারীর দিকে তাকিয়ে কপট হাসে।

"কী হয়েছে মাহীর, এমন করছ কেন, ভয় পেয়ছ নাকি? আমার সাথে আসো, পার্কে বসে তোমার সাথে খোশগল্প করব।" বলে নারী দু হাত প্রসারিত করে।

"সময়ের চেয়ে উত্তম মহৌষধ আর নেই, সময়ের সাথে ক্ষতবিক্ষত দেহ সুস্থ হয়, মনঃকষ্টে ক্লিষ্ট সত্তা সন্তুষ্ট হয়, শুধু ভূতের ভয় দূর হয় না।" নিম্নকণ্ঠে বলে মাহীর চোখ বুজে শিউরে ওঠে। ছোটকালে দাদি নানি যা বলছিলেন তা তার মনের কানে প্রতিধ্বনিত হয়। ভূত পেতনীর ছায়া কায়া নেই, ওরা অশরীরী। ওরা আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। সান্ত্বনাবাণী মনের কানে প্রতিধ্বনিত হলেও মনশ্চক্ষে অশরীরিণীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখতে পায়। নারী অগ্রসর হলে মাহীর মোটরবাইক চালাতে শুরু করে।

আনিস তখন অধ্যবসায়ীর মত বসে অত্যন্ত সংযতচিত্তে রোমাঞ্চিকা পড়ছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে দেয়ালঘড়ি এবং মোবাইল এক সাথে বাজে। ক্রিং ক্রিং, ডিং ঢং। ঝম্পে উঠে পকেট থেকে মোবাইল বার করে, সভয়ে চারপাশে তাকিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলল, "হ্যালো।"

ব্যস্তকণ্ঠে মাহীর বলল, "আনিস আমাকে বাঁচা। ডরে ভয়ে কলিজা শুকিয়ে মরে যাব। থরথর করে হাত পা কাঁপছে। বন্ধুত্বের দুহাই দিচ্ছি দৌড়ে আয়। মারধর করলেও আজ আর কালাগুল যাব না।"

"তোর কী হয়েছে, কথা শুনে মনে হচ্ছে গলা শুকিয়ে এক্কেবারে শুঁটকি।"

"বন্ধু রে, জগতের বার যতসব ইচ্ছিবিচ্ছিরি শ্রীভ্রষ্ট সব আমার নজরগোচর হচ্ছে। ভাবের স্ফুরণে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা হচ্ছে, বিশ্বাসযোগ্য বিষয় অবিশ্বাস করতে চাই। আমাকে প্রাণবন্ত দেখতে হলে পবনবেগে আয়।"

"তুই এখন কোথায়?"

"টিলাগড়ের ভূতুড়ে বাড়ির আশেপাশে।"

"তোর মড়া চোখের দিকে তাকালে আমার আত্মা আড়ষ্ট হবে জেনেও তোর নিথর দেহ দেখার জন্য অভয়ের কাছে প্রাণকে বন্ধক দিয়েছি, আমি আসার আগ পর্যন্ত জগতের মায়া ত্যাগ করিস না। আমি আসছি!" বলে আনিস বাসা থেকে বেরিয়ে দৌড়ে যেয়ে মাহীরকে না পেয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, "বেজুতে পেয়ে ভূতরা আমার বন্ধুকে অপহরণ করেছে। নিশ্চিত হওয়ার ভুতুড়ে বাড়ি আমি একলা যাব না। শুনেছি নির্বোধরা দিনমান বুদ্বুদ করে এবং ভূতুরে বাড়ির

উঠানে পরীরা উড়াউড়ি করে।"

এমন মাহীর এসে থামলে ঝম্পে উঠে শিউরে আনিস বলল, "এখন উল্কাবেগে চালা।"

মাহীর দ্রুত চালাতে শুরু করে বলল, "আজ ভূতপূর্ণিমা নাকি?"

"অন্ধকারাকাশে উজ্জ্বল চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে মন বলছে হয়তো অমাবস্যা পূর্ণিমা।"

"বুঝতে সমস্যা হচ্ছে, পারলে বুঝিয়ে বল।"

"আমার মন ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে, সব পূর্ণিমার আইমা ভূতপূর্ণিমা আমাদেরকে জেঁতেছে।"

"পূর্ণিমা সাথে রাগ করেছিস নাকি?"

"কোন পূর্ণিমা?"

"তোর মানসী।"

"বকবক বন্ধ করে সাইকেল চালা।" বলে আনিস আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে শিউরে ওঠলে মাহীর বলল, "তোর ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?"

"আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ, অমাবস্যার রাতেও নিদারুণ চাঁদ ঝলমল করছে। আজ আমি শেষ। ডরে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে মরার জন্য কেন যে এত কষ্টে এসেছি?"

"ভূতের ভয়ে প্রেমিকরা এখন প্রেমকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে।"

"ভিতুরা ভূতকে ভূতের মত ভয় পায় যদিও ওরা ভূতের গল্প শুনার জন্য নাওয়া খাওয়া ছাড়ে।"

"ছাওয়ালকালে শুনেছিলাম গাল্লিকের জন্য ঝালমুড়ি এবং অট্টগরম চা আনার জন্য খালিবাড়িতেও ওরা যায়। আমি কখনো যাইনি। ভূতের রাজা হলো খালিবাড়ি দোকানদার। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে অবিশ্বাস্য বিষয় বিশ্বাস করার কারণ, ভূতের জগতে ভূতরাই দোকানদারি করে। ডরে-ভয়ে দাঁত কটকট করে, ঠাণ্ডায় বগল ঘামে এবং গরমেও বগল ঘামে, এমন দায়ে পড়ে আমি বগল বাজাব কেমনে?"

"চাঁদের আলোয় পৃথিবী আলোকিত হয়েছে। মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি, শুধু তোর ঘরে দুনিয়ার সকল অন্ধকার। আচাভুয়া কিম্ভূতকিমাকাররাও সেই ঘরের সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। ঘর থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ বেরিয়ে আসছে। শব্দের প্রতিশব্দে অশরীরীরা ভয়ে কাঁপছে। কচর মচর শব্দটা এমন, কে যেন করমচার মত কিছু চিবিয়ে খাচ্ছে। কী খাচ্ছে আমার সাথে অনেক জানতে চায় কিন্তু

আজকের পূর্ণিমা যদি ভূতপূর্ণিমা হয় তাইলে গ্রহের ফেরে পড়ার আশঙ্কা আছে।"

"বকবক বন্ধ কর নইলে এখুনি ভূতকে তলব করব।"

"আমি আমার প্রিয় কবির পাশে বসে গরম কফি পান করতে চাই। প্রিয় কবির মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে চাই, আমার প্রিয় কবি, আরেকটা কবিতা কি আবৃত্তি করবে?"

"যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন জপে অনেকে পস্তায়, বিরহব্যথায় ব্যথিত হাস্যরসিক বিরসবদনে অন্যকে হাসায়। ব্যথিত হাস্যরসিকের মত আমি পস্তাতে চাই না।"

"মাঝে মাঝে এমন কবিতা পড়ি, যে কবিতায় জীবন এবং মৃত্যুর বৃত্তান্ত অমৃতের মত, ছন্দপতনে সামান্যতম ব্যতিক্রম হয় না আবৃত্তির গতিতে। শব্দরা অর্থকে আগলে রাখে, অর্থরাও শব্দের সাথে মানিয়ে চলে, বনিবনার জন্য মোটেই বাড়াবাড়ি করে না।"

ওরা যখন ভয়তরাসে পালাচ্ছিল তখন দাঁতের ব্যথায় কাতর হয়ে দাদা দাওয়াই আনার জন্য ডাক্তারখানায় প্রবেশ করে রোগীদের অসংলগ্ন কথাবর্তা শুনে এক্কেবারে অবাক। তরন্তে এক রোগী প্রবেশ করে বলল, "ডাক্তরসাহেব ডাক্তরসাহেব, সর্বনাশ হয়েছে! আমার মাথার উপর হয়তো ভীতু ভূতের ভর পড়েছে!"

"হায় হায়! এসব আপনি কী বলছেন, কেমনে কী হলো?"

"কী আর বলব বলুন? আমার আদুরে বউ বাপর বাড়ি গিয়েছে। ওর চিন্তায় চিন্তিত হয়ে আমি ডেউয়াতলে ধ্যানাসন পেতে বসে দেখি মাথায় খালি ঘোরে।"

"তারপর?"

"তলপেটে চিনচিন ব্যথা।"

"আর কী?"

"ভাত খেতে জানে চায় না।"

"আর কোনো সমস্যা?"

"খালি ঘরে একলা ঘুমালে ডর লাগে। ঘুমিয়ে পড়লেও ডরে ভয়ে ঘুমাই না, খালি ডরাই।"

"বোঝেছি, আপনাকে পানি পড়া দিতে হবে।"

"ওই টোলার পিরসাহেব বলেছিলেন আপনার সাথে দেখা করলে মিঠা বড়ি দেবেন আর আপনি বলছেন পানি পড়া। এখন ডরেভয়ে হাত পা কাঁপতে শুরু করেছে।"

"ডরকে ভয়ের কাছে বন্ধক দিয়ে বলুন গতকাল কেমন মিঠাই

মন্ডা খেয়েছিলেন?"

"মাত্র তিন কেজি ছানামিষ্টি খেয়েছিলাম।"

"বেঝেছি, বেশি মিঠায় আপনার পেট আমলাচ্ছে। আপনাকে তিতা দাওয়াই দিতে হবে। শিশির ভিতর বড়ি আছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় একটা করে চিবাবেন এবং মাত্র সাঁইত্রিশ বার ওঠবস করবেন।"

"শাস্তি এত কষ্টদায়ক করা হলো কেন?"

"মিষ্টান্নভোজনের ভর নামার জন্য। এই নিন পড়া পানি, সকাল বিকাল এক চামুচ করে খাবেন।"

এমন সময় ডাক্তরসাহেব ডাক্তরসাহেব জপে আরেকজন প্রবেশ করে হাঁপাতে হাঁপাতে চেয়ারে বসে বলল, "জবরদস্ত বিপদে পড়েছি।"

ডাক্তার ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, "তরস্তে বলুন তারপর কী হয়েছে?"

"গতকাল ঝালমুড়ি খেয়েছিলাম, ঠকরা চানা দিয়েছিলে বেশি, এখন আমার পেট ফুলে ফাঁপাচ্ছে এবং মাথা খামোখা ঘোরাচ্ছে। ঘোরাঘুরি করে দৌড়ে আপনার চেম্বারে এসেছি। জলদি আমাকে পানি পড়ে দিন।"

প্রথম রোগী কপাল কুঁচকে নিম্নকণ্ঠে বলল, "ওরে বাবা, ডাক্তার তো কঠোরপ্রকৃতির জবরদস্ত বড় পির।"

পানির বোতল রোগীর হাতে দিয়ে ডাক্তার বললেন, "পারলে এক টানে না পারলে জিরিয়ে জিরিয়ে পান করে পানি শেষ করুন। মনে রাখবেন, পানি পান করতে হয়। পানি খেয়ে বিষম উঠলে জড়ি-বুটি দিতে হবে।"

প্রথম রোগী চিন্তিতকণ্ঠে বলল, "ডাক্তরসাহেব, পানভোজন আমি মোটেই পছন্দ করি না। ভাত সালন খেয়ে পেট ভরে, পানির জন্য জায়গা থাকে না। হাত ধোয়ার আগে বিষম হেঁচকি উঠলে বড় বিরক্ত লাগে।"

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, "হাভাতের মত ভাতে খেলে বিষম ওঠে। মনে রাখবেন, এক গ্রাস অন্ন খেয়ে এক কুলি পানি গিললে বিষম হেঁচকি উঠে না।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁতের ব্যথা ভুলে দাদা রোগীদের সাথে বেরিয়ে যান। পরদিন অপরাহ্নে কল্পলোকে প্রবেশ করে শর্মী ওর স্বপ্নের পুরুষের সাথে সংসার করছিল ...

সূর্য ডুবতে শুরু করেছে এমন সময় বাড়ি ফিরে হেঁকে ডেকে

রসিয়া বলল, "আনন্দী! ওরে আমার আমার মায়ূরী পেখম মেলে আয়, তোর লাগি মোর মন আনচান আনচান করে।"

আনন্দী দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কপালে আঘাত করে বলল, "হায়রে আমার কপাল! পড়শিরা শুনলে মুখ লুকিয়ে হাসবে। আজ এত দেরি করলে কেন, কোথায় গিয়েছিলে? সেই বিহানে চারটা পান্তা খেয়েছিলে। কিছু খেয়েছ, না গামছায় বেঁধে এনেছ?"

"আনন্দী! দেখ তোর জন্য কী এনেছি।" বলে রসিয়া পোটলা খুলে দেখায়।

"ওরে আমার রসিয়া! তোমার যন্ত্রণায় কোথায় যেয়ে যে লুকাই? এই বয়সে আলতা কুমকুম গালে লাগালে ঘর থেকে বেরোতে পারব না। এসব না এনে তোমার জন্য ভালো একটা কুর্তা আনলে আমি অত্যন্ত খুশি হতাম।"

"কোন ছুড়ি তোরে বুড়ি ডাকে? ওর নাম বল, এখুনি ওকে ডেউয়া গাছে ওঠাব।"

"জানো! তুমি ছ্যাবলামি করলে লজ্জায় লাল হয়ে মুখ লুকাতে চাইলে আমি লবেজান হই।"

"ও মোর মায়ূরী, তুই ছাড়া আপন বলতে আমার কেউ নাই, তুই ভিন ভাসলে বাঁচব আমি কার লাগি?"

"ও মোর রসিয়া, তুমি বেজার হইলে চোখের জলে বুক যায় ভাসিয়া, রসে রসে কথা বলে অভাগীরে বুকে নাও টানিয়া।" বলে আনন্দী দু হাত প্রসারিত করে। ওকে উরে টেনে বিচলিত হয়ে দুহাতে ওর চোখের জল মুছে দিয়ে রসিয়া বলল, "গ্রামবাসি জানে বউআ আমি তোরে ভালোবাসি।"

"অবলার কলিজায় ধরে সজোরে মোচড় মারো কেন?"

"ভালোবাসা কিনতে ব্যর্থ হয়ে জেনেছি, ভালোবাসা বাতাসের মত। বাতাসকে আমরা দূষিত করি। ভালোবেসে কেউ পাপ করেনি। পাপের কারণ জানলে পূণ্যের বিচার করা হয়। খোঁজখবর নিলে আত্মিক টান বাড়ে। হাজারটা খাশি দিয়ে শিরনি করলেও পেটুকরা খেয়ে শেষ করে। গরিবের গরিবিয়ানা ফুরায় এবং লাটের বাঁটেও ঠাঠা পড়ে। গরবে গরবিত হওয়ার মতো পৃথিবীতে তেমন কিছু নেই। গরবিনির আঁজলা তিরস্কারে ভরে এবং সত্যাসত্য জানলে বিবেকবানরা নির্বাক হয়।"

"নিজের সাথে প্রতারণা হলো বড় পাপ, যা আমরা অজান্তে করি। আত্মাত্যাচারের জন্য মৃত্যুর পরেও আমাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে। ভালো বাসা এবং ভালোবাসার অর্থ যে জানে না ভালোমানুষ

তাকে ভালোবাসবে কেন? ভালোবাসার সাথে বাসি যোগ হলে অঙ্গাঙ্গি হয়। আমরা যে ভালোবাসা নিয়ে ব্যস্ত তা হলো রিপুর বাড়াবাড়ি। কাম রিপু সম্বন্ধে আমরা জানি না। নিজের সাথে উত্তম ব্যবহার হলো পুণ্যকীর্তি। সোজা কথা হলো, ভালোবাসার আসল অর্থ স্রষ্টার সন্তুষ্টি।"

"বিষে অঙ্গ জরজর হয় কালসাপের লেজ ধরলে, আমার খালি টুকনি খঞ্জনি হয় ভাংটা পড়লে। অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায় কর্মদোষে দোষী হলে, কুস্বভাবে নষ্ট হলে ডুবে মরতে হয় স্বখাত-সলিলে। আনন্দী! তোর লাগি ঘর ছেড়েছি আমি তোর লাগি সুখের বাসর বানিয়েছি। আমি জানি আমার কারণ অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করেছিস। এখন নোন আনতে পান্তা ফুরায়, টানাটানি করে দিন কাটে। পাকঘরে চল, আজ তোকে হাড়িঠেলায় সাহায্য করব।"

"তোমার আগে কবুল বলে আমি দুঃখকে বরণ করেছি। কপালের লেখা আল্লাহ লিখেছেন। কপালকে আমি দোষী না। আমার শুধু এই মিনতি, ভুল বুঝে অভাগীরে ভুলিয় না।" বলে আনন্দী বিচলিত হলে, চোখের দিকে তাকিয়ে রসিয়া বলল, "সকলে জানে আমি আত্মভোলা, শুধু তুই জানিস আমি যে আলাভোলা।"

আনন্দী হাসার চেষ্টা করে পলক মারলে ঝর ঝর করে অশ্রু ঝড়ে। বাদলসাঁজে ঘন ঘন বিজলি চমকে আকাশভাঙা বৃষ্টি ঝেঁপে নেমে পরিবেশ বর্ষণমুখর হয়। আবেগপ্রবণ হয়ে আঁজলা পেতে রসিয়া বলল, "হে বৃষ্টিভেজা, উৎপিপাসুকে এক আঁজলা জল দাও।"

বৃষ্টিভেজা আনন্দী আঁজলায় বৃষ্টিজল লয়ে বলল, "এই নাও, পানি পানে পরিতৃপ্ত হও।"

"আজ সারাদিন আকাশ মেঘগম্ভীর ছিল। বিষণ্ণতা দূরে করে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝরে সায়ংসন্ধ্যা বৃষ্টিস্নিগ্ধ হয়েছে। বৃষ্টিভেজা কাক কোকিলার রা শুনা যাচ্ছে না। বরিষণমুখরিত রাতে রাতজাগা পাখিরা একে অন্যের পালকের উমে শিহরিত হবে। আনন্দী, আমাকে ভালোবাস নইলে বাতাসে ভেসে মন হবে উদাসী।"

"প্রেমানন্দে হয়েছিলাম তোমার প্রেয়সী। মনানন্দে বৃষ্টিতে ভিজতে ভালোবাসি।" বলে আনন্দী দু হাত মেলে চোখ বুজে আকাশের দিকে মুখ করে ঘুরপাক খায়। ওর দু হাত ধরে রসিয়া বলল, "আমি মরলে তোর খুব কষ্ট হবে তাই না আনন্দী?"

আনন্দী চোখ পাকিয়ে বলল, "আজ তোমার কী হয়েছে?"

"আমার আপন বলতে তুই ছাড়া এই জগতে আর কেউ নেই।

তুই আগে মরলে, খালি ঘর আমার জন্য কবর হবে।"
"তুমি কি মনে করো আমি তোমাকে একলা থাকতে দেব?"
"মৃত্যু কি আমাদেরকে এক সাথে নেমে?"
"বিধাতার কাছে এই মিনতি, আমাদের মৃত্যু যেন একসাথে হয়।"

এমন সময় ঘোড়া ডাকাডাকি করে। শর্মী চমকে ভোজালির হাতা ধরে চারপাশে তাকিয়ে চিন্তিত হয়। বাঘ এসে সামনে দাঁড়ায়। বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করে শর্মী বলল, "রাতে শিকারে যাব, পারলে বিশ্রাম কর।"

বাঘ হাই তুলে মাথা নেড়ে বসে এবং শর্মী ঘরের ভিতর যেয়ে ব্যস্ত হয়। মাহীর তখন জৈন্তাপুর ছিল হঠাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত মোটরসাইকেল চালিয়ে রোদঝলমলে জনপদ পেরিয়ে বনাঞ্চলের দিকে যায়। চারপাশে গাছের দীর্ঘছায়া, প্রতিচ্ছায়া এবং উপচ্ছায়া। কখনো ছায়াময়, কখনো ছায়া-ছায়া, কখনো আলোক, কখনো নিরালোকে এঁকে বেঁকে চালাতে থাকে। বেলাশেষে সূর্য ডুবতে শুরু করে, মোহসৃষ্টিকারী চাঁদের আলো জলে পড়ে ঝলমল করলে, পরিবেশ মোহাবিষ্ট হয়। জ্যোৎস্নাস্নাত শিশিরবিন্দুরা ঘাসের শিরে চমকাচ্ছিল। মোটরসাইকেল থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলে কাকনের কন কন এবং নূপুরের ঝনঝন শব্দ বাতাসে ধ্বনিত হয়। রাতজাগা পাখিরা শীতে শক্ত হওয়ার ভয়ে ডানা ঝাপটাচ্ছিল না। বাতাসে নারী কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল...

বোড়ার লেজে ধরলে বিষে অঙ্গ হয় জরজর, নিঃশব্দে মন ভাঙে, পাথর ভাঙ্গে কড়কড়। বিরহের রাতে শ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয় বুক ধড়ফড়, ঝরা পাতায় পাড়া পড়লে শব্দ হয় মড়মড়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাহীর হাঁটতে থাকে এবং নূপুরের শব্দ নিকটবর্তী হলে আলতো পায়ে হেঁটে যেয়ে শিমুল গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, "মন্ত্রবলে দুর্বল করেছ, মন্ত্রে করেছ মন্ত্রমুগ্ধ, মন্ত্রশক্তি নিয়ন্ত্রণ করে তুমি হয়েছ মন্ত্রসিদ্ধ।"

শর্মী তখন নাগরদোলা খাচ্ছিল আর দুঃখে ভারাক্রান্তকণ্ঠে কথা বলছিল, "ইস! আর কতকাল একলা একলি নিরালায় বসে দোকলার জন্য অপেক্ষা করব? জানি না কেন মন মিনমিন করে বলছে, সে নিশ্চয় স্বেচ্ছানির্বাসনে গিয়েছে! তার অপেক্ষায় আর কতকাল

লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকব? প্রতি সূর্যাস্তে আমি হতাশাগ্রস্ত হই এবং কামনাশূন্য মন অরণ্যেরোদন করে। অবশেষে হতাশায় মিয়নো হতে হবে নাকি?"

অদ্ভুত পরুষকণ্ঠ বলল, "ও চাঁদবদনী! চাঁদের দেশে যেতে চাও নাকি?"

শর্মী চমকে চারপাশে তাকিয়ে সভয়ে বললল, "কে, কোথা থেকে কথা বলছ?"

অদ্ভুতকণ্ঠ বলল, "আমি তরুরাজ।"

শর্মী অবাক হলেও হাঁপ ছেড়ে বলল, "জানো তরুরাজ, আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমার সাথে হাতাহাতি করার জন্য ভূতনাথ এসেছে।"

"বিভীতকে ভূত বসে না এবং উপরি ভাবে বিভূষিতারা প্রভাবিত হয় না।"

"কার্ষাপণের পণ ধরে বলতে পারব, ভূতযজ্ঞের অর্থ না জেনে ভূতশুদ্ধি করতে চেয়ে তুমি ভূতগ্রস্ত হয়েছ, তা না হলে এতসব জানলে কেমনে?"

"এত গূঢ়তত্ত্ব জানলে কেমনে?"

"নিশ্চয়াতার সাথে বলতে পারব, সর্বভূতে দয়া করতে চেয়ে তোমার অন্তিমইচ্ছা বাষ্পীভূত হয়েছে।"

"চাঁদবদনী, তোমাকে যে ভালোবাসে তাকে আমি কল্পপুরুষ ডাকি। বসন্তের প্রথম ফুলে বরণমালা গেঁথে তার গলে কি দেবে?"

"আমার নাম শর্মী, আমাকে চাঁদবদনী ডাকছ কেন? তুমি হয়তো জান না, তার অপেক্ষয় আমি আক্ষিপ্ত এবং দুর্ভাবনাগ্রস্ত হচ্ছি।"

"আমি এখন বন্দে বন্দি, চাইলেও বৃত্তের ভিতর আড়েদিঘে বাড়ির বানাতে পারব না।"

"বন্দ্যা হতে চেয়ে আমি নিষিদ্ধ বন্দনায় বন্দিনী হয়েছি। আড়ঘোমটায় গুণ্ঠিত হতে পারলেও আড়াআড়ি দৌড়াতে পারি না। আমার বন্ধু বন্দক হয়েছে, বন্দুকবাজ হতে পারেনি।"

"তুমি নিশ্চিন্তে নাগরদোলা খাও, আশীর্বাদধন্য হওয়ার জন্য সে সত্বর আসবে এবং তোমার হাত ধরে সুখানুভূতির অন্য স্তরে পৌঁছবে। ঝিলের জলে তাকিয়ে দেখো, হাত প্রসারিত করে তোমার কল্পপুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, বিশ্বাসের সাথে পা বাড়ালে সুখের গন্তব্যে পৌঁছবে। দোয়া করি, স্বপ্নরা সত্য হোক, প্রাপ্য হোক প্রাপ্তি।"

"আমিও বিশ্বাস করি সত্বর সুখোদয় হবে। অবিশ্বাস্যভাবে ঝিলের জলে কল্পপুরুষকে দেখতে পাচ্ছি!" বলে শর্মী ঝম্প নেমে দৌড়ে

যেয়ে হাটুজলে নেমে জলকেলি করে। ঝিলের জলে চাঁদকে ঝলমল করতে দেখে মাহীর বলল, "বন্যতা এবং হিংস্রতায় সম্মোহক হয়েছে তন্বীর তনুশ্রী, নিরাপত্তা এবং বিশুদ্ধতায় আর্কষক হয়েছে বনাশ্রী।"

কামুকের মত সে যখন শর্মীকে দেখে, তখন আক্রমণের জন্য বাঘ প্রস্তুত হয়। পরিবেশ নিস্তব্ধ। অপলকদৃষ্টে শর্মীর দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে মাহীর বলল, "জলপরীর রূপের জেল্লায় জলে আগুন লেগেছে। বিতনুর তনুতে বিরহবেদনা লেখা। মারধর করলেও জলপরীর প্রেমে আমি পড়ব না। হাড়পাকা ভাবুকরা ভাবপ্রকাশে পটু, কাঁচা বাড়ি বানিয়ে ঘরামি হয়েছি আমি আঁটুবাঁটু।"

নিম্নকণ্ঠে কথা বলে মাহীর পিছু হাঁটে এবং নিঃশব্দে ঘোড়া অগ্রসর হয়। ঘোড়ার সাথে ঠেকে পিছন ফিরে চমকে বলল, "ওরে বাসরে! চিকচিকে কালো আরবি ঘোড়া বাংলাদেশে আসল কবে?"

দুহাতে মুখ ছেপে ধরে সামনে তাকিয়ে শো দুয়েক হাত দূর ওঁত পেতে বসে থাকা বাঘ দেখে হেঁকে বলল, "জলপরী গো! জলে ডুবে আমাকে উদ্ধার করো।"

তার চিঁকে ঘোড়া চমকে ওঠে। অপচ্ছায়া শর্মীর পাশে থমকে পরিবেশে অদৃশ্য হয়। শর্মী দৌড়ে পারে উঠে হাঁপায়। বাঘ এবং ঘোড়া দৌড়ে যেয়ে শর্মীকে ঘিরে দাঁড়ায়।

"ইয়া আল্লাহ! জলজ্যান্ত বাঘ আসলো কোথা থেকে?" বলে মাহীর তড়বড় করে গাছ বেয়ে উঠে ডালে বসে গাছকে জড়িয়ে ধরে বিপদমুক্তির জন্য প্রার্থনা করে। শর্মী শিউরে বাঘ এবং ঘোড়াকে শান্ত হওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে দুহাতে কোমর ধরে চোখ পাকিয়ে রাগান্বিতকণ্ঠে বলল, "এই বাবু! আমার মেকুরকে বকাবকি করসি কেন?"

"ওটা মেকুর হলে এতবড় খচ্চর বাপের জন্ম কেউ কখনো দেখেনি। তাকিয়ে দেখো, খচরামি করার জন্য বিড়ালের বাচ্চা খচমচ শুরু করেছে। বাপরে বাপ! বাঘের ডরে আমি গাছে ওঠেছি, আর অপ্সরা বলছে আমি নাকি ওর মেকুরকে বকাবকি করছি। অপ্সার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।"

"রসরঙ্গে সঙ্গী হওয়ার জন্য এসেছিস নাকি?" বলে শর্মী ঠাটঠমক টসকে হাঁটলে কম্পিতকণ্ঠে মাহীর বলল, "টসটসে ফোঁড়ার বিষে আমার বগল ফুলতে শুরু করেছে আর রূপযৌবনবতী ঠাটঠমক টসকে হাঁটাহাঁটি করছে। এই গাছে বাদুড় থাকলে বাঁদরামি রোগের বারোটা বাজবে।"

গাছের নিচে যেয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "এই বাবু! ফোঁড়া টসটস করছে না টসটসে ফোঁড়ার বিষে আইঢাই করছিস?"

মাহীর চোখ বুজে শিউরে তাওবা তাওবা করে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, "আল্লাহ গো আল্লাহ, এই ফাঁড়া থেকে উদ্ধার হলে আমি আর বাংলাদেশে থাকব না।"

"এই বাবু, তোর কী হয়েছে?"

"বেপাড়ায় এসে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে বিপাকে পড়েছি। ওদের অপ্রীতিকর ব্যবহারে পরিস্থিতি অস্বস্তিকর হয়েছে। নকশির নকশার মত রোমহর্ষক দৃশ্যকে রমণীয় করলে আমি তোমাকে নকশা-পাড় শাড়ি কিনে দেব।" বলে মাহীর বাঘ এবং ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে বলল, "যারা আমাকে বেগতিক করেছে ওরা জানে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি এখন তাদের নিয়ন্ত্রণে। এই দৃশ্যের শেষ দশা আমি জানি না, দুর্দশার খবর ওরা জানতেও চায় না। অন্তর্দশার গূঢ়তত্ত্ব নাকি জ্যোতিষীরা জানে? অন্তর্দশন অত্যন্ত শ্রুতিমধুর শব্দ। বাস্তবিক হয়ে জেনেছি, কম হলেও দৈনিক শতেক বার আয়নায় নিজের মুখ দেখি।"

"যা বলেছিলে বুঝিয়ে বল নইলে অবুঝের মত তোর সাথে বোঝাপড়া করব।"

"আমি বলতে চেয়েছিলাম, দূর থেকে চিঁহি শুনলে ছি ছি করে দৌড়ে পালাতাম, উরে এসে ফাঁড়ায় পড়েছি। ডরে ভয়ে থরহরি করছি, চাইলেও নিচে নামতে পারব না।"

"নির্ভয়ে নেমে আয়, ওরা আমার পোষ্য।" বলে শর্মী বাঘের গলা মাথায় হাত বুলিয়ে ঘোড়ার কপালে হাত বোলায়।

"আমি বিশ্বাস করি জলপানির জন্য হিংস্র জানোয়ারা পোষ্য হয়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তুমি হলে নিখুঁত সুন্দরী, মানে জলপরী এবং এই ঝিলে পানের যোগ্য পানি আছে।" বলে মাহীর বাঘ এবং ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, "ও জলপরী! জলকেলি করে ক্লান্ত হয়েছ নাকি?"

"নিচে নেমে আয়, তোর সাথে কোলাকুলি করব।"

"অনেকটা পথ পায়ে হেঁটে এসেছি, কোথাও কুলা অথবা কুলি দেখিনি।"

"জানিস! তোকে দেখে আমি উদ্দীপিত হয়েছি। আমার বাহুতে আয়, আমি তোকে পরাহত করব।"

"ও জলপরী! দিগভ্রান্ত হয়ে বাংলাদেশে এসেছ নাকি?"

"এই বন আমার রাজ্য।"

"এখন নিশ্চিত হয়েছি, ভয়ঙ্কর ব্যাপারটার সঙ্গে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েছি। ডানে বাঘ, বাঁয়ে ঘোড়া। একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখি মাঝখানে অপ্সরা। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে একে অপরকে স্পর্শ করলে পরস্পরের সর্বনাশ হবে এবং ঠাঠা পড়ে আলী আমজাদের ঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা বাজবে।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করলে তার দিকে তাকিয়ে নিম্নকণ্ঠে শর্মী বলল, "অবিশ্বাস্য হলেও রসিয়ার সাথে আমি রসালাপ করছি।"

"ও জলপরী! প্রেমে মজে আমার প্রেমিকা হতে চাও নাকি?"

"এই বাবু! আমার মনের খবর তুই জানলে কেমন?"

"সেরেছে! উপোষণের ঘাটতি পোষাবার জন্য এখন আমার সাথে বোঝাপড়া করবে।" বলে মাহীর গায়ের জোরে গাছকে জড়িয়ে ধরে মাথা দিয়ে ইশারা করলে শর্মী বলল, "আমি যে তোর প্রেমে মজেছি তা তুমি জানলে কেমনে?"

হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "মহাবনের নিগূঢ় রহস্য জানার জন্য এসেছিলাম। বেঁটেখেঁটে লোকটা কিছু বেঁটে দিচ্ছিল। সাড়িতে দাঁড়ালে ধমকে বলেছিল, বেঁয়োকে ভাগ দিয়ে বেকার হতে চাই না। বেখাপ্পা লোকের খপ্পরে পড়ে বুঝেছিলাম আমি যে আইনলঙ্ঘন করেছি। কেউ আমাকে ন্যূনতম সাহায্য করেনি। বুনো জন্তুর হাবভাবে বুনো স্বভাব থাকে এবং তা স্বাভাবিক। বুনো লতায় মালা হয়। বুনো ওল আমি খাই না। কালাগুলের পাগল বলেছিল, বুনো ওলের রসে নেশা আছে এবং অপ্সরার প্রেম মজলে অলীক নেশায় মন মাতোয়ারা হয়।"

কপাল কুঁচকে শর্মী বলল, "এই বাবু, তোরা মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? নিচে নেমে আয়, ধরাধরি করে কবিরাজের বাড়ি নিয়ে যাব।"

মাথা নেড়ে মাহীর বলল, "হাতি দিয়ে টানিয়ে এখন আমাকে নিচে নামাতে পারবে না এবং মারধর করলেও আমি গাছের গলা ছাড়ব না।"

"ঠিকাছ, তুই গাছের সাথে গলাগলি কর আমি তোর বগলে আসছি।" বলে শর্মী ঝম্পে ঘোড়ার পিঠে উঠে বানরীর মত গাছ বেয়ে তার কাছে যেয়ে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে বলল, "এই বাবু, এতদিন কোথায় ছিলে?"

"ওরে বাবা রে! কেউ আমারে বাঁচাও রে। জলপরী গো জলে যাও। তোমার রূপের জেল্লায় জ্বলেপুড়ে কয়লা হতে চাই না।" বলে মাহীর হাত দিয়ে ইশারা করে নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, "ওরে বাসরে! জড়ে ঘোড়া ডালে পরী, চক্রে মেকুর করে ঘোরাঘুরি।"

"আমার উরে আয়, আমি তোকে আদর করতে চাই।"

"তুমি আমাকে আদর করতে চাও কেন?"

"আমি জানি তুই আদুরে। তোকে আদর করে আমি আদুরি হতে চাই।"

"তোমার বদনে ছাপার অক্ষরে বিরহবেদনা লেখা। বিহরতে বিহর্তা হতে চাই, তোমাকে আদর করে আমি তোমার বিরহে বিরহিত হতে চাই না।"

"এসব তুই কী বলছিস?"

"ডাক-বাংলায় যেতে চাই। দয়া করে পৌঁছে দেবে?"

"আমার সাথে চল।"

"ও জলপরী, তোমার নাম কী?"

"শর্মী। তোর নাম কী?"

"মাহীর। জানো, তোমার নাম সত্যি খুব সুন্দর। তোমার মত রূপযৌবনবতী আমি কখনো দেখিনি। সকলে জানে জ্যোৎস্না পানে চকোর হয় তৃপ্ত, বৃষ্টিজল পান করে তুষ্ট হয় চাতকিনী। ওগো কামিনী, কামনায় আমি কামার্ত হয়েছি। মনোমোহিনী তুমি মানবী না মায়াবিনী?"

"এই বাবু, এভাবে কথা বলিস কেন? তোর কথা শুনে আমার মনমুনিয়া উড়াউড়ি করছে। তোর মনের কথা আমার ভাষায় আমাকে বুঝিয়ে বল।"

"বাঘটা কি সত্যি পোষ্য?"

"নিচে চল, বাঘের সাথে পরিচয় করাব।"

"দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, বাঘের সাথে হাত মিলিয়ে ভাই অথবা বান্ধব ডাকতে পারব না। ভায়রা ডাকা তো দূরের কথা।"

"আমার বাঘ তোকে প্রভু ডাকবে।"

"তুমি কী বলেছ আমি কিচ্ছু বোঝিনি।"

"আমি তোরে বরণ করতে চাই।"

"বরণ শব্দের অর্থ আমি জানি না, তুমি জানো?"

"আমি তোকে বিয়ে করতে চাই। কয় বছরে এক গণ্ডা এণ্ডা-বাচ্ছার মা হতে চাই। আমার গলায় বরণমালা দে, আমি তোকে বর ডাকতে চাই।" বলে শর্মী খিলখিল করে হাসলে মাহীর কপাল কুঁচকে বলল, "আমাকে রোমাঞ্চিত করে তুমি হাসাহাসি করছ কেন?"

"তোকে আনন্দিত করার জন্য আমি নিরানন্দ হব। তোকে সুখিত করে আমি দুঃখিনী হব। আমাকে আমি তোর পায়ে সঁপে দেব। তুই কি আমাকে বরণ করবে?"

"তোমার বাঘ এবং ঘোড়াকে দেখে আমার হাত পা অবশ হয়েছে। তোমাকে বরণ করে আমি অমর হতে চাই না।"

"আমার হাত ধরে নিচে নাম, আমি তোকে মারধর করব না।"

"ঘোরাঘুরি করে আমি ঘোরালো বিপদ পেড়েছি। আমাকে ডাক-বাংলায় পৌঁছে দিতে পারবে?"

"আমি এখন ডাকবাংলায় যাব না। আমার বাড়ি চল।"

"আমার বাড়িতে তুমি খেতে পারবে, তোমার ধারীতে বসে আমি কিচ্ছু খেতে পরব না।"

"এই বাবু! আমি অমুসলমান নই। আমিও নামাজ কুরআন পড়ি।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমাকে ক্ষমা করো।" বলে মাহীর লজ্জিত হয়ে মাথা নত করলে তার দিকে তাকিয়ে শর্মী বলল, "ক্ষমা করলে তুই কি আমাকে বরণ করবে?"

"বার বার বরণ করার জন্য মিনতি করছ কেন?"

"আমার বাপু আমাকে বিয়ে দিতে চায়। তাই বারবার তোকে মিনতি করছি।"

"তোমার হাবভাবে প্রাণোচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও তুমি এত অসহায় এবং হতাশ্বাস হয়েছ কেন?"

"অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, আমি তোকে স্বপ্নে দেখেছিলাম।" বলে শর্মী সামনে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে পিছনে ইশারা করে বিচলিত হয়ে বলল, "সে-ই কবে।"

"কী?"

"হ্যাঁ বাবু, সেই কবে তোরে বরণ করে আমি তোর পেয়ারি হয়েছি।"

"জলপরী, আমি তোমাকে কাঁদাতে চাই না। তোমার মাঝে জীবনীশক্তি আছে। তোমার সাথে বসবাস করার জন্য আমার মূমূর্ষ ভালোবাসা জিজীবিষু হয়েছে।"

"বাংলায় বুঝিয়ে বল।"

"তোমার রূপের ঝলকে আমার স্বপ্ন নীল হয়েছে। তোমাকে স্পর্শ করার কামনায় নিষ্কাম মন কামার্ত হয়েছে। আমি ভোগবাসনাবিমুখ হতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে উন্মুখ করেছ।"

"এই বাবু, তোর একটা কথাও আমি বোঝিনি। দয়া করে বুঝিয়ে বল।"

"মনোহারিণী তুমি আমার কল্পনারী।" বলে মাহীর গাছ ছেড়ে শর্মীর চোখের দিকে তাকিয়ে দুহাত প্রসারিত করে বলল, "পেয়ারি! দয়া করে আমারে বরণ কর।"

"বাবু, ঝম্পে নাম।" বলে শর্মী গাছ থেকে নেমে সানন্দে গায়...

মনমুনিয়া নেচে কয় বন্ধুরে তোরে ভালোবাসলাম, উরে টান মোরে, বন্ধু তোরে বরণ করলাম। তাপন উঠেছে তনে হাসির ঝলকে আগুন লেগেছে বনে, বন্ধুরে তোরে আমি মন যৌবন সঁপলাম। মনভোমরা গুনগুন করে কয়, অধরমধুপান করে তোর গলে মালা পরালাম।

মাহীর অবাকদৃষ্টে তাকায়। বনলতায় গাঁথা মালা তার গলে পরিয়ে হাত তালি দিয়ে শর্মী বলল, "তোরে আমি বরণ করলাম।"

"জলপরী গো, তোমার মেকুর।"

"দাঁড়া, তোর সাথে পরিচয় করাব।" বলে শর্মী হাতের ইশারায় বাঘকে ডেকে জল টলমল দৃষ্টে মাহীর দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "আমার বরকে চিনে রাখ।"

"জলপরী, স্বজাতি হলেও আমি বিদেশি। ছুটি কাটাবার জন্য কদ্দিন আগে দেশে এসেছি।"

"আমারে তোর সাথে নেবে? তোকে ভালোবেসে আমি পরবাসী হব। তোর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য আমি তোর পড়শি হব।"

"আমার খুব ঠাণ্ডা লাগছে।" বলে মাহীর এদিক ওদিক তাকায়। শর্মী ব্যস্ত হয়ে শুকনো লতা পাতা জড় করে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে যেয়ে সবিনয়ে বলল, "বেশি ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ঘাগরি ছিঁড়ে দেই?"

"জলপরী।" বলে মাহীর বিচলিত হয়ে মাথা নাড়লে ব্যস্তকণ্ঠে শর্মী বলল, "কী হয়েছে বাবু, কাঁদছিস কেন?"

"মন্ত্রমুগ্ধের আমি এসেছি। কেমনে এবং কোন পথে এসেছি আমি কিচ্ছু জানি না।"

"তুই না জানলেও আমি জানি। মনশ্চক্ষে তোকে দেখে, মনশ্চাঞ্চল্যে বিচঞ্চল হয়ে আমি নাগরদোলা খাচ্ছিলাম। আমার সময় কাটছিল না। ঝাড় থেকে বাঁশের কোঁড়া কেটে, বাজার থেকে এনেছি বঁড়শি। রশিতে ফাতনা বেঁধে টোপ গেঁথেছিলাম কিন্তু মাছ ধরতে পারিনি।"

"বনজ্যোৎস্না দেখতে চেয়েছিলাম। তোমার কানড়ে চন্দ্রমল্লিকা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। তোমার সাথে রসালাপ করে কানায় কানায় রসেরহাঁড়ি ভরেছে। কানাকানি করে কানে-খাটো হতে চাই না। আমি দিগেভালা হয়েছি। দিগ্বালিকা হয়ে দিগ্‌দর্শন করলে সহজে শহরে ফিরে যেতে পারব।"

"আমি কখনো শহরে যাইনি, আমাকে সাথে নেবে?"

"তুমি নিশ্চয় বনপরী?"

"দাদু বলেছেন, আমি নাকি এই বনের রানী।"

"বনরানী?"

"আমি জানি না।"

"অপ্সরার গল্প শুনেছিলাম এবং দেখার জন্য কয়েকবার এসেছিলাম। আমার সাথে ভাগ্য শুয়ে থাকার দরুন দেখা করতে পারিনি। অপ্সরাকে কখনো দেখেছ?"

"অপ্সরাকে আমি ডরাই।" বলে শর্মী চোখ বুজে শিউরে উঠলে চিন্তিতকণ্ঠে মাহীর বলল, "কেন?"

"দিনমান বনবন ঘুরে আর কানাকানি করে জিনের সাথে কানামাছি খেলে।"

"তুমি কী?"

"আমার দাদু আমাকে ডানাকাটা পরী ডাকলেও আমি পরী নই। চাইলে তুই আমাকে নিখুঁত সুন্দরী ডাকতে পারবে।" বলে শর্মী কপট হাসলে মাথা দুলিয়ে মাহীর বলল, "তুমি আসলে অলোক-সুন্দরী।"

"এই বাবু! আমি তোরে ভালোবাসতে চাই। তুই আমারে ভালোবাস।"

"ভালো এবং বাস শব্দের অর্থ আমি জানি না। বাঁশঝাড়ে ভূত থাকে। কামড়াকামড়ি আমি ডরাই, রাইখয়রা ভাজার জন্য দাবানল জ্বালাই।"

"বাবু, আমি তোরে ভালোবাসি। আমারে ভালোবাস। তুই আমারে ভালো না বাসলে বাঁশঝাড়ে আগুন লাগিয়ে আমি নিজেকে পুড়িয়ে মারব।"

"আমরা আমাদের আত্মপরিচয় জানি না। তুমি সত্যি সুন্দর। আমি পথ হারিয়ে এসেছি। তোমার বিয়ের বয়স হয়েছে। মাস কয়েক পর আমি আবার বিদেশ চলে যাব।"

"বাবু, আমি তোর পায়ে ধরব।" বলে শর্মী হাত বাড়ালে কপাল কুঁচকে মাহীর বলল, "আমার পা ধরতে চাও কেন?"

"তোরে ভালোবাসি আমি তোর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য বাঘ পোষেছি।"

"সর্বনাশ করেছ?"

"বাবু, আমি এক অভাগিনী। দয়া করে সদয় হ।"

"নিগূঢ় রস্যের গূঢ়তত্ত্ব জানতে চাই।"

"বাবু, তুই আমারে অবহেলা করলে সকলের অমঙ্গল হবে।"

"মায়, আমি তোমাকে অবহেলা করব কেন?" বলে মাহীর সর্তক হয়ে ডানে বাঁয়ে তাকায়। বাঘ এবং ঘোড়া অস্থির হয়। শর্মী চিন্তিত হয়ে লাগাম ধরে বাঘের মাথায় হাত বুলায়। শর্মীর পাশে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "তোমার পরিচয় জানতে চাই। তুমি নিশ্চয় অনন্যা?"

"হ্যাঁ, অনন্যোপায় আমি তোরে ভালোবাসি।"

"অদৃশ্য কিছু তোমার অনিষ্ট করতে চায়।"

"তুই আমারে ভালোবাসলে কেউ আমার অনিষ্ট করতে পারবে না।"

"অনপেক্ষ আমি অনভিজ্ঞ।"

"বাবু, তোর দুইখান পা ধরি।" বলে শর্মী কাঁধ ঝুলিয়ে মাথা নাড়লে কপট হেসে মাহীর বলল, "পিরিতির বাগানে ফল ফুল নেই। ভুখ লাগলে ফল খেতে হয়। ফুলে মধু থাকে এবং আমি মৌমাছি নই।"

"চারপাশে তাকিয়ে দেখ, ফুলের সুবাসে সুবাসিত বাতাসে ভালোবাসা আছে। আমাদেরকে একসাথে দেখে পাখিরা কানাকানি করছে। মৌচাকে মধু আছে এবং মৌটুসির মনে মৌতাত। তোর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সম্মোহিত হয়েছি।"

"চশমখোর চোখে নেশা, মনে সংশয়। অনাহুত আমি অনাসক্ত ছিলাম। মোহিনী তুমি আমাকে বিমোহিত করেছ।"

"যুবতী হয়েছি আমি অনার্তবা নই।"

"পাকে প্রকারে নিশ্চয় বিপাকে পড়েছি? কড়াপাকের সন্দেশ খেতে চাই না।"

"তোর ছাইপাঁশ কথা শুনে মেকুরের মুখ পাঁশুটে হয়েছে।"

"তোমার মেকুর দেখে আমি বিকারগ্রস্ত হয়েছিলাম।"

"বাবু, বুঝদারের মত আমাকে বুঝার চেষ্টা কর।"

"তুমি হয়তো জানো না, আমি এখনো অবুঝ।" বলে মাহীর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলে শর্মী তার পাশে যেয়ে বলল, "তোর কী হয়েছে, এমন করছিস কেন?"

"জীবনাশঙ্কায় আমি শঙ্কিত। আশে পাশে অদৃশ্য আপদ-বালাই আছে।"

"বাবু, আমারে বরণ কর।" বলে শর্মী বিচলিত হয়ে দু হাত প্রসারিত করে। মাহীর কপাল কুঁচকে ওর হাতে ধরে বলল, "বিপজ্জনক পরিবেশ। মারাত্মক পরিস্থিতি। তোমার হাত ধরে

বিপর্যস্ত হতে চাই না।"

"বাবু, ভালোবাসার দোহাই আমাকে ভালোবাস।"

"নাবালক অবস্থায় পণ করেছিলাম, বালক হলে আমি ভালোমানুষ হব।"

"এই বাবু, এমন করছিস কেন?" বলে শর্মী কপাল কুঁচ করলে, ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে বুক ভরে শ্বাস টেনে হাঁপ ছেড়ে হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "আমার ভুখ লেগেছে, কী খাওয়াবে?"

"বললে হরিণ শিকার করে শিকে পুড়ে খাওয়াব।"

"আমি শিকার করতে পারি না।" বলে মাহীর মোবাইল বার করলে অবাককণ্ঠে শর্মী বলল, "তোর হাতে ওটা কী?"

"খেলনা, খেলতে চাও?" বলে মাহীর ফোন করার ব্যর্থচেষ্টা করে।

"তোর খেলনা খুব সুন্দর। আমার খেলনা চাস?" বলে শর্মী মোবাইল হাতে নিলে অদ্ভুত শব্দে রিং হয়। দুজন চমকে উঠে এবং শর্মী চিঁক দিয়ে দৌড়ে তাকে জাড়িয়ে ধরে। মাহীর জবাব দিয়ে বলল, "চিন্তা করিস না আমি এখনো জীবিত আছি।"

অবাকদৃষ্টে তাকিয়ে শর্মী বলল, "কা"র সাথে কথা বললে?"

মাহীর হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার বন্ধুর সাথে। এখন থেকে এই খেলনা তোর। হয়তো ভোরে অথবা রাত দুপুরে হারিয়ে যাব। মৃত্যুর পর কী জানি না তবে যতদিন বাঁচব আমি তোকে ভুলব না।"

"আমিও তোরে কোনোদিন ভুলব না। শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত আমি তোর অপেক্ষা করব।"

"সত্যি?"

"বাবু, কিরা খেয়ে তিন সত্য বল তুই আমারে কভু ভুলবে না।"

"তুই আগে কিরা খা।"

"কিরা খেয়ে তিন সত্য করে বলছি, তোর নাম জপে আমি বিষপান করব। এখন তুই খা।" বলে শর্মী পলকে অধরচুম্বন করলে মাহীর চমকে বলল, "সর্বনাশ করেছিস! এমন করলে কেন?"

"মরে অমর হওয়ার জন্য অধরামৃত পান করেছি। চাইলে তুই পান করতে পারবে।" বলে শর্মী মুচকি হাসে। ওর চোখের দিকে তাকয়ে মাহীর বলল, "আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোর সাথে আমি প্রতারণা করব না। মনে রাখিস, শপথ ভাঙলে বুকে ইমান থাকে না।"

"বাবু! তুই পুরুষমানুষ, তোদের মনে সহজে রং লাগে। রঙ্গিয়া হয়ে শপথ ভুললে তুই বেইমান হয়ে মরবে। আমি আর পাপ করব না। শুনেছি নিষ্পাপরা বেহেস্তে যাবে। বেহেস্তী হলে আমি তোর

সাথে বেহেস্তে বাসর জাগব।"

"শর্মী! আমি তোরে ভালোবাসি।" বলে মাহীর শর্মীকে উরে টানে। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট কাঁপিয়ে শর্মী বলল, "বাবু, তোর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি মরতে চাই।"

"আমি আর অমর হতে চাই না। ভীরু, দৌড়ে আয়।" বলে মাহীর হাত দিয়ে ইশারা করলে বাঘ পিছু হেঁটে লেজ নাচালে কপাল কুঁচকে শর্মী বলল, "এই বাবু, ভীরুকে ভড়কাছিস কেন?"

"তোরে ফেলে আমি আর কোথাও যাব না। ভীরু! দৌড়ে আয়।"

"মারধর করলেও ভীরু এখন ধারে পাশে আসবে না।"

"বন্ধুরা নিশ্চিত হয়েছে ভীরু আমাকে খেয়ে ফেলেছে।" বলে মাহীর বিদ্রূপ হেসে বাঘের দিকে তাকায়। আবার মোবাইল বাজলে শর্মী চমকে জবাব দেয়, "ওই! তুই কে?"

আনিস কম্পিতকণ্ঠে বলল, "আমি মাহীর বন্ধু। এতজোরে দাবড়ি দিলে কেন?"

"বাবু বলেছিল তাই দাবড়ি দিয়েছিলাম।"

"মাহীরকে বাবু ডাকছিস কেন?"

"বা রে, বাবুরে বাবু ডাকব না তো টাট্টু ডাকব নাকি?"

"টাট্টু ডাকবে কেন! টাট্টু কী?"

"আমার ঘোড়ার নাম।"

"তোর ঘোড়ার নাম টাট্টু?"

"তুই এখন কোথায়, আমার রাজ্যে না অন্য রাজ্যে? আমার রাজ্যে অনেক অপরিচিত গাঁও আছে।"

"আমি এখন অন্য রাজ্যে।"

আবার লাইন কেটে মোবাইলের দিকে তাকিয়ে কোষ থেকে ভোজালি বার করে এগিয়ে দিয়ে শর্মী বলল, "এই ভোজালি আমার বাপু আমাকে দিয়েছিলেন। সাবধানে রাখিস। বাবু, তুই চলে গেলে তোর সাথে কানে কানে কথা বলতে পারব?"

"আমারে তোর বাড়ি নিয়ে যা।"

"আমার বাপ দাদার সাথে মারামারি করতে চাস নাকি?"

"তোর বাবার পায়ে ধরে কেঁদে বলব, বাপু, শর্মীকে আমি বিয়ে করতে চাই।"

"আজ না, আরেক দিন। এখন আমার পাশে আয়, প্রেমাসনে বসে আমরা রাত জেগে প্রেমালাপ করব।"

"তুই বাড়ি যাবে না?"

"আমারে তোর বুকের ভিতর লুকাতে পারবে? আমি তোর সাথে

থাকতে চাই। তেরিমেরি করে দিকদারি দেব না।"

"আমাকে নিয়ে শহরে যেতে পারবে?"

"আমাকে জড়িয়ে ধরলে পলকে নিয়ে যাব। জড়িয়ে ধরবে পলকে টাট্টু আমাদেরকে নিয়ে যাবে।"

"টাট্টু। ভীরুকেও সাথে নিতে হবে নাকি?"

"হ্যাঁ। তুই এত চিন্তিত হচ্ছিস কেন?"

"ভীরুকে দেখলে দৌড়াদৌড়ি করে শহুরিরা পটোলতোলা চল যাবে।"

"শহরে যেতে চাস কেন?"

"চার্জার আনার জন্য।"

"ঠিকাছে, পরে আনব। এখন আমার সাথে আয় খুব ভুখ লেগেছে।"

"খেলনা দে, বন্ধুকে আসার জন্য কানেকানে ডাকব।"

"তুই কথা বল, আমি দেখি শিকার পাই কি না?" বলে শর্মী ঘোড়ার পাশে যায়। মোবাইল কানে লাগিয়ে মাহীর বলল, "আনিস, চার্জার নিয়ে আসতে পারবে?"

"তুই এখন কোথায়?"

"ঝিলের ধারে। আসতে পারবে?"

"স্বর্গপুরে চলে গিয়েছিস নাকি? নে, খালাম্মার সাথে কথা বল। ঝিলের জলে ডুবিয়ে জিওল রেখেছে হয়তো।" কপট হেসে বলে মাথা চুলকিয়ে ফোন এগিয়ে দিয়ে দৌড়ে কামরায় যেয়ে চার্জার হাতে বেরিয়ে আনিস বলল, "খালাম্মা, আমি যাচ্ছি।"

মা চোখ পাকিয়ে ফোন এগিয়ে দিয়ে বললেন, "তোর সাথে কথা বলতে চায়।"

আনিস কপট হেসে মোবাইল কানে লাগায়।

"ডাক-বাংলায় আয়।" বলে মাহীর লাইন কেটে হাঁপ ছেড়ে শর্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বন্ধু আসছে। আমাকে ডাক-বাংলায় পৌঁছিয়ে তুই বাড়ি চলে যা, তোর দেরি হলে দুশ্চিন্তায় মাই বাপু অস্থির হবেন।"

"বাবু, তোরে আমি আমার কলিজার ভিতর লুকাব।" বলে শর্মী আবেগপ্রবণ হলে চিন্তিতকণ্ঠে মাহীর বলল, "আমি এখন আশ্বস্ত হতে চাই। পূর্ণিমারাতে ভানুমতির খেলা শুরু হয়েছে নাকি? ধবধবে বাঘ আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আমি তার প্রভু। তোর পরনে হরিণের চামড়া। গলায় হীরার মালা। হাতে সাদা সোনার বালা। কানে মণিমুক্তার ঝুমকা। আলতায় রাঙা পায়ে রুপাচান্দির নূপুর। বাঘ আমাকে খেয়ে ফেলেছে নাকি?"

"বাঘের পিঠে বসতে চাস?"

"পরে বসব, আগে আমার গালে চিমটা দে।"

শর্মী বিদ্রূপহেসে গায়ের জোরে চিমটা দিয়ে কানে আঙুল দিলে মাহীর চিৎকার করে গালে হাত বুলিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, "এত জোরে চিমটা দিলে কেন?"

"তুই বলেছিলে কেন?"

"আমি বলেছিলাম চিমটা দেওয়ার জন্য। তুই পেঁজা দিলে কেন?"

"আমি শুনতে চেয়েছিলাম তুই কত জোরে চিৎকার করতে পারিস এবং তোর গলার সুর কত কর্কশ?"

"শুনেছি বাসররাত মধুর হলে নবোঢ়া কন্যা চিল্লাচিল্লি করে।"

"বাবু আমারে ধর, আমার হাত পা অবশ হচ্ছে।" বলে শর্মী কাঁধ ঝুলালে গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "শর্মী! নিজেকে আয়ত্তে রাখ।"

"কেন বাবু?" বলে শর্মী অপলকদৃষ্টে তাকালে মাহীর বলল, "জানি না। শোন, আমাকে আর বাবু ডাকিস না।"

"তোকে বরাঙ্গ ডাকতে পারব?"

"এক দমে হজার বার ডাকতে পারবে।"

"ঠিকাছে, হরদমে আমি তোরে বরাঙ্গ ডাকব। এখন বুঝিয়ে বল আমার কী হয়েছে?"

"বুঝিয়ে বলার সময় এখনো হয়নি।"

"তোর গলা কাঁপছে কেন?"

"আমি জানি না।"

"তুই কিছু জানিস। যা জেনেছিস তা আমি জানতে চায়। আমকে বুঝিয়ে বল।"

"এখন বলতে পারব না।"

"কখন বলতে পারবে?"

"বিয়ের পর।"

"এখন বললে কী হবে?"

"পাপ হবে।"

"বাবু, আমারে বরণ কর, তনুমিলনে একতন হতে চাই।"

"বোঝেছি, তুই আমাকে ভুখা রাখতে চাস। বাড়ি কখন যাবে? নিশ্চয় সবাই চিন্তিত হচ্ছেন।"

"রাত দুপুরে আমি একা শিকার করি।"

"কী শিকার করিস?"

"কুক্কুট, খরগোশ, হরিণ, আরো কত কী।" বলে শর্মী চারপাশে তাকায়। এমন সময় করুণ সুরে কেউ গান গায় ...

সজনী ও সজনী। মনের মাঝে জমেছিল কত আশা নাজানি? শত দুঃখে নোনতা হয়েছে দুই চোখের পানি। বসন্তের বাতাসে উড়তো সুখে রঙ্গিন উড়ুনি, তোমার বিরহে জীবনে হয়েছে এখন খরানি।

"বাবু, আমি তোরে ভালোবাসি, তোর বিরহে হতে চাই না কাঁদুনি। ভালোবাসে আমাকে একটু আনন্দ দে, আমি হতে চাই আনন্দদায়িনী।" বলে শর্মী বিচলিত হলে হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "তোর চোখের দিকে তাকালে বিরহবেদনা হাতছানি দিয়ে বলে, হে বিরহী তোর জন্য আমি অপেক্ষমাণ।"

"চাঁদের দিকে তাকিয়ে আমি আশমানের ক্যানভাসে তোর ছবি আঁকি। জ্যোৎস্নারাতে চকোর চকোরী যখন উড়াউড়ি করে, আমি তখন তোর হাত ধরে স্বার্গের দিকে হাঁটি। পারলে তুই আমাকে ভুলে যা, আমি তোকে ভুলতে পারব না।"

"বাদলনিশীথে একলা বৃষ্টিস্নান করি। দু হাত মেলে তোকে বাহুতে না পেয়ে আমি বিরহিত হই। আমার চোখের নোনা জল বৃষ্টিজলে মিশে সাগরে যায়। বৃষ্টিবাদলার দিনে আকাশভাঙা বৃষ্টি মুষলধারে ঝরে আকাশ পরিষ্কার হয়, আমার মন পরিষ্কার হয় না। চাইলেও আমি তোকে ভুলতে পারব না।"

"তাইলে মনের কথা বুঝিয়ে বল।"

"তুই আমার মানসী। আমি তোকে ভালোবাসি। তোকে বিয়ে করে স্বর্গিয় পরিবেশে সংসারী হতে চাই।"

"তোর নাকের ডগায় তর্জনী রেখে, অপলকদৃষ্টে আমার চোখের দিকে বল যা বলেছিস সব সত্য।"

"অসৎরা স্বর্গে যাবে না। সত্যাসত্য জানার জন্য আমার মা'র সাথে দেখা করতে চাস?"

"হ্যাঁ! ঝম্পে টাট্টুর পিঠে ওঠ।"

"সত্যি বলছিস?"

"গাঁটরির মত তোর গলায় ঝুলতে পারব?"

"তুই কী শুরু করেছিস?"

"বাবু! আমার পেটে বগলে কাতুকুতু হচ্ছে।" বলে শর্মী মাহীর গলা জড়িয়ে ধরে। মাহীর কপাল কুঁচকে বলল, "আমার গলা জড়িয়ে ধরলে কেন?"

"আমি তোরে ভালোবাসি। আমাকে বাহুতে তোল, তোর চোখের দিকে তাকিয়ে আমি তোর গলা জড়িয়ে ধরতে চাই। হয়তো

অন্তিমইচ্ছা।" বলে শর্মী বিচলিত হলে ওকে বাহুতে নিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "শর্মী, আমিও তোরে ভালোবাসি। তোর বিরহে বিরহীত হতে চাই না।"

"আমারে তোর মা'র কাছে নিয়ে চল।"

"আমি এখন তোর রাজ্যে। তাই তোর মা'র পাশে বসে বলব, মাই আমারে ভাত মাখিয়ে দাও।"

"আমার মাকে তুই মাই ডাকতে চাস কেন?"

"আমার মাকে তুই মাই ডাকতে পারবে।"

"তোর বাপু কোথায়?"

"বিদেশ।"

"তোর বাপু দেখতে কেমন?"

"আমার বইনকে দেখলে বাপুকে চিনতে পারবে।"

"তোর বইন আছে?"

"হ্যাঁ।"

"এখুনি তোর বাড়ি যাব। ঝম্পে ঘাড়ায় ওঠ!" বলে শর্মী মাথা দিয়ে ইশারা করলে মাহীর বলল, "আমি পারব না।"

"সট করে উঠ নইলে ভীরুকে চেতাব।"

"ওঠছি ওঠছি। ভীরুরে, দয়া করে আমারে ভুলিস না।"

"এমন করসিছ কেন?"

"এই শর্মী, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?"

"না।" গম্ভীরকণ্ঠে শর্মী জবাব দিলে মাহীর চমকে বলল, "তুই তো শহুরী ভাষায় কথা বলতে পারিস!"

"হ্যাঁ, তোমার অপেক্ষায় আমি অপেক্ষমাণ ছিলাম। অশিষ্ট আমাকে নষ্ট করতে চায়। আমি বিশ্বাস করি তার চেয়ে আমি অনেক উৎকৃষ্ট। আমি ভ্রষ্টা হতে চাই না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবেসে আমাকে কলুষিত করো। আমি কলঙ্কিনী হয়ে মরতে চাই। সেই কবে কল্পপুরে আমরা সংসারী হয়েছি। তুমি আমার রসিয়া, আমি তোমার আনন্দী। আমার চোখে দিকে তাকিয়ে সত্যের কিরা খেয়ে বল, আমি মিথ্যা বলছি।" বলে শর্মী অপলকদৃষ্টে তাকালে বুক ভরে শ্বাস টেনে মাহীর বলল, "অজাতকুজাতে বজ্জাত হয়। দুষ্টরা জাতপাতের অর্থ জানে না। বিভ্রাটে হেঁটে আমি পরিভ্রষ্ট হয়েছি এবং আমার যোগভ্রষ্ট হয়েছে তবুও আমরা কুলভ্রষ্ট হতে পারব না। আমার জন্য তুমি চাঁদের টুকরো। চাঁদনি রাতে তোমার হাত ধরে আমি চাঁদ-কুড়ো ধরেছি।"

"শুধু তুমি আমাকে বিয়ে করতে পারবে। আর কেউ চাইলেও

পারবে না, খামোখা মরবে।" বলে শর্মী সামনে তাকিয়ে আঙুল দিয়ে বাঘের দিকে ইশারা করে বলল, "ভীরু তোমার পোষ্য হয়েছে।"

"বুঝিয়ে বলো।"

"আমার চৌহদ্দিতে অচিন পুরুষ আসে না।"

"তুমি কে?"

বাপ দাদার নামধাম বলে শর্মী বলল, "ভানুমতির খেলা আবার শুরু হবে।"

"কেন?"

"তুমি চলে গেলে স্বেচ্ছায় অপ্সরাদির মত হব।"

"উনার কী হয়েছিল?"

"উনি কাউকে ভালবেসেছিলেন। উনার পেয়ারা উনার সাথে প্রতারণা করেছিল। তার বিরহে অতিষ্ঠ হয়ে উনি আত্মবিসর্জন করেছিলেন।"

"মন্ত্রমুগ্ধের মত আমি তোমার রাজ্যে এসেছিলাম। রসিয়ার নামধাম শুধু আনন্দী জানে। আনন্দীকে স্পর্শ করতে না পেরে আমি নিরানন্দ হয়েছিলাম। আমি বিশ্বাস করি আত্মহত্যা মহাপাপ। আমার বিশ্বাসে আমি বিশ্বস্ত হয়েছি। আমার আনন্দী আমার সামনে। আমার নিরনন্দ মন আনন্দিত হয়েছে। আনন্দীর আনন্দের জন্য প্রয়োজনে এই বনকে আনন্দধাম বানাব।"

"পারবে?"

"সানন্দে আনন্দী যেখানে সংসার পাতবে পঞ্চানন্দে তা আনন্দধাম হবে। সুখৈশ্বর্য হলো স্রষ্টা আশীর্বাদ। আমি প্রার্থনা করি, আমাদের জীবন হোক স্বর্গীয়, স্বর্গ হোক আমাদের প্রাপ্য।"

আমিন পড়ে শর্মী বলল, "আমাকে এক ফোঁটা আনন্দ দাও, আমি তোমাকে আনন্দস্রোতে ভাসাব। সামান্য সুখে আমাকে সুখিনী করো, আমি তোমাকে সশরীরে স্বর্গভোগ করাবে।"

"আনন্দী, আমাদের আনন্দে পরিবেশ উদ্ভাসিত হয়েছে। আমাকে স্পর্শ করে তুমি আনন্দে উচ্ছল হয়েছ। বুক ভরে শ্বাস টানলে অনুভব হবে বাতাসে যে আনন্দোৎসব।"

"আমি জানি।" বলে শর্মী ঘোড়ায় চড়তে চাইলে মাহীর বলল, "আমাকে ডাক-বাংলায় পৌঁছে দেবে?"

"আমি এখন বাড়ি যাব।"

"তোমার বাবা আমাকে জানে মেরে ফেলবেন।"

"আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারব, সমাদরে আমার বাপু তোমাকে পাশে বসিয়ে বনমুরগির রান খাওয়াবেন। আমার দাদু

তোমার সাথে কুস্তি করবেন। আমার দাদি তোমার সাথে এক্কাদোক্কা খেলতে চাইবেন। আমার মা তোমাকে অত্যাদর করবেন। আর কথা না বলে ঝম্পে ঘোড়ায় ওঠো।"

"শর্মী, এসব তুমি কী বলছ?"

"গায়ের জোরে ভীরুর পিঠে চাপড় মারলে বিস্ময়ের ঘোর দূর হবে।"

"তার পিঠে চাপড় মারলে থাপ্পড় মেরে আমাকে পারপারে পাঠাবে।"

"ডরের চোটে তোমার চোখের দিকে তাকাবে না।"

"কেন?"

"তুমি সত্য প্রেমী এবং তোমার মাঝে জীবনীশক্তি আছে। আমি জীবন্মৃত ছিলাম তোমার স্পর্শে জীবন্ত হয়েছি। তোমার অধরামৃত গিলে আমি প্রাণবন্ত হয়েছি। আমি পামরী হতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে পিয়ারি ডেকেছ। আমি পাপ করতে চেয়েছিলাম, ভালোবেসে তুমি আমাকে পবিত্র করেছ। তুমি আমার জীবনীশক্তি। তোমার বিরহে আমার জীবনান্ত হবে। তোমাকে স্পর্শ করে আমি বিশ্বাস করেছি, জল এবং ভালোবাসা জীবনীয়। দয়া করে আমার হাত ধরো, পরমানন্দে আমি তোমাকে পরিতুষ্ট করব।"

"তোমার সাথে হাতাহাতি করতে চাই না। তোমার ঘোড়ার খুরে লোহালক্কড় আছে। লাথ মারলে বারো হাত দূর উড়ে যাব। আমার ডানা নেই। চাইলেও উড়াল দিতে পারব না।" বলে মাহীর কপট হাসে। ঘোড়া এবং বাঘ সতর্কতার সাথে আক্রমণের জন প্রস্তত হয়। হাবভাব বদলিয়ে শর্মী বলল, "আশে পাশে অদৃশ্য বিপদ আছে।"

বাঘ এবং ঘোড়া শর্মীকে আগল দিলে, ভোজালির হাতা ধরে শান্তকণ্ঠে মাহীর বলল, "কী হয়েছে?"

"ভালোবাসার অর্থ আমি জানি না। আমি শুধু জানি, তুমি আমার জীবনীশক্তি। তোমার কথা ভাবলে বিপদ আপদ দূরে থাকে। অপয়া ছিলাম, তোমার পা ছুঁয়ে পয়মন্ত হয়েছি।"

"বোঝেছি, পোষ মানিয়ে আমাকেও ভেড়া বানাবে। ঠিকাছে, ভেড়া হলেও তেমন ক্ষতি হবে না। বীরত্ব দেখিয়ে অকাল-বসন্তে মরার জন্য শর্মীর রাজ্যে কেউ আসবে না।"

"বাবু, আমার বাপু তোরে কলিজের মত আদর করবেন।" বলে শর্মী হাসার চেষ্টা করে ঘোড়ায় চড়ে। মাহীর ঝম্পে উঠে বলল, "দেখাবার জন্য নিয়ে চল।"

"টাট্টু, দৌড়া!" বলে শর্মী লাগাম দিয়ে বাড়ি মারলে ঘোড়া দৌড়াতে

শুরু করে। শর্মীকে জড়িয়ে ধরে মাহীর বলল, "ও জলপরী, এত রোষে দৌড়াচ্ছ কেন?"

"টাট্টু! আরো রোষে।" বলে শর্মী পা দিয়ে আঘাত করে ঝুঁকি দেয়।

"টাট্টুকে তুমি দৌড়াতেও পার না।" বলে মাহীর নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বিরক্তোক্তি করে বলল, "আমার চুল এখনো আউলাঝাউলা হয়নি।"

"তুমি পারবে?"

"আমার হাতে বাগডোর দাও।"

"কী বললে?"

"রেকাবে পা রাখতে পারব?"

"জিনে বসো। মুখোমুখি হয়ে আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরব।"

"ঠিকাছে ধরো।" বলে মাহীর ডান হাতে শর্মীকে সাহায্য করে দু পা দিয়ে আঘাত করে "ই হা" বলে লাগাম দিয়ে ঘোড়ার পাছে বাড়ি দিলে উল্কা বেগে দৌড়াতে শুরু করে।

"ভীরু! দৌড়ে আয়।" বলে শর্মী মাহীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "মোরে বরণ কর।"

"এখন পারব না, পরে বরণ করব।"

"মোরে জড়িয়ে ধর।"

"জড়াজাড়ি করার বয়স এখনো হয়নি।"

"ঘোড়া থামাও, বাড়ির সীমানায় এসে গেছি।"

লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে মাহীর চোখ পাকিয়ে বলল, "তুই মোরে এত চুমা দিলে কেন লো?"

"উদ্বিড়ালের মত আমি অত্যন্ত উদ্বেলিত হয়েছি। ফুর্তিতে উত্তেজিত হয়ে আমার হাতে পায়ে কাতুকুতু হচ্ছে।"

"আঁতুপুতু আর খুঁতখুঁতানি এখুনি দূর হবে। দেখার সাথে সাথে তোর বাপু আমার কল্লা কাটবেন।"

"এখন তোর বাপু বললে কেন?"

"আমি জানি না।"

"ভিতরে চল।"

"ভীরু কোথায়?"

"খোদার খাশি খালি খইল খায়, দৌড়াতে পারে না।" বলে শর্মী তার হাত ধরে উঠানে যেয়ে হেঁকে বলল, "দাদু! বেরিয়ে দেখো বনমানুষ একটা ধরে এনেছি।"

উনারা বেরোলে বাঘ দৌড়ে যায়।

"হায় হায়! মানুষটাকে খেয়ে ফেলবে।" বলে দাদা ধপাস করে চেয়ারে বসে দেখেন মাহীরকে বাঘ আক্রমণ করেছে।

"শর্মী! মানুষটাকে বাঁচা।" হেঁকে বলে দাদা ঝম্পে দাঁড়িয়ে দৌড়ে যেতে চেয়ে বাঘের গলা পেটে পিঠে মাহীরকে হাত বুলাতে দেখে ধপাস করে বসে দাদির দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললেন, "শর্মীর দাদি, ওই মানুষটা কে?"

"আমি জানি না। এই সুন্দর মানুষ! তোরে শিকার করল কেমনে, তুইও বাগুরায় পাড়া মেরেছিলে নাকি?" বলে দাদি ধীরে ধীরে হেঁটে পাশে যান।

"আমি পথ হারিয়ে ঝিলের পারে যেয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলাম। হঠাৎ জলের শব্দ শুনে ঝিলের দিকে তাকিয়ে জলের সাথে জলপরীকে জলকেলি করতে দেখে পিছিয়ে কিছুতে ঠেকে জমকালো আরবি ঘোড়া দেখে, পেটের ভিতর হাত-পা সিঁধে বুকের রক্ত হিম ছিল। আর ওটাকে দেখে আমার পঞ্চবায়ু প্রায় একসাথে বেরিয়েছিল।" শিউরে বলে বাঘের দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে মাহীর বলল, "আরবিঘোড়াকে টাট্টু ডাকে, বাঘকে ডাকে মেকুর। সিংহকে ডাকবে কেশরী। ওরে বাসরে, আষাঢ়ে গল্পে বহুবিচিত্র চরিত্রের কিংবদন্তি হওয়ার জন্য কেন যে দেশে এসেছিলাম?"

অবাক কণ্ঠে দাদি বললেন, "এসব তুই কী বকছিস?"

"দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি কাউকে বকাবকি করিনি।"

"বেঘোরে না মরে বাঘ বশ করলে কেমনে?"

"ওটা বাঘ নয়, ওটা একটা ইয়া মোটা মেকুর। কামড়াকামড়ি করতে না পেরে গায়ে পড়ে বন্ধু হয়েছে। আমি জানি, নারীরা সাধারণতো ঘোড়ী অথবা বাঘিনী পোষে। আপাতদৃষ্টে পরী ভেবে আমি হামাগুড়ি দিয়ে গাছের মগডালে ওঠেছিলাম। পরে আশ্বস্ত হয়েছিলাম, নিখুঁত সুন্দরী অনন্যসাধারণ এবং অনিন্দ্যসুন্দর। একবার ঘুমের ঘোরে ডানাকাটা পরী একটা দেখেছিলাম, ঝিলের জলে রূপের ঝলমল দেখে আমার জীবন প্রায় ঝলঝলে হয়েছিল। আমি ভেবেছিল হয়তো যখন তখন ঝুল খেয়ে পড়ব।" বলে মাহীর কাঁধ ঝুলালে দাদি বললেন, "হাত না নড়লে ঝুম-ঝুমি ঝুমঝুম করে না। পা না নড়লেও নূপুর ঝুমুর ঝুমুর করে। ঝুরঝুরে ভাত আর অসংলগ্ন কথাবার্তায় খাপছাড়া স্বভাবের লোক খুশি হয়। মিনিটখানেক বসে জিরা অথবা খানিক দাঁড়া, তোর সাথে কানা কানি করব।"

দাদি এবং শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "ঝলঝল অঙ্গাবরণে

রূপসীর রূপ ঝলমল করছে, ঝল্লিকা আর রূপের ঝলকে ঝিল্লির চোখ ঝলসেছে। পলকে রুক্ষ অবয়ব উসকোখুসকো হাবভাব বদলেছে, উঁকিঝাঁকি দিয়ে ঝাঁকি দর্শন করে দর্শক জলে ঝাঁপাচ্ছে। ঝাঁপটা মাথায় দিয়ে লাটের নাতনি ঝাঁজ দেখিয়ে হাঁটে, ওষুধের ঝাঁজ নাকে লাগে, কথার ঝাঁজে কলিজা ফাটে, বাজের ঝাঁগুড়গুড় আর ঝাঁঝরের ঝনঝন কানে বাজে, ঝাঁটা দিয়ে ঝেঁটে ঝঞ্ঝাট ঝোঁটিয়ে ঝক্কির ভার নিয়েছে, ঝাড়ফুঁকে ভূত ঝেড়ে ঝাড়পোঁছে বাড়ি ঝকঝকে করেছে, ঝাঁটার প্রহারে ঝিরকুটে ঝাঁটাখেকোকে নির্ঝঞ্ঝাট করেছে।"

আড়চোখে তাকিয়ে বিদ্রূপহেসে দাদি বললেন, "মনে মনে বলো আর কানে কানে, কৌমার্য সকলের পছন্দ, জ্যোৎস্না রাতে, চাঁদের আলোয় স্নান করে নবযুবতী হয়েছে কৌমুদী। পতিত পুকুরে কুমারী কুমির, বামেতরে বামোরু, ডানে ডাকের সুন্দরী, কালাকালে অনাবিষ্কৃত সুখ এখনো আনাপ্য, বর্গার জমি হয়েছে অনাবাদী। অপলক চোখে অপরূপ দেখে অবুঝ বালক ষোলোতে করেছিল কৌমারব্রত, বামাচারে বামা হয়েছিল বিমুখী, তন্ত্রমন্ত্রে তান্ত্রিক সংসারাশ্রমে হয়েছে বন্দী।"

"বালককে একলা পেয়ে ভদ্রমহিলা পাগলে প্রলাপ শুরু করেছেন।" বলে মাহীর মাথা নাড়লে দাদি বললেন, "আবার বকতে শুরু করেছিস?"

"দয়া করে বলবেন কি আমি এখন কোথায়? ঘরবাড়ি দেখে মন হচ্ছে, আমি এখন আনন্দধামে।" বলে মাহীর চারপাশে তাকায়। দাদা পাশে যেয়ে তার চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, "তুমি কে?"

"আমার নাম মাহীর। এক বন্ধুকে ভূতের কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য জৈন্তাপুর গিয়েছিলাম। নাজানি কখন আচকা আমার কপালের বাম পাশে চিড়িক মেরেছিল। আমি ভেবেছিলাম হয়তো মাথার মাঝখানে ঠাঠা পড়েছিল। পরে দেখি ঠাঠাপড়া রোদে সূর্যকানার মত অভয়ারণ্যে মোটরসাইকেল চালাচ্ছি। তারপর খোসা সুদ্ধ বাদাম খেয়ে নিজের অজান্তে মায়াকাননে প্রবেশ করেছিলাম। জলপরী তখন দোলনায় বসে নাগরদোলা খাচ্ছিল। ঘোড়ার সাথে ধাক্কা খেয়ে আমি সাম্যবাদী এবং বাস্তববাদী হয়েছি।" বলে মাহীর হাত মলে সবিনয়ে বলল, "দয়া করে আমাকে আমার বাসায় পৌঁছে দিলে আজীবন আপনাকে দাদু ডাকব।"

"তুই কেন বললে, দেশে এসেছিলাম কেন?"

"ছুটি কাটাবার জন্য আমি প্রতি বছর দেশে আসি, মারধর করলেও

আর আসব না।" বলে মাহীর শর্মীর দিকে তাকিয়ে শিউরে বলল, "জলপরী গো তুমি ঝিলে যাও। জলকেলি তো দূরের কথা জলে নেমে আমি আর গোসল করব না।"

ভ্রু দিয়ে ইশারা করে দাদি বললেন, "অবুঝের মত এত বড় ব্রত করলে কেন, ছিনাজোঁকরা তোকে আক্রমণ করেছিল নাকি?"

শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "অপলকদৃষ্টে তাকালে আপনিও দেখতে পাবেন, পরমা সুন্দরীর ছায়ায় ছাপার অক্ষরে বিরহবেদনা লেখা।"

দাদা মাথা দুলিয়ে তার পাশে যেয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "অভাব্য হবভাবে ভাবপ্রকাশ করছিস কেন, তোর কী হয়েছ?"

"জ্যোৎস্নাস্নান করার জন্য জ্যোৎস্নারাতে একলা বেরিয়েছিলাম, মাঝপথে দোকলা হয়েছিল জেল্লায় উজ্জ্বল জ্যোৎস্নাময়ী, জ্যোৎস্নাস্নাত পরিবেশে জ্যোৎস্নার আলো ঝলমল করছিল, অসম্ভবপর হলেও অসম্ভাবিত ভাবে ভূতপূর্ণিমায় ভূতাবির্ভাব হয়েছিল, নিশির ডাকে সাড়া দিলে জুজুবুড়ি আমাকে বিত্রস্ত করেছিল, ভয়বিপ্লুত এবং বিপথগামী হলে দিগ্বালিকা আমাকে দীগন্তে পৌঁছেছিল।"

মাথা নেড়ে দাদি বললেন, "কবি সাহেব, কবিতার জন্য যন্ত্রণার প্রয়োজন, সুখের জন্য প্রয়োজন স্বস্তি। সুখি মানুষ হলে সুখিনীর সঙ্গে সংসার করতে হবে। অন্যরা না জানলেও আমি জানি, পাতকুড়ানির পাতে নোন পান্তাও পড়ে না।"

"কেউ মরে আহারেবিহারে, কেউ মরে অনাহারে, পাপে লিপ্ত আমরা প্রায়শ্চিত্ত করব মৃত্যুর পরে।"

"অবিশ্বাস্য হলেও আশ্বস্ত হয়েছি, মানুষটা ভূতাবিষ্ট হয়েছে এবং বাড়িতে ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হয়েছে।"

"ভূতুড়ে গল্প পড়ে জেনেছি ভূতাত্মা এবং জীবাত্মায় যথেষ্ট পার্থক্য আছে। ভরসন্ধ্যায় বেগার্ত বাঘকে দৌড়াতে দেখে আমি বিস্মিত হেয়েছিলাম, হাঁটাত থাকলে সত্যি ভিরমি খেতাম। আমি ভাঁড় নই বিধায় ভাঁড়ামি করি না এবং বাড়াবাড়িও পছন্দ করি না। আমি বিশ্বাস করি শব্দের বৃত্তে অত্যাধুনিকতা থাকে। শান্তিকামী এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরা অমঙ্গল কামনা করে অশান্তির কারণ হতে চায় না।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করলে দুহাতে মাথা ছেপে ধরে দাদি বললেন, "বুঝদার হতে চেয়ে লোকটা বুজরুক হয়েছে এবং বাজিগর জপে আমরা ধাপ্পাবাজের খপ্পরে পড়েছি!"

বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "অমুক তমুককে আমি চিনি না এবং আমার বন্ধুরা ছাড়া কেউ আমাকে চিনে

না। আমি সাধারণ মানুষ। আমার একটা বইন আছে। সাধ্যানুযায়ী এবং উত্তমরূপে মা বাবা আমাদেরকে ভরণপোষণ করেছেন। সাধ্যসাধনায় স্বয়ম্ভর হওয়ার ব্রত করেছি। আনন্দধামের আনন্দী আমাকে নিরানন্দ করেছে। মাসের শেষে বিদেশ চলে যাব, কবে আসব আমি জানি না।"

দাদা চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, "এসব তুই কী বলছিস?"

তার পাশে যেয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বাবা বললেন, "তোমার বাসার ঠিকানা আমাকে দাও। এখুনি তোমার মা বাবার সাথে দেখা করতে যাব।"

"বাপু, আমার বাবা চাকরি করেন।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করলে বাবা বললেন, "আমি চাকর রাখি না। বাড়ির কাজ আমি একলা করি, আমার বাপুও কাজ করেন। তাই না বাপু?"

চিন্তিতকণ্ঠে দাদি বললেন, "সুন্দর-মানুষ সুন্দর কথা বলে কী বুঝাতে চাইছে?"

মাহীল দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন,"বলছে গরিবের ছেলে সে শর্মীকে বিয়ে করতে পারবে না।"

"শর্মীকে বিয়ে করলে আমার ভাগ তার নামে দলিল করে দেব।" বলে দাদা মাহীর দিকে অপলদৃষ্টে তাকালে ব্যস্তকণ্ঠে বাবা বললেন, "বাপু! এসব তুমি কী বলছ?"

"এই সুন্দর-মানুষ ছাড়া শর্মীকে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। অন্যরা ঘোড়ার লাথে বারো হাত দূরে পড়ে বাঘের ভোজন হবে।"

"এই বাপু, আমাকে তোমার বাসায় নিয়ে চলো।" বলে বাবা মাথা দিয়ে ইশারা করলে অবাককণ্ঠে মাহীর বলল, "কেন বাপু?"

"পায়ে পড়ে তোমার মা বাবাকে রাজি করার জন্য।"

"এসব আপনি কী বলছেন?"

"তুমি বীর এবং ধর্মভীরু। আল্লাহ এবং রসুলকে সাক্ষী মেনে তোমার হাতে আমার কলিজাকে সঁপলে তোমরা সুখিত হবে।"

"ওকে আপনারা এত ভালোবাসেন?"

"বাপু রে, আল্লাহ আমাদেরকে সবকিছু দিয়েছেন, তাই আমরা ফুটানি করি না।" বলে বাবা চারপাশে ইশারা করে শর্মীর দিকে তাকিয়ে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বললেন, "আমার মেয়েকে কষ্ট দিয় না।"

"মা বাবার অজান্তে এত বড় সিদ্ধান্ত করতে পারব না।"

"তোমার মা'র সাথে দেখা করতে পারব?"

"নিশ্চয় পারবেন।"

"তোমার ঠোঁট শোকিয়েছে, তুমি কিছু খাও যেয়ে।" শর্মীর মা'র

দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বাবা বললেন, "মাহীরকে কিছু খেতে দাও।"

"আসো বাপু। শর্মী আয়। মা! পাকঘরে আসুন।" হাত প্রসারিত করে মাহীর হাত ধরে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে শর্মী মা বললেন, "তোমার মা তোকে খুব আদর করেন, তাই না বাপু?"

"হ্যাঁ মাই।"

"তুমি আমাকে মাই ডাকলে কেন?"

"আপনি আমাকে বাপু ডাকলেন কেন?"

"তোমাদের বাসা কত দূর? তোমার মা'র সাথে দেখা করতে চাই।"

"আপনারা এত অধৈর্য এবং উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কেন?"

"আজকের রাত হলো যুগের প্রথম এবং শেষ রাত। আজ সারারাত শর্মীকে তোমার সাথে রাখবে। শর্মী এখন তোমার। মা! আপনারা রাজি আছেন জেনে আমি শর্মীকে মাহীর হাতে সঁপেছি।" বলে মা শর্মীর হাত তার হাতে দিয়ে কাঁদতে শুরু করলে, উনার মুখের দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "কী হয়েছে মাই, এভাবে কাঁদছেন কেন?"

"রাত ভোর হলে শর্মীর বয়স আঠারো হবে। সূর্যোদয় পর্যন্ত জীবিত থাকলে শর্মী তোমার জীবনসঙ্গিনী হতে পারবে।"

"এসব আপনি কী বলছেন?"

"শর্মীর তিন বইন ছিল এবং ছেলেরা বাঁচে না। শর্মীর মরলে এই বংশ নির্বংশ হবে।"

"এসবের কারণ আমি জানি না। তবে আমি যখন চিল্লাচিল্লি করছিলাম তখন অপচ্ছায়া তোমার নিকটবর্তী হয়েছিল। আদম ছাড়া অন্য সব জীবরা জিনকে দেখতে পারে, তা আমি জানি।" বলে শর্মীর দিকে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে ঘোড়ার পাশে যেয়ে কপালে হাত বুলিয়ে বাঘের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "প্রভুভক্ত টাট্টু এবং ভীরু অত্যন্ত বিশ্বস্ত দেহরক্ষী।"

"এসব তুমি জানলে কেমনে?"

"তোমার বোনদের ঘোড়া ছিল?"

"না।" বলে শর্মী মাথা নাড়লে গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "টাট্টু এবং ভীরুকে আদর করলে আরো জবরজং। তুমি কত হিংস্র তা হয়তো উনারা জানেন না। জানলে এত অস্থির এবং ব্যস্ত হতেন না।"

"চোটকি বলে টিকটাকারি করছ নাকি?" বলে শর্মী কাঁধ ঝুলিয়ে

শিউরে ওঠে। মাহীর মাথা নেড়ে কাঁধ ঝুলিয়ে মা'র পাশে যেয়ে বলল, "মাই, আমার ভুখ লেগেছে। দয়া করে আমাকে কিছু খেতে দেবেন?"

"এই বাবু! তুই এতসব জানলে কেমনে?" অবাককণ্ঠে দাদি বললেন। শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "অর্ধস্ফুট কামিনীকে পরিস্ফুটিত করার জন্য আমি মরণপণ করেছি।"

"এই বাবু! এসব তুই কী বকছিস?" বলে দাদি তার বাজুতে ধাক্কা মারেন।

"ডানাকাটা পরীর প্রতি নষ্ট জিন আকৃষ্ট হয়েছে। আমার হাঁই হুই এবং বাঘের হুংকারে পরি-ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়েছে, যা আমি সবমাত্র বোঝেছি।" বলে মাহীর মাথা দোলায়। মা বাবা যেয়ে তার দু হাত ধরে সবিনয়ে বললেন, "বাপু, আমাদের মেয়েকে তুমি বিয়ে করবে?"

আমি এক সাধারণ মানুষ। রানীজির ভরণপোষণ করতে পারব না।"

"বাপু রে, তোমার বাড়িতে বাঁদির কাজ করালেও আমরা নিঃসন্তান হব না।" বলে মা অশ্রুবর্ষন করলে, হতাশ হয়ে কাঁধ ঝুলিয়ে মাহীর বলল, "এসব জানলে আমার বাবা আমকে জানে মেরে ফেলবেন।"

"বাসার ঠিকানা দিলে আমি এবং শর্মীর মা যেয়ে তোমার বাবার পা টিপে দেব।"

"আপনাদের কথা বিশ্বাস করে বিপদগ্রস্ত হতে চাই না।"

"বাপুরে, দয়া করে হ্যাঁ বল।"

"ও দাদু! কিছু বলছেন না কেন?" বলে মাহীর দাদার দিকে তাকায়।

"তুই তো শক্তপোক্ত জবরদস্ত লোক।" বলে দাদা অধরদংশে মাহীর পাশে যেয়ে তার কানে ধরে দাঁত খিঁচিয়ে মোচড় দিয়ে রাগান্বিতকণ্ঠে বললেন, "ঘরজামাই হয়ে তুই বাকি জীবন এই বাড়িতে যাপন করবে। এখন বুদ্ধির জোর বাদ দিয়ে গায়ের জোরে হ্যাঁ বল, নইলে ঘাড় টেরা করব।"

"আহ, আহ।" বলে মাহীর উঁকি দেয়।

"ওই! হ্যাঁ বলছিস না কেন?"

"জি হ্যাঁ জি হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ না বলে গাধার মত ই হ্যাঁ ই হ্যাঁ করছিস কেন?"

"ও দাদু, খুশির মাস শেষ হলেই বিদেশ চলে যাব। ফিরতে পারব কিনা তা শুধু আল্লাহ জানেন। তাই আমি হ্যাঁ বলছি না।"

"এই জন্য ভীরু তোর ঘাড়ে চাপড় মারেনি এবং তোর ফর্সা মনের

ফিনিকে ভীমকাল টাট্টু চিকমিক করছে।" ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে তার পিঠে চাপড়ে অধরদংশে শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে দাদা বললেন, "যা! কিছু খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আয়। তোর সাথে কুস্তী করব।"

"আমার হাড় গুঁড়ো করতে চান নাকি?" বলে মাহীর শিউরে শর্মীর দিকে তাকায়। শর্মী মুখ কালো করে নিচের দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধাঙুলি দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করলে মাহীর বলল, "ও দাদু, জলপরীর কী হলো?"

"আমার নাতনির মত নিখুঁত সুন্দরী বনরাজ্যে আর নেই। চিন্তা ভাবনা করে হ্যাঁ বল।" দাদা মুখ বাড়িয়ে নিম্নকণ্ঠে বলে চেয়ারে বসে দোলতে শুরু করলে মাহীর বলল, "কিরা খেয়ে তিন সত্য বলছি, সেই কখন আনন্দীর অধরামৃত পান করেছি। আপনাকে রাজি করার জন্য ভাঁওতাবাজি করছিলাম।"

"কী বললে?" বলে দাদা ঝম্পে উঠলে মাহীর দূরে সরে বলল, "লাফাচ্ছেন কেন?"

অন্যরা চিন্তিত হলে দাদা তাকে জড়িয়ে ধরে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বললেন, "কিরা খেয়ে তিন সত্য করে হ্যাঁ বল।"

"হ্যাঁ বললে কী করবেন?"

"মাইর সাথে দেখা করার জন্য এখুনি রওনা হব।"

"কেন?"

"সবিনয়ে মিনতি করে মাই এবং বইনকে সাথে আনব।"

"দাদু, পারবে?" বলে শর্মী দৌড়ে যেয়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করে। ওকে সান্ত্বনা দিয়ে দাদা বললেন, "আর কান্দিস না। আল্লাহ তোদেরকে জোড়ে বানিয়েছেন। কেউ তোদের ক্ষতি করতে পারবে না, ইন শা আল্লাহ।"

এমন সময় মোবাইল বাজলে শর্মী কানে লাগিয়ে দাঁত কটমট করে রাগান্বিতকণ্ঠে বলল, "ওই! এখন তুই কী চাস?"

"ওরে বাসরে। মাহীর কোথায় গো?" আনিস চমকে বলে বুকে থুতু দেয়।

"দাঁড়া, দিচ্ছি। তোমার সাথে কথা বলতে চায়।" বলে শর্মী মাহীর দিকে মোবাইল এগিয়ে দেয়। মোবাইল হাতে নিয়ে মাহীর বলল, "আনিস, তুই এখন কোথায়?"

"ডাক-বাংলায় দৌড়ে আয়।"

"আসছি।" বলে মাহীর লাইন কেটে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমার বন্ধু, ডাক-বাংলায় এসেছে। তার সাথে দেখা করতে হবে।"

"তার সাথে পরে দেখা করবে, এখন আমাদের সাথে কথা বলো।"

"জি আচ্ছা। এখন আম্মার সাথে আপনাদেরকে পরিচয় করাব।" বলে মাহীর নম্বর ঘুরিয়ে বলল, "আম্মা, পরিচিত হওয়ার জন্য দাদুর সাথে কথা বলুন। একটু পর উনি আমাদের বাসায় যাবেন।"

ব্যস্তকণ্ঠে মা বললেন, "মাহীর, তুই এখন কোথায়?"

শান্তকণ্ঠে মাহীর বলল, "দাদুর সাথে নির্ভয়ে আসবেন। আমি ঠিকঠাক আছি। এখন দাদুর সাথে কথা বলুন, উনি সব বুঝিয়ে বলবেন। দেব? এই নাও দাদু এখন আপনার পালা।"

দাদা মোবাইল হাতে নিয়ে তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করে কথা বলতে শুরু করেন। ওরা দুজন পাকঘরে যেয়ে খোঁজাখুঁজি করে খাবার কিছু না পেয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে একসাথে বলল, "নিশ্চয় শিকারে যেতে হবে।"

শর্মীর পাশে যেয়ে মাহীর বলল, "ঘাগরি কে সেলাই করেছে? নিখুঁত তনে ঘাগরি চোলি এঁটে তোমাকে আরো মনোলোভা করেছে।"

"নীলগাইর চামড়া তো, তাই আদেশ করে বিদেশ পাঠিয়েছিল।"

"তিন সত্য করে বলো, দেহান্তর হওয়ার পর আমি আনন্দধামে এসেছি।"

"দয়া করে এমন লক্ষ্মীছাড়া কথা আর কখনো বলো না। জানো, সায়ংকালে তুমি না আসলে এতক্ষণে আমি যমের জাঙ্গাল পাড়ি দিতাম।"

"আল্লাহ হলেন যমের মালিক এবং সকলের প্রতিপালক। সবকিছু ক্ষয় হয়, শুধু স্রষ্ট অক্ষয়।"

"মরতে হলে তোমার বাহুতে মরতে চাই। আমার জন্য এ রাতের নাম কালরাত। প্রয়োজনে ক্ষরিত রক্তে প্রেমকাহিনী লিখে স্মৃতিকে অক্ষয় করব।"

"এখন কী করতে চাও?"

"সারঙ্গ শিকার করব।"

"কী দিয়ে শিকার করবে?"

"তির ধনু দিয়ে।"

"আমাকে শিখাবে?"

"আমার কাঁধে থুতি রেখে তির মারলে উড়াল পাখি ধমাৎ করে মাটিতে পরবে।"

"সত্যি বলছ?"

"তিন সত্যি।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে মাহীর বলল, "এক কাপ গরম

চা বানিয়ে দাও, ফুঁ দিয়ে গরম চা জুড়িয়ে পান করলে মাহানিশার নিশা দূর হবে।"

"আমি বিশ্বাস করি তুমি অগ্নিমন্ত্র জানো।"

"ইষ্টমন্ত্র জপলে ইষ্টাপত্তি হয়। এখন সর্তকতার সাথে এবং সময় লাগিয়ে মনোমতো এককাপ গরম চা বানিয়ে আমাকে দাও।" বলে মাহীর চার কুল পড়ে শর্মীর এবং নিজের শরীরে ফুঁ দিয়ে আয়তুলকুরসি পড়ে। অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে শর্মী বলল, "আমি পড়ব?"

মাথা দিয়ে ইশারা করে মাহীর পড়তে থাকে। কিছুক্ষণ পর দাদা যেয়ে তাদেরকে পড়তে দেখে নিজেও পড়তে শুরু করে মা বাবা দাদিকে পড়ার জন্য বলেন। পৌনে বারটায় দেয়াল ঘড়ির ঘণ্টি বাজাতে শুরু করলে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে, যেন ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জলস্তম্ভ। ছয়জন একসাথে বসে সশব্দে পড়তে শুরু করলে ধীরে ধীরে ঘূর্ণিঝড় থামে। মাহীর হাতে গোনে পড়লে অন্যরাও তাকে অনুসরণ করেন। সোয়া বারটায় শেষবার পড়ে দুহাত তুলে মাহীর বলল, "দাদু, দুনিয়া আখেরাতের নিরাপত্তার জন্য দোয়া করুন।"

দাদা কেঁদে দোয়া করেন। সাড়ে বারটায় হাত মুখে মুছে মাহীরকে বুকে জড়িয়ে কাঁদতে থাকলে, দাদার কাঁধে মাথা রেখে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে শর্মী বলল, "দাদু, আমার বর তোমার পছন্দ হয়েছে?"

"হ্যাঁ রে শর্মী। এই দাদু, তারপর এখন আমরা কী করব?" বলে দাদা মাহীর দিকে তাকিয়ে অশ্রু মুছেন।

"এখন আমরা গরমাগরম চা খাব।" বলে মাহীর এবং শর্মী মিলে ঠুসঠাস শুরু করে সবার জন্য চা বানিয়ে পাশাপাশি বসলে মাহীর মোবাইল বাজে। শর্মী জবাব দিলে আনিস চিৎকার করে দিয়ে বলল, "তোমার বাজখাঁই গলার দোহাই, দাবড়ি দিয় না।"

"ঠিকাছে, আমরা এখুনি আসব।"

"মাহীর কোথায়?"

"চা পান করছেন।"

"গাধা এখন চা পান করবে কেন?"

"ওই! বাবুকে বকসিছ কেন রে?"

"মারত্মাক ভুল হয়েছে, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো।"

আনিস লাইন কাটলে মাহীর বলল, "কে ছিল?"

"তোমার বন্ধু।"

"নিশ্চয় ঘুম তাকে ঠুকরাচ্ছে।" বলে মাহীর মাথা দুলালে দাদা

বললেন, "কী ছিল?"

সাধারণ কণ্ঠে মাহীর বলল, "মন্ত্র পড়ে গুণ-করে বশক্রিয়ায় ব্যর্থ হয়ে বাণমেরে মারতে চেয়েছিল। চার কুল পড়ে হাতে ফুঁ দিয়ে গায়ে মাখলে, জাদুরবাণ গায়ে লাগে না এবং জাদুকরের তুকতাক ভেলকি হয়ে তাকে নাকাল করে।"

"বাপু রে, সেই কখন শর্মীকে আমরা তোমার হাতে সঁপেছি।" বলে বাবা সামনে যেয়ে তার দুহাত ধরে অশ্রুবর্ষণ করলে হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "আমার আম্মা আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

"তোমরা এখন কী করবে?"

"ডাক-বাংলায় যাব এবং ফেরার পথে হরিণ শিকার করব।" গম্ভীরকণ্ঠে শর্মী জবাব দেয়।

"বাপু!" বলে বাবা কাঁধ ঝুলালে মাহীর দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "ওটার মাথা নষ্ট হয়েছে নাকি?"

"আমাদের জন্য দুশচিন্তা না করে আপনার যান।" বলে মাহীর মাথা দিয়ে ইশারা করলে মা বাবা এবং দাদিকে নিয়ে দাদা বেরিয়ে যান এবং তিরধনু কাঁধে ঝুলিয়ে দুজন টাট্টুর পিঠে বসে ডাক-বাংলার দিকে যায়। কিছুদূর গেলে গানের করুণ সুর বাতাসে ভাসে...

ভালোবাসার ছলে তোমার চোখে অশ্রুধারা বহালাম, কেন পাপ করলাম, কেন পাপ করলাম? মনোমোহিনী তুমি কারে ভালোবাসো আজ জানলাম, অরণ্যে রোদন করে নয়নজলে বুক ভিজালাম। ভুল বুঝে অনন্তকাল ধরে বিরহানলে জ্বালালাম, মধুরভাষিণী তুমি আমাকে ভালোবাসো আমি জানলাম। দুঃখের কারণ জেনে আমি তোমাকে ভালোবাসলাম, তুমি হলে দুঃখনাশিনী অবেশেষে আমি মানলাম।

শর্মীকে ডেকে মাহীর বলল, "শর্মী, গান কে গায়?"

"যুগের প্রথম এবং শেষ তারিখে এই গানের সুর বনরাজ্যের বাতাসে প্রতিধ্বনিত হয়।"

"গাইনকে কেউ কখনো দেখেছে?"

"দেখতে চেয়ে কতজন মরেছে, এখন আর কেউ জানতেও চায় না। এসব জানতে চাও কেন?"

"তুকতাক এবং গুণ-বাণের লীলা আজ সাঙ্গ হয়েছে, গাইনের সাথেও দেখা হবে। ভীরু, দৌড়ে আয়।" হেঁকে বলে মাহীর ঘোড়াকে

উসকানি দিলে অবাককণ্ঠে শর্মী বলল, "বাবু, তুই কে?"

"এখন আবার বাবু ডাকছিস কেন?"

"কুস্তিগিরের চেয়েও তুমি বলিষ্ঠ এবং বুদ্ধিমান। ধস্তাধস্তিতে কুস্তিগিররা জবরদস্তিভাবে পারদর্শী হলেও কল্পপুরুষের সাথে পারে না।"

"তুই কারে চাস?"

"আমি তোরে চাই। তুই আমার রসিয়া। তুই আমার কল্পপুরুষ।"

"আমি আসলে কিচ্ছু পারি না।" বলে মাহীর লাগাম টেনে ঘোড়া থামিয়ে ঝম্পে নেমে ডাক-বাংলার উঠানে যেয়ে শর্মীকে নামিয়ে হেঁকে বলল, "আনিস! অপ্সরাকে দেখতে চাইলে দৌড়ে আয়।"

আনিস দৌড়ে বেরিয়ে বাঘের মুখোমুখি হয়ে থমকে পিছু হাঁটতে চেয়ে পিছলে পড়ে চিল্লাতে শুরু করে, "ওরে বাসরে বাস, বাঘ। বাসরে বাস বাঘ। বা...বা...বাঘ, আমার সম্মুখে বাঘ। ও মাগো বাঘ আমাকে খেয়ে ফেললো। ওরে বাসরে, ওরে বাসরে। বাঘ, বা...বাঘ, আমার ধারে বাঘ।"

"ওই! ছোট্ট একটা মেকুর দেখে গলা ফাটিয় চিল্লাচিল্লি করছিস কেন?" বলে মাহীর দাবড়ি দেয়। আনিস দৌড়ে যেয়ে মাহীর পিছনে লুকিয়ে শ্বাস টেনে বাঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "এই গাধা, বাঘকে মেকুর ডাকছিস কোন সাহসে? ওরে বাসরে বাঘ। ওই! তুই কে, মাহীরের মরন্ত আত্মা নাকি?"

"ওরে মুখপোড়া! কু ডেকে আমার বরকে বদদোয়া দিচ্ছিস কেন?" বলে শর্মী দাবড়ি দেয়।

"মাহভুল হয়েছে, মেপেজোখে আমারে মাফ করে দাও। ওরে বাসরে বাস, এত উঁচামোটা ঘোড়া আসলো কোথা থেকে?" ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে মাহীর পিঠে ধাক্কা মেরে আনিস বলল, "এই! তুই না আমি মরেছি?"

"এই মুখপোড়া?" বলে শর্মী অধরদংশে আনিসের পিঠে কিল বসিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, "আবার বললে বাঘের ভোজন বানাব।"

আনিস চোখ পাকিয়ে বলল, "দায়-দায়িত্ব আদায় করার জন্য হাত ধরে ঘরের ভিতরে নিয়ে যা নইলে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানোর জন্য এই বললাম...।"

"ঠিকাছে। ভীরু! বাবুর বন্ধুকে সালাম কর।"

"আইমা গো, আমাকে সালাম করার জন্য বাঘকে ধাবড়াচ্ছ কেন?"

"তোর সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য।"

"দয়া করে বাঘের সাথে পরিচিয় করাতে হবে না। অকালে মরে

ভূত হওয়ার জন্য কেন যে গাধার বাবন্ধ হয়েছিলাম?" বলে আনিস মাথা নেড়ে হায় হায় করে বাঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "কানাঘুষো শোনেছিলাম, বাঘের রং ফর্সা মানে ধলা। ওরে সর্বনাশ! সফেদ বাঘ।"

শর্মী খিল খিল করে হেসে বলল, "হাত মিলা।"

"না গো সোনা আমি পারব না।" বলে আনিস দুহাত পিছনে লুকিয়ে মাথা নেড়ে সভয়ে বলল, "এই মেকুরে কামড়ালে মৃত্যুর সাথে গলাগলি করতে হবে।"

"বাঘ ঘোড়া আমার পোষ্য। মন পবিত্র হলে তোর প্রাণনাশ করবে না।"

"এই রাতের নাম নিশ্চয় ভূতপূর্ণিমা?" বলে আনিস চাঁদের দিকে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে মাহীর দিকে তাকায়। মাহীর কপাল কুঁচকে বলল, "এসব তুই কী বলছিস?"

"দারোয়ান বলেছিল, যুগের প্রথম এবং শেষ তারিখ কেউ গান গায়। অরূপীর ছায়াদেহ কেউ কখনো দেখেনি। মাহীর! দৌড়ে আয়।" বলে আনিস দৌড় দেয়।

"এই আনিস! বেরিয়ে আয়। আমরা এখন শিকারে যাব।" বলে মাহীর ধারীতে বসে শর্মীকে পাশে টানে। শর্মী তার সামনে যেয়ে বলল, "আমার বুকের মধ্যে অব্যক্ত ভাবের স্ফুরণ হচ্ছে। তুমি নিশ্চয় স্পন্দনের কম্পন ধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? আবেগ এবং উত্তেজনায় আমার হাত পা কাঁপছে। আমি ঠায় দাঁড়াতে পারছি না। কিছুতে ঠেস দিতে ইচ্ছে করছে।"

"কামনায় হয়েছ কামার্ত, কামজ্বরে হয়েছ জ্বরিত। মারধর করলেও এখন অবৈধভাবে হব না রমিত।" বলে মাহীর ওকে পিছনে ঠেলে। এমন সময় দারোয়ান যেয়ে মাহীর দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, "রানীজি, আপনি কখন এসেছেন, লোকটা কে?"

"কেন?"

"দয়া করে পরিচয় করাবেন?" বলে দারোয়ান মাহীর সামনে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় শুরু করলে মাহীর তার কপালে হাত রেখে মৃদু হেসে বলল, "আমি বাজিগর নই।"

"আমার মনের খবর আপনি জানলেন কেমনে?"

"রাত ভোর হলে কাল সকালে বলব। আনিস! দৌড়ে আয়।" শর্মীকে বাহুতে টেনে মাহীর হেঁকে বলল। আনিস বেরোলে বাঘ এবং ঘোড়া সহিংস হয়। বাম হাতে শর্মীকে বুকের সাথে চেপে ধরে ডান হাতে ভোজালি বার করে দারোয়ানের দিকে তাক করে মাহীর

বলল, "সুরা নাচ এবং সুরা ফালাক্ব পড়।"

দারোয়ানের হাবভাব বদলে। শর্মী এবং আনিস জপতে শুরু করে। কামড়ে ভোজালি ধরে তিনবার হাততালি দিয়ে ভোজালির হাতা ধরে বাঘ এবং ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "তোরা শান্ত হ। আনিস! ছায়ার মত শর্মীর পাশে দাঁড়া, আমি এখন ভূতবলি দেব।"

আনিস শর্মীর পাশে যায়, শর্মী কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, "তোমার কিছু হলে আমিও অশরীরিণী হব।"

"জিনরা অশরীরী। মৃত্যুর পর জীবাত্মারা পরলোকে প্রত্যাবর্তন করে। আমাদের যে বিয়ে হয়েছে এই মূর্খ তা জানে না।" বলে মাহীর বাম হাতে শর্মীকে ধরে বিদ্রূপ হাসলে দারোয়ান রেগে ক্ষিপ্ত হয়। আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে বাম হাতে ইশারা করে ভোজালি নাচিয়ে মাহীর বলল, "আমি ভূতবলি দেব। দারোয়ান মরলে তোর আত্মা যমের জাঙ্গালেও ঠাঁই পাবে না। শোন! আমার হাতের ভোজালি তোর গায়ে লাগলে ভুষ্টিনাশ হবে। তাই বলছিলাম কী, সপাৎ করে ভর তুলে ধমাৎ ধমাৎ করে পালা নইলে ঝাঁটি ফুলের গাছে ঝাঁটা বানিয়ে এখুনি জঞ্জাল ঝোঁটাব।"

"আমার পাপ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর। আমি আর ভেলকিবাজি করব না। নরকের বরফে গড়িয়ে আমি বরফি হতে চাই না।" বলে দারোয়ান হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নত করে বলল, "ভূতকেশীকে বল, আওলাকেশে গুঁজিকাঠি গোঁজে কেশসংস্কার করার জন্য।"

"আমার পিয়ারির ভুলের জন্য আমি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইছি।" বলে মাহীর শার্ট খুলে শর্মীর মাথায় দিয়ে বলল, "আমার পিয়ারি শিকার করে। ঘোড়া চড়লে চোল আউলা-ঝাউলা হয়।"

"কেশবিন্যাস করে খোঁপা বাঁধলে কেশবিলাসীর আওলাকেশের দিকে শণিরদৃষ্টি পড়বে না।"

"তোমার সুর শুনে বনরাজ্য গুমরে কাঁদে জেনেও করুণ সুরে গান গাও কেন?"

"আমার মন কাঁদে, তাই আমি সবাইকে কাঁদাতে চাই।"

"কী আনন্দ পাও?"

"নন্দে আনন্দিত হয়ে আমি প্রাণবন্ত হই।"

"জানো, তোমার কাছে হার মেনে ওস্তাদরাও বলবেন, শাম্বরী তুমি কালোয়াত।"

"বারো বছরে যুগান্তর হয়, আর আমি কয়েক যুগ ধরে গুনগুন করে সারাবছর গান গাই। তাই হয়তো গাইন হতে শুরু করেছি।"

"আমি গান গাইতে পারি না।"

"চাইলে এক চুটকি বলে দুই চুটকি বাজিয়ে এখুনি তোকে গাইন বানাব।"

"আমার তাড়া তাঁইশ নাই। ধীরেধীরে শিখলেও তেমন ক্ষতি হবে না।" বলে মাহীর শিউরে শর্মীর দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, "তাই না আনন্দময়ী?"

"হ্যাঁ রে বাবু।"

"এখন ডাক, পরে সুদে আসলে উসুল করব।" বলে মাহীর দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, "হ্যাঁ গাইন মহোদয়, আপনি যেন কী বলছিলেন?"

"আমি মুক্তি চাই।"

"সেই কখন আপনাকে আমরা মুক্ত করেছি। দয়া করে আপনি চলে যান, আপনার চলে যাওয়া আমরা স্বচক্ষে দেখতে চাই। আপনি না দেখলেও আমরা দেখতে পাচ্ছি, থরে-বিথরে ভূতের বাড়ি, ডরে-ভয়ে হাতে পায়ে থরথরি।"

"আমার নিজস্ব ভূবন ছিল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চড়া মূল্য চুকিয়েছিলাম। এখন বিশ্বাস করতে খুব কষ্ট হয়, বিশ্বাসীর বিশ্বাসের সর্বনাশ হয়েছে।"

"কষ্টে কাঁঠাল পাকে না, অন্তর আড়ষ্ট হয়। কবিতা লিখতে এবং পড়তে খুব ভালো লাগে, শুধু ভালো না লাগে কবিতার খোরাক।"

"অনুমতি দিলে যাওয়ার আগে অপ্সরাকে কাঁদাব।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত।" বলে মাহীর মুখের ভাব বদলিয়ে শর্মীকে বাহুতে টেনে দারোয়ান দিকে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে বলল, "আমার ভালোবাসাকে স্পর্শ করতে চাইলে সর্বনাশ হবে।"

"হতমানে হয়েছি হতবাক, হত্যে দিয়ে হয়েছি হতপ্রায়, হতাদরে হায় হতোস্মি জপে হতভাগা হয়েছি হতাশ্বাস, হতগৌরবে হতোদ্যম হয়েছি, হতচ্ছাড়া হয়েছি হতশ্রদ্ধায়।"

"সংলাপের সারাংশ বোঝিনি।"

"আমি হয়েছি হতাশ্বাস, দীর্ঘশ্বাস হয়েছে আমার সাথি। মনানন্দে রাত জেগে কাঁদব, আঁখিজলে মরুভূমিতে ঝিল হবে। স্বচ্ছ জলে আমার স্বপ্নরা ঝিলমিল করবে। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কারণ বাঁশির সুর হয়েছে বেসুরা, বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রোরুদ্যমানার ফোঁপানি, চোখের জলে নোনা হয়েছে ঝিলের পানি।" বলে দারোয়ান ম্লান হেসে হাত নাড়ে এবং পরিবেশে গানের সুর প্রতিধ্বনিত হয়...

আমি কভু বিশ্বাস করিনি, বঁধুর প্রেম যে ছিল অবৈধ, বিরহানলে

পুড়ে ব্যথারা হয়েছে আমার বুকে ছন্দোবদ্ধ, কামনায় কামিনীর নয়নবাণ হয়েছিল বিষদিগ্ধ, নির্দায় হতে চেয়ে আমি হয়েছি দায়বদ্ধ।

গান থামলে গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "আকর্ষণীয় সাজে আমরা সমাজকে সাজিয়েছি। আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর, নিঃস্বার্থে কিছু না করলেও মৃত্যুর ভয়ে আমরা আত্মত্যাগ করি। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চললে সমাজ সত্যি অত্যন্ত সুন্দর এবং আনন্দদায়ক হবে। নিষ্করুণ বাক্যে অসহায় নির্বাক হয়, নিষ্করুণ আচরণে নিষ্কলা হয় নিরাশ্রয়, এসব আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা।"

দীর্ঘশ্বাস টেনে শর্মী বলল, "মৃত্যুর ভয়ে আমি কখনো ত্রস্ত হয়নি, তবে ভূত এবং অদ্ভুত পুরুষ দেখলে সত্যি কৌতূহলাক্রান্ত হই। তোমাকে স্পর্শ করে আমি আশ্বস্ত হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি তুমি অত্যন্ত ভালোমানুষ।"

"আসলে কী হয়েছে, চাইলেও এখন আমি ভদ্রতা বজায় রাখতে পারব না।"

"ওরে মোর নাগর, কোন মন্ত্রে মন করেছ নিয়ন্ত্রণ, পলক মারলে অন্তর কাঁপে, চোখ বুজলে হতাশ হই, আমাকে বাহুতে টানো, আমি তোমাকে জড়িয়ে ধরতে চাই, অসহায়কে নিরাশ করলে অভিশপ্ত হবে।"

"অন্তরে থাকে অনন্তের ভাব, আনকো লোকের অদ্ভুত হাবভাব, অনামিকা জানে, অনুভাব অনুভাবিত হলে ভাবুক হয় অনুভাবী।" বলে মাহীর অপলকদৃষ্টে তাকালে শর্মী বলল, "নাটাই হাতে নাটা লোকটা আনতাবড়ি দৌড়াচ্ছিল, নাটুয়া তখন নাটিকার জন্য একটু নটুকে হয়েছিল। আনন্দ প্রকাশের জন্য আনন্দী আনদ্ধ বাজাচ্ছিল, হাস্যরসিককে কাঁদতে দেখে অন্যান্যরা হাসাহাসি করছিল। আমি বিশ্বাস করি, দোকলার সাথে অনুভূমিকে বসলে স্বর্গসুখ হবে অনুভূত।"

হাতের ইশারায় তাদেরকে থামিয়ে আনিস বলল, "কাকের সংখ্যা কমে কবির সংখ্যা এত বেড়েছে যে, দাঁড়কাক এবং পাতিকাকের পার্থক্য অনেকে আর জানে না।"

দাঁত কটমট করে মাহীর বলল, "ছন্দ মিলাবার জন্য অপণ্ডিতরা অপশব্দ ব্যবহার করে, মূর্খামির সীমা অতিক্রম করলে মূর্খরা হাসে হা হা করে। মনে রাখিস, উপহাস করলে উপহাসিত হতে হয়।"

কপট হেসে আনিস বলল, "আমার মন আমাকে কানে কানে বলেছে, হাসাহাসি করার জন্য তোমরা আমাকে হাসির উপকরণ

বানিয়েছ। আমি আশ্বস্ত হয়ে বলছি, আমি উপসাহিত হতে চাই না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ফাঁটা বাশের বাঁশি বাজাব।"

হাত দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "দয়া করে দূরত্ব বজায় রাখ নইলে ধাক্কা মেরে বাঘের ভোজন বানাব।"

আনিস শিউরে বলল, "ভাগ্যের ফেরে পড়ে বোকা বাঘ বেআক্কেল হয়েছে। ভোরে তার ভাগ্যপরীক্ষা করাব এবং ফলাফল জানার জন্য ভরদুপুরে বানরকে মহাবনে পাঠাব। বাতাসে ভুখা-মিছিল, কানের ভিতর তবলা বাজে, ভুখ লাগলে ভালোমানুষ বখিল হয়।"

দাঁত কটমট করে শর্মী বলল, "অতিরিক্ত ভালোমানুষ অথবা অত্যন্ত নিরীহকে আমি পছন্দ করি না। দূরদর্শীরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার দরুন সহজে ক্ষমতাবান হতে পারে। অদূরদর্শীরা দূরের বিষয় সম্বন্ধে জানতে না পেরে ক্ষমতার অভাবে অক্ষম হয়। গোবশার লাথে গোবাঘ মরে। গোবরাটে পাড়া মারলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়।"

কিছু বলতে চেয়ে চার পাশে তাকিয়ে বাঘ এবং ঘোড়া দেখে আনিস হতাশ হয়। অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে শর্মী অগ্রর হলে গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "ভালোবাসার নাটক পরে করব। বাড়াবাড়ি করে আকস্মিক বিপদে পড়তে চাই না। সাধ্যানুসারে অনেক কিছু করতে পারলেও অসাধ্যকে সাধন করা যায় না, এবং দুর্জয় সাহসে দুর্বোধ্য বিষয় বুঝা যায় না। আয়ূ ফুরালে সহজসাধ্য বিষয় দুঃসাধ্য হয়।"

"তোমার সাফল্যে আমি উৎফুল্ল হয়েছি। আমার দিকে তাকিয়ে দেখো, মুখে-চোখে খুশি উপচে পড়ছে। আমাকে তুষ্ট করা তোমার জন্য অনায়াসসাধ্য এবং তা আমাদের ক্ষমতার আয়ত্তে আছে। অপয়াদের অপক্রিয়ায় যে অপকার হয়েছে তা প্রতিকরণীয়। অসন্তোষজনক হলেও সাধ্যে কুলানো যাবে।"

"মহাবনের ভিতর মায়াকানন আছে। বারোবেলার লীলা সাঙ্গ করতে হলে মায়াকাননে প্রবেশ করে অপ্সরাকে বিবশ করতে হবে। নিশ্চিতার সাথে বলছি, আশেপাশে প্রবেশপথ আছে। সম্মতিক্রমে সকলে খোঁজাখুঁজি করলে সহজে প্রবেশ করতে পারব। আমি বিশ্বাস করেছিলাম তুমি অপ্সরা।"

কপট হেসে শর্মী বলল, "অপ্সরা শব্দের অর্থ আমি জানি না। অপ্সরাকে আমি ডরাই।"

আনিস রাগান্বিত হয়ে বলল, "ব্যায়ামকৌশল ও চিত্তাকর্ষক খেলার দেখাবার জন্য হিংস্র জন্তুজানোয়ার নিয়ে অরণ্যসংকুল পরিবেশে ঘোরাঘুরি করিস। মনে রাখিস! যখন তখন হিংসাপরায়ণ হয়ে

সুদসমেত আসলের সারোদ্ধার করব।"

কিল দেখিয়ে দাঁত কটমট করে শর্মী বলল, "তুইও মনে রাখিস! দুষ্ট প্রকৃতির লোকরা অভ্যস্ত আচরণে বিপর্যস্ত হয়। গূঢ় মর্মে মরমি হওয়ার জন্য প্রকৃত ব্যাপার জেনে আমি তোকে প্রকৃত শিক্ষা দেব।"

শর্মীর চোখের দিকে তাকিয়ে মাহরী বলল, "গানের সুরে তোমার মন বিমনা হয়েছে নাকি?"

"হ্যাঁ। ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হচ্ছি। আমি উদাসিনী হতে চাই না। সত্বর আমাকে ভালোবাসো। আমি আশীর্বাদধন্য হতে চাই।"

"ভালোবাসাবাসির জন্য ভালো বাসার প্রয়োজন। এই পরিবেশে পশাপাশি বসলে কালসাপের দীর্ঘশ্বাসে অভিশপ্ত হব।" বলে মাহীর মৃদু হেসে দারোয়ানের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বলল, "আনিস! দৌড়ে পানি আন।"

আনিস চমকে বলল, "পানি দিয়ে কী করতে চাস?"

"অতিভয়ে জ্ঞানলোপ হয়ে দাঁত কপাটি লেগেছিল। আবিষ্টতায় মূর্ছিত দারোয়ানের চৈতন্য ফিরেছে। তাকিয়ে দেখ, থিরথিরানির দরুন বুদ্বুদ করে মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। পানি পান করালে সঞ্জীবিত হবে নইলে আজীবন অজ্ঞান থাকবে।"

"পানি এখন কোথায় পাব?"

"পুকুরে যথেষ্ট পানি আছে।"

"ওরে বাপরে! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকতে এখনো অনেক বাকি। তিন অঞ্জলি জল তর্পণের জন্য তিন লাফে ঝিলে যেতে পারব না। পারলে একলা তুই যা।"

"আনিস! দৌড়ে পানি আন।" ধমকে বলে মাহীর বাজুর এবং বুকের পেশি ফুলিয়ে মোড়ামোড়ি করে আড়মোড়া দেয়। শর্মী দুচোখ কপালে তুলে তার বুকে হাত বুলিয়ে দু হাতে এক বাজুর মাংসপেশি ধরতে অপারগ হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "পেশিবহুলের মাংসপেশি দেখে মন উন্মত্তা হয়েছে। ওগো! তুমি এত রোষাল এবং পেশিবহুল হলে কেমনে?"

দুহাতে শর্মীকে দূরে ঠেলে মাহীর বলল, "এখন দূরত্ব বজায় রাখো নইলে অমঙ্গল হবে।"

এমন সময় আনিস ফিরে দারোয়ানের মুখে পানি ছিটা দিলে দারোয়ান চোখ মেলে ঝম্পে উঠে মাহীর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বলল, "বাবু, আমার কী হয়েছিল?"

"জ্ঞানলোপ হয়েছিল।"

"আপনাকে কখনো দেখিনি, আপনি কে?"

"বনবিহারী হওয়ার জন্য হন্যের মত দৌড়ে বিহরণে এসেছিলাম। বিহারিণীকে দেখে আমি তারস্বরে চিৎকার করতে না পেরে গাছে ওঠেছিলাম। রাত ভোর হলে আবার বিহরত হব।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করলে, তার হাত ধরে শর্মী বলল, "তোমার বিহনে আমি বিরহিণী হব। আত্মকষ্টে তুমিও অতিষ্ট হবে।"

"ছোটোবড়ো ভুলে ভরা বই জনপ্রিয় হয় না। কাঁঠালের গন্ধে বাতাস ভারী হলে শ্বাস টানতে কষ্ট হয়। তোমার মত রোষাবিষ্টার সাথে হাতাহাতি করে বিপাকে পড়তে চাই না।"

"বাবু, বিশ্বাস কর আমি ভ্রষ্টা নই। সত্যি আমার ভয় হচ্ছে। আমি বেঘোরে মরতে চাই না। আমি তোকে ভালোবাসি। আমার মা বাবা আমাকে তোর হাতে সঁপেছেন। সানন্দে আমাকে সম্ভোগ কর, মহানন্দে আমি আনন্দী হতে চাই।" বলে শর্মী হাত ধরলে ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে মাহীর বলল, "হেঁই ছুকরি! আমার হাত ছেড়ে কথা বল।"

"বাবু! তুই আমাদের ভাষায় কথাও বলতে পারিস।"

"এই শর্মী, আমি তোরে ভালোবাসি। আমার মত আমাকে ভালোবাস। আমাদের ভালোবাসা বৈধ হলে ভালোবাসাবাসির জন্য ভাসমান ভালো বাসা জলজঙ্গলে বানাব।"

"বাবু, মনের কথা খুলে বল নইলে রূপজেল্লায় ছ্যাঁকাব।"

"পারলে ছ্যাঁকা।"

"দাঁড়া!" বলে শর্মী অধরদংশে এদিক ওদিক তাকিয়ে আনিস এবং দারোয়ানকে দেখে দাঁত কটমট করে বলল, "কী যে করি? পরে তোকে ছ্যাঁত ছ্যাঁত করে ছ্যাঁকাব।"

"শুনেছিলাম ঠাণ্ডা কিছুতে হাত দিলে ছ্যাঁত করে ওঠে। ও কামিনী, কামাগ্নি নিবলে ছ্যাঁকাবে কেমনে?"

"ভীরুকে চেতাব?" বলে শর্মী চোখ পাকিয়ে দাঁত কটমট করলে ভ্রু দিয়ে ইশারা করে মাহীর বলল, "কেন?"

"মনের কথা বলছিস না কেন, তুইও বাজিগর নাকি?" বলে শর্মী শঙ্কিত হলে, বিচলিত হয়ে মাহীর বলল, "শর্মী, আমি তোরে ভালোবাসি। কলিজায় দাগা দিলে, তোর বিরহে আমি মরে যাব।"

"এই বাবু! তুই কী শুরু করেছিস?" বলে শর্মী রেগে কিড়িমিড়ি করে তার বুকে কামড় মারে।

"আনিস! আমারে খেয়ে ফেললো।" মাহীর হেঁকে বললে আনিস এবং দারোয়ান পড়ি কি মরি করে দৌড়ে ভিতরে যেয়ে আনিস

বলল, "বন্ধুর মাংস খেয়ে তোমার আমার রক্তপান করবে তাই না দারোয়ান ভাই?"

"আপনার কথা শুনে আমার মন বলছে জি হ্যাঁ।"

"ভূত-পেতনী-দত্যি-দানোর ভোজন হওয়ার জন্য কেন যে ডাক-বাংলায় এসেছিলাম? হায়রে হায়।" বলে আনিস মাথা চাপড়ায়। মাহীর যেয়ে শরীর কাঁপিয়ে হেসে হাত প্রসারিত করে বলল, "আনিস, দৌড়ে আমার উরে আয়।"

"ওরে বাসরে! এতো আমার মরমর মরমি বন্ধু। মরে অমর হওয়ার জন্য অজ্ঞেয় তত্ত্বালোচনাকারী হয়েছে।" বলে আনিস দেয়ালে ঠেকে আর পিছাতে না পেরে কান্নার ভান করে। মাহীর এগুলে দারোয়ান সাহস সঞ্চার করতে চেয়ে ডরের চোটে হতভম্ব হয়ে চিৎকার করে বলল, "ও মা গো! আমি এখন কী করব?"

তাদের চিল্লাচিল্লি শুনে মাহীর মাটিতে বসে পেটে ধরে হাসতে হাসতে হাত প্রসারিত করে থামার জন্য ইশারা করলে ওরা আরো জোরে চিল্লায়। শর্মী যেয়ে চোখ পাকিয়ে দাবড়ি দিলে ওরা দুজন চিল্লাচিল্লির মাত্রা কমিয়ে জপতে শুরু করে, "মোরে না ওরে খাও।"

শর্মীর চোখ বুজে গায়েরজোরে চিঁক দিলে ওরা দুজন চুপ হয়ে একে অন্যের দিকে তাকায়। মাহীর গলা খাঁকারি দিয়ে শর্মী বলল, "এই বাবু! তারপর আমি এখন কী করব?"

"ওদেরকে জিজ্ঞেস করো।"

"তোমাকে ভূতপূর্ণিমার দোহাই, রাগারাগি করে রাক্ষসের মত আমাকে খেয় না।" বলে আনিস দু হাত নেড়ে মাথা দিয়ে দারোয়ানের দিকে ইশারা করে। দারোয়ান লাঠি দেখালে শর্মী হেঁকে বলল, "দারোয়ান!"

"জি রানীজি।" বলে দারোয়ান শিউরে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

"আজ রাত উজাগরী করতে হবে।"

"কেন রানীজি?"

"সূর্যের মুখ না দেখে চোখ বুজলে, চোখ মেলে আমি আমার বরের মুখ দেখতে পাব না।"

"রানীজি, এসব আপনি কী বলছেন?"

"হ্যাঁ দারোয়ান ভাই।" বলে শর্মী অশ্রুবর্ষণ করে। বুক ভরে শ্বাস টেনে দারোয়ান বলল, "বাবুজি, রানীজির সাথে গপসপ করুন। কড়ি বাজিয়ে এখুনি বনবাসীকে জাগাব।"

"কড়ির করুণ সুর আজ কারো কানে প্রবেশ করবে না। যেমন করে হোক অপ্সরাকে খুঁজে বার করতে হবে নইলে বারোবেলায়

সকল বিপাকে পড়ব।" বলে মাহীর শর্মীর দিকে হাত প্রসারিত করে। শর্মী তার বাহুতে যেয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোথায় খোঁজবে?"

"হরিণ শিকারে গেলে মাঝপথে দেখা হবে।"

"বাবুজি, রানীজির কিচ্ছু হইলে কেঁদে কেঁদে আমরা মরে যাব। বাবুজি, আমাদেরকে বাঁচাও।" দারোয়ান সবিনয়ে বললে, গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "জীবন এবং মৃত্যুর একমাত্র মালিক আল্লাহ। আমি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব। তোমরা আমাকে বাঁচাতে পারবে না।"

"এভাবে কথা বলিস কেন?" বলে শর্মী তার বুকে ধাক্কা মারে। আনিস যেয়ে মাহীর বাজুতে ধাক্কা মেরে দাঁত কটমট করে রাগান্বিতকণ্ঠে বলল, "মরে অমর হওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলে কেন?"

"ওই! তুই আমার বরকে ধাক্কা মারলে কেন?" বলে শর্মী ধাক্কা মারলে আনিস ছিটকে পড়ে চিৎকার করে বলল, "ওরে কেউ এসে ধর রে! আমারে মেরে ফেললো রে।"

মাহীর তাকে ধরে উঠিয়ে বলল, "আনিস! নিজেকে নিয়ন্ত্রণ কর। অন্তর বিভ্রান্ত হলে সত্তা বিপর্যস্ত হবে।"

আনিস শিউরে বলল, "যা শুনছিস সব সত্যি বলছি, এখানে এসে এমন দায়ে পড়েছি, হাত নিয়ন্ত্রণ করলে পা অনিয়ন্ত্রিত হয়। দয়া করে আমাকে সাহয্য কর, আমি আবার সক্রিয় এবং স্বায়ত্ত হতে চাই।"

ওরা যখন নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রস্তুত হয় উনারা তখন মাহীর বাসায় কড়া নাড়েন। মা জানালা খুললে, পাশে যেয়ে সবিনয়ে দাদা বললে, "আমি গো মা।"

"ভিতরে আসুন বাবা।" বলে মা দ্রুত দরজা খুলেন।

"সালমা, এসে তোর ঘাগরি নে?" দাদা দরজার সামনে যেয়ে বোনের নাম ধরে ডেকে বলে অজিনের ঘাগরি বার করেন। মা অবাকদৃষ্টে তাকালে দাদা মৃদু হেসে ভিতরে যেয়ে বাবাকে ডেকে সোফায় বসেন।

"বাবা, আমার মাহীর কোথায়?" বলে মা বিচলিত হয়ে দাদার মুখের দিকে তাকান।

"তোমার ছেলে এবং ছেলেবৌ এখন শিকার করার জন্য হরিণ খোঁজাখুঁজি করছে।" বলে দরজার দিকে তাকিয়ে সালমাকে দাঁড়িয়ে

থাকতে দেখে ঘাগরি দেখিয়ে দাদা বললেন, "তোর ঘাগরি নে। দোকানপাট এখন বন্ধ, ইচ্ছাসত্ত্বেও মিঠাই মন্ডা চিনির মঠ আনতে পারিনি।"

"আপনি কে?" বলে সালমা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়।

"মাহীর আমাকে দাদু ডাকে। তুইও আমাকে দাদু ডাক।"

"আমার ভাইয়া এখন কোথায়?"

"তোর ভাবীর সাথে হরিণ শিকারে গিয়েছে।"

"এসব আপনি কী বলছেন?"

"গাড়িতে আমার অর্ধাঙ্গিনী বসে আছে। ওকে এবং তোর মাউইকে নিয়ে আয়।"

"আপনার একটা কথাও আমি বোঝিনি।"

"বোঝার বয়স হলে বুঝিয়ে বলব। জানিস, তুই ভাই হলে শর্মীর চোখে ভেলকি লাগতো।" বলে দাদা দাঁড়িয়ে সালমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে অশ্রুবর্ষণ করেন।

"মায়! চুটকি বলে কাঁদছেন কেন?"

মাথা নেড়ে মা'র দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়ে দাদা বললেন, "মা গো, আমি তোমার কাঙাল ছেলে। খালি হাতে ফিরিয়ে দিয় না।"

"কী হয়েছে বাবা, এভাবে কথা বলছেন কেন?"

"মা গো, কাঙালের ঘরে কাঙাল জন্মেছে।" বলে বাবার দিকে তাকিয়ে অশ্রু মুছে দাদা বললেন, "তোমার দুয়ারে আমরা ভিক্ষার জন্য এসেছি গো মা।"

"বাবা, দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।"

"মা গো, বাজিগরের বাজিতে মাহীর জানবাজি ধরেছে। রাত বাড়তে শুরু করলে আমরা চিন্তিত হয়ে ভাবছিলাম শর্মী কেন ফিরছে না? এমন সময় মাহীরকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। বাঘের সাথে খেলতে দেখে আমার জান চমকেছিল। আমি বুঝেছিলাম বাজিগর। কথা বলতে শুরু করলে বুঝতে পেরেছিলাম সর্বগুণে গুণী মাহীর মন্ত্রসিদ্ধাই। রাত ভোর হলে মাহীর বাবাকে আমি দামান্দ ডাকব।"

"কেন বাবা?"

"আজ রাত আমাদের জন্য কালরাত। রাত ভোর হলে শর্মীকে আমি মাহীর গলায় ঝুলিয়ে দেব।" বলে দাদা সালমাকে ডেকে অশ্রু মুছে অধরদংশে বললেন, "আমার অর্ধাঙ্গিনীকে আনতে কতক্ষণ লাগে লো?"

"এই যে! আমার ভাই কোথায়?" বলে সালমা মাথা দিয়ে ইশারা করে।

"তোর ভাবীর বগলে। এখন বকবক বন্ধ করে ঘাগরি চোলি পরে আয়।"

"চুলায় পুড়িয়ে চোলি পরব পরে। প্রথম বলুন আপনি কে?"

"আমি হলাম তোর ভাইর একমাত্র দাদাশ্বশুর।"

"আমার মন বলছে রাতের অন্ধকারে অর্ধাঙ্গকে হারিয়ে আপনি ভুল বাসায় প্রবেশ করেছেন।"

"না রে সালমা, পথ চিনে আমি ঠিকঠাক বাসায় এসেছি।"

"ভাইর কিছু হলে আব্বাকে হারাব। দয়া করে সত্যাসত্য বলুন।"

"মাহীর কিছু হলে আমরাও মরব।"

"কেন?"

"ভানুমতির খেলায় ভেলকিবাজ বাজি ধরেছে কিন্তু জাদুদণ্ড যে মহীর হাতে তা সে জানে না।"

"আমার ভাইকে জাদুকর ডাকছেন কেন? আপনার মাথা মগজ ঠিকঠাক আছে তো?"

"আমার মাথা মজগ ঠিকঠাক আছে। যা, আমার অর্ধাঙ্গিনীকে নিয়ে আয়।"

"উনি এখন কোথায়?"

"জিপে বসে তোর জন্য অপেক্ষা করছে।"

"পাগল-ছাগল আমি ডরাই। দাদু গো, আমার ডর লাগের।"

"বাইরে চল, ডর কমবে।"

"ঠিকাছে চলুন।" বলে সালমা দ্রুত জিপের দরজা খুলে দাদির দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে বলল, "ওরে বাসরে! জ্বলন্ত কয়লাকে আঙরা করার জন্য আপনিও চামড়া পরেন নাকি?"

"কালো হুলো আলজিহ্বায় কামড়েছে নাকি?"

"হুলোকে হল্যান্ড চালান করেছি।" বলে সালমা শর্মীর মা'র দিকে তাকিয়ে, "মাউইজী, ভিতরে চলুন।" বলে দাদির হাত ধরে মুখ বিকৃত করে বলল, "আধাপোড়া চামড়া টেড়া কোমরে জড়াও কেন, দেশের তাঁতে সুতি কাপড়ের টানাটানি নাকি?"

"অর্থসমস্যায় দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে হাঁড়ি না চড়ে চুলায় আগুন জ্বালাতে না পারি, ডাইন আনতে বাঁয়ে কুলিয়ে পেটের দায় হরিণ শিকার করে কোনও মতে শিকে পোড়ে পেট ভরি আর গারিবগুরবোর মত টেনেটুনে চামড়া শোকিয়ে ঘাগরি চোলি বানিয়ে লজ্জা ঢেকে আমি কষ্টেসৃষ্টে জীবনযাপন করি।"

"ওরে বাসরে! আপনি তো সুন্দর নাগরিভাষায় কথা বলতে পারেন। কিন্তু আলাই ডেকে ফাঁড়ায় পড়ে নাতিন জামাইর মত এত

প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন কেন?" বলে সালমা দাদি বাজুতে ধরে, বিদ্রূপ হাসে দাদি বললেন, "একমাত্র নাতিন জামাই তো, অষ্টপ্রহর টুকনির মত গলায় ঝুলিয়ে আপদ বিপদ এড়িয়ে চলব।"

"ক্যাটকেটে কথা কাটার জন্য হঠাৎ থামলেন কেন?"

"নাতিন জামাইর বইনের মাথায় বুদ্ধি আছে গো।" বলে দাদি কোমর দিয়ে ধাক্কা দিল সালমা বলল, "বেল্লিকের মত নাভির নিচে ঘাগরি পরে ঠাট ঠমকে ঠসকে আমার কচি কোমরে ধাক্কা মারলে কেন?"

"সামনে তাকিয়ে ঠারঠুর করে হাঁট নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ে কল্লা ফাটবে।"

"দুই অঙ্গ মিলে কী শুরু করেছ?" বলে সালমা আরো কিছু বলতে চাইলে দাদা ওকে থামিয়ে বললেন, "আর প্রশ্ন না করে উঠে বসে বাড়ি যেয়ে চা বানিয়ে খাব। বউ তোমার বেয়াইনকে নিয়ে আসো। ডরেভয়ে বুক শুকাতে শুরু করেছে। বেটা তুই ঠাকঠাক আছিস তো?"

"জি, বাপু আমি ঠিকাছি। ঝিয়ারি, তুমি ঠিকঠাক আছ তো?"

"জি তালুই সাহেব, আপনার মা বাবার সাথে কথা কাটাকাটি করে ঠিকঠাক হয়েছি।" বলে দাদার দিকে তাকিয়ে সালমা বলল, "রাতদুপুরে আমার ভাই ভাবী শিকারে গিয়েছেন জেনেও আপনি চুটকি বলছেন। ঘাগরি চোলি পরে উনি তাইরে নাইরে করে নেচে এসেছেন, বেল্লিক কোথাকার।"

"শর্মীর দাদি লো, সালমা তোর বিনেত্রী।" বলে দাদা শরীর কাঁপিয়ে হাসলে সালমা শিউরে বললো, "এই যে হাবড়া মশাই! ছিমছাম পরিবেশকে রোমহর্ষক করার জন্য হা হা করে হাসছেন কেন?"

এমন সময় বেয়াইনরা এসে উঠে বসলে বাবা চালাতে শুরু করেন। ওরা তখন উঠানে বসে চা রুটি খেয়ে গল্প বলার জন্য বললে দারোয়ান বলল, "গতকাল দুপুরে ইনিয়ে বিনিয়ে বউ বলেছিল, ওগো আমাকে একটু আলতা কুমকুম এনে দেবে? আধটু সাজগোজ করার জন্য মন বায়না ধরেছে। নদের চাঁদ এবং নধর পাঁঠার চরম পরিণতি জানার দরুন বাড়াবাড়ি না করে এক চটাক কান্তিবিদ্যার উপকরণে আনন্দদায়িনীকে আনন্দিত করতে পেরে আমি অহংকারী এবং অকর্মণ্য ব্যক্তি হয়েছিলাম। নন্দনতত্ত্বে আনন্দিত হওয়ার জন্য আমি মহানন্দে আনোন্দোৎসবে ব্যস্ত হলে আমার বউ আনন্দিত

এবং আহ্লাদিত হয়েছিল।"

আনিস মাথা নেড়ে বলল, "এটা একটা গল্প হলো?"

দারোয়ান বিদ্রূপ হেসে ভূতুড়ে বৃত্তান্ত দিয়ে কিংবদন্তী শুরু করতে চাইলে মাহীর বলল, "জলপরী আমার পাশে। বনপরী এবং ডানাকাটা পরীর গল্প শুনতে চাই।"

"রানীজি, বলবো?"

শর্মী মৃদু হেসে মাথা দিয়ে ইশারা করে মাহীর বাজুতে হেলান দিয়ে বসে বলল, "বলো।"

চা"য় শেষ চুমুক দিয়ে দারোয়ান বলতে শুরু করে, "অনেক আগে বনরাজ্যে রাজকুমারী জন্মেছিল। কুমারীর বয়স বাড়তে শুরু করলে রাজ্যের চৌহদ্দি ফিরিয়ে মহারাজা ফরমান জারি করেছিলেন, রাজকুমারীর তিরের সামনে যে দাঁড়াবে, তার জানের দাম একদানা। ফরমান শুনে বনরাজ্যের কুমারিরা পরমানন্দিত হয়েছিল। চঞ্চল-হরিণীর মতো ওরা বিচঞ্চল হয়ে নাচতে গাইতে শুরু করলে তাদের খুশির সুরকে সুমধুর করার জন্য চাররপাশে জোয়ারী দুম্বল বেজেছিল। বনরাজ্য হয়েছিল আনন্দধাম, কানন হয়েছিল আনন্দকানন, ঝিল হয়িছিল রসপূর্ণ। বেঘোরে মরার ডরে বনরাজ্যের ধারে পাশে কেউ আসতো না। একদিন অদ্ভুদ্দর্শন পুরুষ ঝিলের ঘাটে বসে মোহনসুরে বাঁশি বাজিয়ে রাজকুমারীকে বশ করে রঙ্গলীলা শুরু করেছিল। বনচারীরা রাজকুমারীকে অপ্সরা ডাকতো।"

দারোয়ান থামলে শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "অপ্সরা হলো এই বনের রানী। তুই হলে নিখুঁত সুন্দরী।"

"বাবু, বরণ করে আমাকে খুঁত করো। আমি আর নিখুঁত থাকতে চাই না।"

"সেই কখন আমি তোরে বরণ করেছি।" বলে মাহীর শর্মীর হাতে চুমু দিলে নাক সিঁটকিয়ে আনিস বলল, "ওই! থুতু ফেল।"

শর্মী কপাল কুঁচকে বলল, "কেন?"

"মুখের ভিতর দুর্গন্ধ হবে।"

"দাঁড়া বদমাশ!" বলে শর্মী দাঁত কটমট করে বেরোলে, মাহীর পিছনে লুকিয়ে সভয়ে আনিস বলল, "হুড়াহুড়ি করে কোথায় গিয়েছে?"

"কানে ধরে মেকুরকে আনতে জন্য গিয়েছে। একটু সবুর কর রঙঢঙের মজা চাটাবে।" বলে মাহীর বিদ্রূপ হাসলে আনিস হেঁকে বলল, "কানাকানি করার জন্য কানে ধরে মেকুরকে আনলে তোর বরের অমঙ্গল হবে।"

শর্মী ফিরে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "ওই! বেঘোরে মরার জন্য আমার বরের সাথে লেগেছিস কেন?"

"আমাকে বাঘের ভোজন বানাবার জন্য তুই কেন উঠেপড়ে লেগেছিস?" বলে আনিস মাথা দিয়ে ইশারা করলে শর্মী কাঁধ বাঁকায়। ওরা যখন ছ্যাবলামি করে উনারা তখন বাড়ি ফিরে চা পান করে শর্মীর বাবা ফোন হাতে নিয়ে নম্বর ঘুরিয়ে বললেন, "এই বেয়াই! তুই এখন কী করছিস?"

মাহীর বাবা ফোন দূরে সরিয়ে কপাল কুঁচ করে, "লোকটার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?" বলে কানে লাগিয়ে রাগান্বিতকণ্ঠে বললেন, "কা"কে চাই?"

"একটা কাক কা কা করে বলেছে, তুই নাকি এখন আরেক দেশে?"

"এই-যে ভাই, আপনি কার সাথে কথা বলতে চান?"

"তোর সাথে।"

"এই যে! জবরজং ভাষায় কথা বলছেন কেন?"

"আমি নাকি জংলি, তাই জংলি ভাষায় কথা বলি।"

"কী চাও?"

"তোর একমাত্র ছেলের সাথে আমার একমাত্র মেয়ের আকদ করাতে চাই।"

"ও মিঞাভাই! তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?" বলে ফোন দূরে সরিয়ে, "বউর সাথে একটানা ঝগড়া করে জংলির মাথাটা নষ্ট হয়েছে।" বলে কানে লাগিয়ে বললেন, "ভুল নম্বর ঘুরিয়েছেন হয়তো।"

শর্মীর বাবা গড়গড়া মুখস্থ পড়লে, মাহীর বাবা মাথা নেড়ে বললেন, "গড়গড়া মুখস্থ পড়া শুনে কান কয় আমার নম্বর মন কয় হতেই পারে না।"

"তুই এখন কী করছিস?"

"ভাবছি ভাত সালন এখন পাকাব না গতকাল পাকাব?"

"উড়ে আমার বাড়িতে এসে ভাত খেয়ে যা, একটা টাকা দিতে হবে না।"

"নিরেট মূর্খের মত বকবক করছিস কেন?"

"ওই! তুই আমাকে গণ্ডার ডাকছিস কেন রে?"

"আমি তোকে গণ্ডার ডাকলাম কখন? কানা কোথাকার, কথাও শুনে না।"

"ওই আহাম্মক! কানে শুনে না বধিররা চোখে দেখে, তা কি তুই

জানিস না?"

"জানতাম না, জানানোর জন্য তোকে সামান্য ধন্যবাদ বলে জানতে চাই খামোখা ফোন করেছিস কেন?"

"তোর খোঁজখবর জানার জন্য।"

"রিভার্সকল করিসনি তো? হাতে পায়ে ধরে মিনতি করলেও আমি টাকা দেব না।"

"শোন! বিল পরিশোধ করে রসিদ পাঠিয়ে দিলে টিকিট না লাগিয়ে এক বাণ্ডিল পাউন্ডের ছবি পাঠিয়ে দেব।"

"আমার মগজ ফেনা করার জন্য ফোন করেছিস কেন?"

"তুই এত চেতেছিস কেন?"

"তুই আমাকে চেতাচ্ছিস কেন?"

"আমি কেন তোকে চেতাব? নিস্তেজ কোথাকার।"

"দেখ! তোর সাথে কথা বলে আমার মাথা মগজ গরম হতে শুরু করেছে। জলদি বল মাগনা ফোন করেছিস কেন?"

"শোন, আমি তোকে এখনো দেখিনি। আবার দেখ বললে কানে গুঁতা দেব।"

"ওই! আমার নম্বর মুখস্থ করলে কেমনে?"

"আমার একমাত্র মেয়ে শর্মীর শাশুড়ি আমাকে মুখস্থ করিয়েছেন।"

"তোর মেয়ের শাশুড়ি আমার নম্বর তোকে মুখস্থ করাবে কেন?" বলে মাহীর বাবা নম্বরের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে বললেন, "এই গাধ! আমার মন বলছে তুই সংখ্যা একটা ভুল মুখস্থ করেছিস।"

"নে, আমার বেয়াইনের সাথে কথা বলে ভুল সংশোধন কর।"

"আমি বলেইছিলাম ভুল নম্বর ঘুরিয়েছিস।"

"নে কথা বল।"

"অপরিচিত অদ্ভুত বিপদ আমার মাথায় ভর করলো কেন?" বলে দাঁত কটমট করে মাহীর বাবা বললেন, "দে।"

মাহীর মা'র হাতে ফোন দিয়ে শর্মীর বাবা শরীর কাঁপিয়ে হেসে বললেন, "বিলাতি বান্দর আমারে জংলি ডাকে।"

"সব খুলে বললে মহারাজ ডাকবেন।" বলে মাহীর মা মৃদুহেসে কানে ফোন লাগিয়ে বললেন, "এই যে, শোনছেন?"

"জি শর্মীর শাশুড়ি আপনি বলুন, আমি শুনতে পাচ্ছি।"

"শর্মীর সাথে আমাদের ছেলের বিয়ের দিন তারিখ পাকিয়ে স্থিরসিধ্যান্ত করার জন্য ফোন করিয়েছিলাম।"

"পাকাবার জন্য আমার কাছে ফোন করেছেন কেন? দেখুন! সবেমাত্র মাগরিবের নামাজ পড়ে ফিরেছি। রান্নাবান্না করে এশার

নামাজ পড়ে খেয়ে সুস্থমাথায় ঘুমাতে চাই। দয়া করে আমার ঠাণ্ডা মাথা গরম করবেন না, ঠাণ্ডা-গরমের দোহাই দিচ্ছি।"

"মেয়ে নাকি খুব ভালো।"

"আপনি ওকে এখনো দেখেননি?" বলে মাহীর বাব চোখ কপালে তুলে মাথা নেড়ে বললেন, "ও আইমা গো।"

"ওরা দুজন হরিণ শিকারে গিয়েছে, আসলে দেখব।"

"বান্দরের বেয়াইন! আপনি একি কথা শোনালেন? বিয়ের কথা পাকা হওয়ার আগে ওরা হরিণ শিকারে যাবে কেন গো শর্মীর শাশুড়ি?"

"বাজিগর নাকি ভেলকিবাজি করছে।"

"হায়রে আল্লাহ, আমার সাথে একি ভেলকি শুরু হলো?" বলে মাহীর বাবা মাথা নেড়ে বিরক্তোক্তি করে বললেন, "এই যে শর্মীর শাশুড়ি, ধাধসপুরী ভাষায় কথা বলছেন কেন?"

"আপনি আমাকে চিনতে পারেননি?"

"আজব্বালা, আপনাকে আমি চিনব কেন?"

"আমি শর্মীর শাশুড়ি।"

"আমি জানি তো আপনি যে শর্মীর শাশুড়ি। কিন্তু আপনার ছেলের সাথে শর্মীর এখনো বিয়েই হয়নি গো সুন্দরী।" বলে মাথা নেড়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে অধরদংশে মাহীর বাবা বললেন, "বেআক্কেল অবলা।"

"কী হয়েছে এভাবে কথা বলছেন কেন?"

"আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন? জংলিটায় ফোন ধরে সালাম আদাব না বলে কয় ওই বেয়াই তুই ভালা আছিস? আপনি বলেন, ছেলের বিয়ের দিন তারিখ পাকিয়ে স্থিরসিধ্যান্ত করবেন কিন্তু ওরা এখন হরিণ শিকারে। এখন আপনি বলুন আপনাদের সাথে কথা বলে আমি কেন অকালে পাগল হব?"

"আপনি আমাকে চিনতে পারেননি?"

"আপনি যে শর্মীর শাশুড়ি তা আমি ভালো করে জেনেছি।"

"আমি হলাম মাহীর এবং সালমা মা, মানে আপনার স্ত্রী।"

"ও শর্মীর শাশুড়ি গো তুমি আমাকে এ কী শুনালে গো?" বলে ফোন ছেড়ে দু হাতে মাথায় আঘাত করে, "ওরে বাসরে বাস, জবরজং জংলির মেয়ে শর্মী আমার অবুঝ ছেলেকে ফুসলিয়ে হরিণ শিকারে গিয়েছে। হায়রে হায়, আমি এখন কী করব?" বলে ফোন কানে লাগিয়ে অধরদংশে মাহীর বাবা বললেন, "এই বেআক্কেল অবলা, আমার ছেলে কোথায়?"

"বললাম তো, ওরা হরিণ শিকারে গিয়েছে।"

"হায়রে হায়, এসব তুমি কী বলছ?"

"বাবার সাথে কথা বলুন।"

"তুমি বাবা পেলে কোথায়? এখন আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারবো, জংলি নিশ্চয় ভুল মুখস্থ করে নম্বর ঘুরিয়েছে।" বলে হাঁপ ছেড়ে মাথা দুলিয়ে ফোন কানে লাগিয়ে বিদ্রূপ হেসে মাহীর বাবা বললেন, "ও শর্মীর শাশুড়ি, তোমার বাবাকে দাও।"

"বেটা পুত্রা, আমি হলাম শর্মীর দাদা।"

"জি তালই সাহেব আপনি বলুন আমি শোনছি।" বলে মাহীর বাবা খিলখিল করে হাসতে শুরু করলে শান্তকণ্ঠে দাদা বললেন, "বাবা, হাসি থামিয়ে আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো।"

"এই যে বাবা তালই সাহেব, আপনারা আমাকে কী পেয়েছেন?"

"তোমার ছেলে মাহীর এবং আমার একমাত্র ছেলের একমাত্র মেয়ে শর্মী এখন মৃত্যুর সামনে হাঁটাহাঁটি করছে।"

"এসব আপনি কী বলছেন?"

"এখন কান ভরে শোনো।"

"তালই সাহেব, ধীরে ধীরে বুঝিয়ে বলুন আমি সব শুনতে চাই। অভদ্রতার জন্য ক্ষমা চাই।"

"পরে আমিও ভদ্রতা শিখব। সময়মত সে না আসলে সূর্যাস্তের সাথে সাথে শর্মীর দেহ নিথর হত। বাবা রে, আমি যেয়ে তোমার সালমাকে নিয়ে এসেছি।" বলে দাদা কাঁদতে শুরু করলে চিন্তিতকণ্ঠে মাহীর বাবা বললেন, "দয়া করে বুঝিয়ে বলুন, আপনার কথা বোধগম্য হচ্ছে না।"

"বাজিগর হলো দুষ্ট জিন। সালমাকে আনার কারণ হলো, সবার চোখে ভেলকি লাগাতে চেয়ে অপ্সরার সমরূপী বনকুমারীকে দেখে তার আক্কেলগুড়ুম হয়েছে। আমার চাচাতো বোন হলেন বনপরী এবং আমার নাতনি হল বনকুমারী। হুবহু অবয়ব দেখে ভেলকিবাজ হতভম্ব হয়েছে।"

"বনপরী আপনার বোন এবং বনকুমারী আপনার নাতনি হলে ভেলকিবাজ ভেলকি লাগাল কেমনে?"

"আজ রাতে আমার নাতনির বয়স আঠারো বছর হয়েছে এবং অপ্সরাদির বয়স হয়েছে বাহাত্তর। এক গুনিন বলেছিলন বাজিগর নাকি জাতভ্রষ্ট জিন।"

"তালই সাহেব, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার ছেলে এবং ছেলেবৌর কিচ্ছু হবে না ইন শা আল্লাহ।"

"বুঝিয়ে বলো বাবা।"

"দত্যি-দানো যে জিনজাতি, তা মাহীর জানে। দুশ্চিন্তা না হয়ে দুরুদ পড়ে তাদের জন্য দোয়া করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।"

"তোমার বেয়াইর সাথে কথা বলো।"

"জংলিটা তাইলে সত্যি আমার বেয়াই?"

"হ্যাঁ, এখন তার সাথে কথা বলো।" বলে দাদা শর্মীর বাবার হাতে ফোন দেন, শর্মীর বাবা কিছু বলার আগে মাহীর বাবা বললেন, "আমাকে দাবড়ালে আমি তোর বেয়াইনকে কিলাব। দয়া করে ভদ্রলোকের মত কথা বল।"

"এই বেয়াই, সক্কালে আমার মেয়ে এবং তোর ছেলের জন্য কবর খুদলেও আমি তোকে বেয়াই ডাকব।"

"আমি বিশ্বাসের জোরে বলতে পারব, আমার মেয়ের শ্বশুরকেও তুই ওই বেয়াই ডেকে ধমকাতে পারবে।"

"সত্যি বলছিস?"

"আমরা জানি কপালের একটা রেখার নাম ভাগ্যরেখা। ভাগ্যে কী লেখা তা বাজিগররাও পড়তে পারে না। মনে রাখিস, আমরা তকদিরে বিশ্বাস করি।"

"বেয়াই রে! এই রাতের নাম ভূতপূর্ণিমা।"

"ভূতপূর্ণিমাকে অবিস্মরণীয় করার জন্য আমার ছেলে তোর মেয়ের নামে ভূতবলি দেবে।"

বাবারা যখন কথোপকথনে মত্ত ওরা তখন শিকারে যায়। আকাশে পূর্ণমাসী, পরিবেশে নীরবতা, আগর চন্দনের সুবাসে বাতাস সুবাসিত। শর্মীর হাত ধরে মাহীর বলল, "তোর হাত ধরে হেঁটে আনন্দধামে যতে চাই। স্বপ্নীল পরিবেশে আমার স্বপ্ন বাস্তব হয়েছে।"

"তোমার বিরহে আমি বিরহিণী হব। মৃত্যু একমাত্র গন্তব্য জেনেও আমি আতান্তরে পড়ে গত্যন্তর হব।"

"তুই এত অধৈর্য হয়েছিস কেন?"

"আমি আর ধৈর্য ধরতে পারব না।"

"তোর গায়ে এক্কেবারে হায়া শরম নেই। আনাড়ি নাগরী! যখন যেখানে যা বলা যায় না তখন তা বলে। গরমের দিনে গরম পানি চায়, চা দিলে বলে ঠাণ্ডা।"

"কিছু সুখ আছে, দুঃখকে নিঃশেষ করে আসে এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। তুমি সফল পুরুষ। আমার হাত ধরো। সত্বর দুঃখ ফুরিয়ে সুখ শুরু হবে।"

"সুখকে স্পর্শ করার জন্য দুঃখকে বরণ করেছিলাম। তোকে স্পর্শ করে আমি সুখিত হয়েছি। বাকি কথা বাসরে বসে বলব।"

"মনের কথা পাঁচকান করে বলতে এত কষ্ট হয় কেন?"

"শর্মী! আর চেতালে আমি তোকে কাহিল করব।"

"আজ পর্যন্ত কেউ আমার গায়ে আঙুল দিতে পারেনি।" বলে শর্মী তার সামনে যেয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আয়!"

"এখন না।"

"তুই এত মিনমিনে কেন?"

"এখন বলছিস এত মিনমিনে কেন, তখন বলবে এত তেজাল কেন?" বলে মাহীর বিদ্রূপ হাসলে অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে শর্মী বলল, উসকানি দিচ্ছিস নাকি?"

"ছানা-কাটা দুধে চা হয় না, ছেঁড়া ফুলে ভ্রমরী বসে না, ছিঁচকাঁদুনির কান্নাকাটি শুনে কেউ ছিছিক্কার করে না, আঁচড়া কামড় খেয়ে কেউ কেউ শুধু দুঃখ প্রকাশে করে, কেউ বলে ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের জন্য কেন যে কাঁদে?"

"তোকে স্পর্শ করার জন্য আমি হাত বাড়িয়েছিলাম, তখন আমি এত অতৃপ্ত, বিরক্ত এবং ক্ষুব্ধ ছিলাম, ধরতে পারলে আমি তোকে নষ্ট খাতার মত ছিঁড়তাম, আয়নার ভিতর থাকার দরুন নিজেকে চিনেছিলাম।"

"চাইলেও প্রতিচ্ছবিকে কিছু করা যায় না। তাই আমি আত্মিক শান্তি কামনা করি। হাসির আড়ালে কষ্ট লুকিয়ে থাকে, হাসির রাজা হাসিকে জীবন্ত রাখে।"

"কষ্টে অতিষ্ঠ হচ্ছি ধুঁকে ধুঁকে, ধীরাধীরা আমি ধীরোদাত্ত হব জব্দ করার জন্য ধীরোদ্ধতকে।"

"দূরের দূরত্ব বাড়তেই আছে, যারা কাছে ছিল ওরাই এখন বহুদূরে গিয়েছে।" বলে মাহীর আড়চোখে তাকালে রাগান্বিতকণ্ঠে শর্মী বলল, "কামক্রোধাদির কারণ নয়ন জলে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা আর তুই গোবর-গোলা জলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে করছিস জলনিকাশের ব্যবস্থা। দাঁড়া! এখুনি এক হাত হবে।"

"শর্মী! সংযমী হ নইলে বিপাকে পড়ব।"

"হিংস্র বাঘিনীর মত আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে আমি তোকে কাহিল করব।"

"শর্মী! স্বেচ্ছায় শমিতা হলে সকলের মঙ্গল হবে নইলে শময়িতা হওয়ার জন্য সাধনা করতে হবে।"

"বোঝেছি! পৌষালি ধান বিক্রি করে গ্রীষ্মের জন্য প্রস্তুত হতে

হবে নইলে গরমে ঘেমে-নেয়ে শুঁটকো হয়ে যাব।" বলে শর্মী মাথা দুলালে মাহীর বলল, "অবশেষে প্যাঁচে পড়ে আঁকড়ে ধরার জন্য কুস্তির প্যাঁচ শিখেছি।"

এমন সময় আনিস যেয়ে বলল, "কনিষ্ঠায় কানি প্যাঁচিয়ে আমার সামনে তোরা কানাকানি করছিস কেন?"

শর্মী মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "আমরা কানাকানি করলে তোর কানে ঠাঠা পড়ে কেন?"

"শোন! উজাগরী করলে ভুখ লাগে, আমার ভুখ লেগেছে এবং এখানে খাওয়ার মতো কিচ্ছু নেই।"

"এখন মুখ বুজে বসে গপসপ কর, শিকার করলে শিকে পুড়ে দেব।" বলে শর্মী চলে যাওর জন্য হাত ইশারা করলে আনিস বলল, "আমার পেট কাঁদতে শুরু করেছে, চাইলেও আমি এখন শান্তিমতো কথা বলতে পারব না অথবা সুস্থ চিন্তা করতে পারব না। শুনেছি প্যাঁচা পেঁচির মাংস হারাম।"

তার দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "টাকার খাঁই যেমন তেমন, নাইঘরে খাঁই হলো অত্যন্ত মারাত্মক বদভ্যাস। বেশি খাঁই খাঁই করলে সোয়াস্তির জন্য সত্বর তোকে বাজখাঁইর হাতে সপোর্দ করব।"

আনিস কিছু বলতে চাইলে মুখ বিকৃত করে শর্মী বলল, "উটকো ঘটককে কেউ বিশ্বাস করে না এবং পড়ে মরার ডরে উটপাখি কেউ চড়ে না, গূঢ়তত্ত্ব মনে থাকে যেন।"

আনিস রাগান্বিতকণ্ঠে বলল, "মাহীর! সারাদিন ধরে কিচ্ছু খাইনি, ভুখে মাথা ঘুরাচ্ছে। বাকবাকুম বন্ধ কর নইলে বিশ্বাসের অযোগ্য হলেও বিপত্তি বাড়বে।"

"হাঁই হুই না করে ভদ্রলোকের মত বসে গপসপ কর, আমি এখন শিকারে যাব, ফিরে আসা পর্যন্ত শর্মীকে চোখেচোখে রাখিস।" বলে মাহীর ঘোড়ার লাগাম ধরলে তার হাত ধরে শর্মী বলল, "জীবনসঙ্গিনী হওয়ার জন্য মরণপণ করেছি। যমের জাঙ্গালে একলা যেতে দেব না।"

"কিছু কাজ একলা করতে হয়, কিছু কাজে দোকলার প্রয়োজন হয়। পারলে হরিণ শিকার কর। আমি একলা অপ্সরাকে খোঁজব। আনিস! শর্মীর কিছু হলে বনরাজ্য আজাড় হবে।" বলে মাহীর হাসার চেষ্টা করলে কাঁধ ঝুলিয়ে শর্মী বলল, "এই বাবু, তুই কী শুরু করেছিস?"

"আনিস! চার্জার এনেছিস?"

"মনে রাখিস! রাত ভোর হলে আমি তোদেরকে ফুল চার্জ করব!"

"শর্মী! এদের সাথে গল্পগুজব কর আমি একটু ঘোরাঘুরি করে আসি।" বলে মাহীর ঝম্পে ঘোড়ায় চড়ে পা এবং লাগাম দিয়ে আঘাত করলে পলকে ঘোড়া আধারে লীন হয়। গুরুত্বের সাথে দারোয়ান দায়িত্ববান হয়। আনিস বিরক্ত হয়ে মাথা নেড়ে বলল, "ভুঁই-আমলা কিনতে চেয়ে হাই-আমলা কিনেছে, হাউসে ঋণ করে অঋণী এখন ঋণদাস হয়েছে।"

ভোজালির হাতা ধরে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে শর্মী বলল, "রেশমের জন্য তাঁতিনি তুঁতপোকা পোষে, আক্রোশ মিটায় ব্যধিনী বাণ মেরে রোষে।"

শর্মীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডান হাতে পিছন থেকে তেগ বার করে মাথার ইশারা পাশে ডেকে আনিস বলল, "মুখে বলা এবং লেখা খুব সহজ কিন্তু বাস্তবিক হওয়া খুব কঠিন! মৃত্যু মৃত্যু জপে আমি অমৃত পান করতে চাই। আমার কিচ্ছু নাই জানা সত্ত্বেও এটা ওটার উত্তরাধিকারী হতে চাই। সকলের আছে শুধু আমার কোনো জন্মাধিকার নাই।"

অপলকদৃষ্টে তাকিয়ে শর্মী বলল, "আমাকে নষ্ট করতে চাস নাকি?"

"তোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমার বন্ধু আমার একমাত্র বান্ধব। আমার মন কী চায়, আমি জানার আগে সে জানে। রাত দুপুরে ফোন করেছে আমি দৌড়ে এসেছি। আমি একবার কালসাপের লেজে পাড়া মেরেছিলাম। ঝাঁপটে সাপের ফণা ধরে বলেছিল, বিষদৃষ্টে আমার বন্ধু দিকে তাকালে আমি তোর চোখ কানা করব।" বলে আনিস বাজুতে অশ্রু মুছলে, হাসার চেষ্টা করে শর্মী বলল, "তোর মন ঝিলের জলের মত নির্মল। দোয়া করি তোর বরয়িতা যেন নির্মলসলিলা হয়।"

"সুভাষিণী তুই আশীর্বাণী জপে মধুরভাষিণী হয়েছিস। দোয়া করি সুখৈশ্বর্যে তোদের জীবন যেন স্বর্গীয় হয়।"

"তুই নিশ্চয় তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত অথবা বহুদর্শী লোক?"

"আমাদেরকে খুব সর্তক হতে হবে। অন্তর আমাদেরকে বিভ্রান্ত করে। অসুস্থতার ভাগ কেউ নেয় না এবং সময় থামে না। গায়ের জোরে অনাথের পাতে লাথি মারে, বিবেকের জোরে হাভাতের পাতে ভাত দেয়। বাস্তবিক হওয়ার জন্য বারো হাজার বার বাস্তবিক হব লিখে বস্তায় ভরে আমি বাস্তবিক হতে পারিনি।" বলে আনিস বুক ভরে শ্বাস টেনে চারপাশে তাকায়। মাথা দুলিয়ে শর্মী বলল,

"আমাদেরকে বদলাতে হবে, বিবেকবান হতে হবে, বাস্তবিক হতে হবে। বিবেক নির্বাক হলে বোকরা হা করে তাকিয়ে থাকে।"

এমন সময় বিকট শব্দ হয়। শর্মী দৌড় দিতে চাইলে ওকে থামিয়ে আনিস দারোয়ানের দিকে তাকায়। শান্তকণ্ঠে দারোয়ান বলল, "নিশ্চয় মায়াবল ফেটেছে।"

শর্মী কপাল কুঁচকে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "দারোয়ান, আর কী জানো?"

"রানীজি, আপনার বর হলেন জিন্দাপির। অলৌকিক শক্তির জন্য শাক্তরা অসাধ্য সাধনের ব্রত করে। অলৌকিক শক্তি এবং গুণে আপনার বর প্রবীর হয়েছেন। অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে উনি নির্মোহ হয়েছেন। ষড়রিপুর তাড়না অথবা ষড়যন্ত্রে উনি বিভ্রান্ত হবেন না। যে উনাকে পীড়াপীড়ি করবে সে পীড়িত হবে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে উনি তাড়ক হবেন।"

"দারোয়ান! গূঢ়তত্ত্ব বুঝিয়ে বলো।"

"দূরদর্শী উনি অন্তরদৃষ্টে অদৃশ্য দেখতে পারেন। আপনার মঙ্গলার্থে আজ উনি মঙ্গলাচার করবেন মঙ্গলোৎসব।"

"তা তুমি জানলে কেমনে?"

"বাবুজি না হয়ে অন্য কেউ হলে সেই কখন আমরা মরতাম। তা আপনিও জানেন, তাই না ভাইজান?"

"ওরে বাসরে! বাঘ তুই বস, আমিও বসব।" চমকে বলে আনিস বাঘের দিকে তাকিয়ে কপট হেসে শর্মীর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বলল, "বন্ধুর হবুবৌ বান্ধবী, আজ রাত কখন ভোর হবে?"

"তোর বন্ধু আসলে জিজ্ঞেস করব।"

"তুই আসলে কিচ্ছু জানিস না।" বলে আনিসি বাঘের দিকে তাকিয়ে মুখ বিকৃত করে নাক সিঁটকিয়ে বলল, "তুই এক্কেবারে বেআক্কেল। চিরায়ুষ্মান হ বলে তোকে আর আশীর্বাদ করা যাবে না। হাবড়া হওয়ার জন্য তুই ঘাগরিওয়ালির পোষ্য হয়েছিস, গাধা কোথাকার।"

বাঘ গর্জে উঠলে শর্মীর পাশ যেয়ে কপটহেসে আনিস বলল, "ওরে বাসরে! উপযোজনে উপযোগী না হয়ে আমি উপহাসিত হয়েছি। ওই! তোকে আর গাধা ডাকব না, এখন সিংহের মত বসে আরাম কর।"

বাঘ আবার গর্জিলে আনিস কাঁধ ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে অসহায়ের মত বলল, "অশিক্ষিত বাঘকে এতসব শিক্ষা দিলে কেমনে? ভুজুং এবং গুলতাপ্পিও বোঝে।"

"যথাযোগ্য হওয়ার জন্য আমি সাধ্যসাধনায় অসাধ্যকে সাধন করেছি। প্রয়োজনসাধনে উপযোজন করব।"

"বোঝেছি, উপরচালে হালচালনা বদলেছে আর উপরোধে ঢেঁকি গিলে বিষম ওঠেছে।" বলে আনিস বাঘের দিকে তাকিয়ে দু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "তোর দাদার মত বস।"

বাঘ দাঁড়িয়ে হেলে দুলে এগুলে, কাঁধ ঝুলিয়ে মাথা নেড়ে আনিস বলল, "হায় রে হায়, আক্কেলের অভাবে বাঘকে গাধা ডেকে একি সর্বনাশ করলাম? সদয় হয়ে কেউ আমাকে বলো, ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হোঁদল কুতকুত এগুচ্ছে কেন?"

"তোকে উচিতশিক্ষা দেওয়ার জন্য।"

"এমন শিক্ষা দিয়েছিস নাকি?" বলে আনিস চোখ কপালে তুলে বাঘের দিকে তাকিয়ে হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, "ওই! দূরে বসে বিশ্রাম কর। উরে আসলে মুগুর দিয়ে মারব।"

বাঘ শর্মীর পায়ের পাশে বসে তার দিকে তাকালে সে চারপাশে তাকিয়ে হাতের ইশারায় দারোয়ানকে পাশে ডেকে শর্মীকে আগল দেয়। শর্মী পড়তে শুরু করলে ওরাও পড়ে। হঠাৎ চিতা নজরগোচর হলে আনিস দুডালি দিয়ে ঢিল মারে এবং বাঘের গর্জন শুনে চিতা দৌড়ে পালালে আনিস হাঁপ ছেড়ে বাঘের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুই সত্যি প্রভুভক্ত। চিন্তা করিস না, বিয়ের বয়স হলে তোকেও বিয়ে দেব।"

বাঘের সাথে বকবক করে আনিস যখন নির্ভীক হওয়ার বৃথা চেষ্টা করে মাহীর তখন ঘোড়া থেকে নেমে মনোহারিণীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গলা খাঁকারি দেয়। নারী ঘোরে তাকালে বিস্মিতকণ্ঠে মাহীর বলল, "মানসী!"

অপ্সরা হাসার চেষ্টা করে বলল, "দুঃখের ছবি এঁকেছিস?"

"দুঃখের ছবি আঁকতে চাইলে সুখ আমাকে কানেকানে বলেছিল, দুঃখকে বরণ করতে হলে আমাকে ত্যাগ করতে হবে, পারবে? প্রত্যুত্তরে বলেছিলাম, কবিতার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল কৈশরের শেষে, বয়স তখন কত-ইবা হবে, বড়জোর আঠারো! আমাকে কলমে কালি ভরতে দেখে হতাশ্বাস হয়ে কবিতা বলেছিল, তোমাকে সুখের দোহাই দিচ্ছি আমাকে নিস্তার দাও, আর কখনো তোমাকে বিরক্ত করব না। দয়া করে তুমিও আমাকে বরিক্ত করো না, তুমি বানান-কানা, ব্যাকরণ কী তুমি জান-ই না। চিন্তিত হলেও অট্টহাসি হাসার ভান করে বলেছিলাম, তোকে নিস্তার দিলেও ব্যাকরণের লেজুড় আমি ছাড়ব না।"

"পঞ্চাশ পেরিয়ে আমি ভালো বাসা এবং ভালোবাসার পার্থক্য জেনেছি। ভালো বাসা ছাড়া বাঁচতে পারলেও ভালোবাসা ছাড়া বাঁচা যায় না। প্রাণধারণের জন্য ভালোবাসা অত্যাবশ্যক। ভালোবাসা হলো জীবনীয় এবং জীবনীশক্তি। জীবনাধিক কাউকে ভালোবাসা যায় না। ভালোবাসার জোরে জীবনোপায় হয় এবং জীবিতাশার সাথে ভালোবাসা সম্পৃক্ত। ভালোবাসা আমাদেরকে জীবন্ত রাখে। ভালোবাসার উপর নির্ভর করে জীবন্মুক্ত হওয়া যায়। ভালোবাসার অভাবে আমরা জীবন্মৃত হই এবং জীবনাশঙ্কা বাড়ে। ভালোবাসাবাসি শেষ হলে মৃত্যুর স্পর্শে জীবনান্ত হয়।"

"মহাপুনরুত্থানে বিশ্বাসী আমি তার উপাসনা করি যার নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর নিয়ন্তা, সুখ সমৃদ্ধি এবং সাম্যের চিন্তায় বিব্রত হই না, পুনর্যাত্রার প্রস্তুতি এবং পুনর্মিলনের জন্য পুনশ্চ চেষ্টা করি, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিশ্বাসে অটল থাকা যেন অগ্নিপরীক্ষা। চালাকের চালাকি এবং বোকার বোকামি দেখে আত্মশুদ্ধির জন্য পাগলের মত পাপমোচনের মন্ত্র জপি, শাশ্বত সত্য হলো, রাতে নার্ভতন্ত্র নিষ্ক্রিয় হয়ে পেশি শিথিল হয়, ভোরে যখন পুনর্জীবনলাভ করি তখন সত্তার হয় পুনরুত্থান, জন্মে পুনর্বাসনে এসেছি, অতএব মৃত্যু হবে পুনর্বসতির জন্য।"

"হাঁটতে থাকলে পথ কমে এবং গন্তব্য কাছে আসে। সাধ্যসাধনায় কার্যক্রম সম্পাদিত এবং সুসম্পন্ন হয়। পারলে আমি সাহায্য করি, কারো ক্ষতি করার অধিকার আমার নেই।"

"সাধুসন্তের সাথে সাক্ষাৎ হলে আমি অত্যন্ত আশান্বিত এবং উত্তেজিত হয়েছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে সাধুসন্ত বলেছিলেন, ন এবং ণ অক্ষরের নিয়মতন্ত্র না জেনে আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি। নিয়মপূর্বক সাধ্যসাধনায় সাধরণ হতে চাই। সাধুর সংলাপ শুনে আমার আশাভরসার সর্বনাশ হয়েছিল।"

"চাকচিক্যে চমৎকৃত আমরা ক্ষণস্থায়ি জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে প্রতারিত হয়েছি। মৃত্যুর পর সত্যাসত্য জানব এবং বাস্তব জীবন শুরু হবে। ন্যায় অন্যায় প্রভাব প্রতিপত্তি পাপ শাপ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষিত হবে। অত্যাচার, অভিচার, ব্যভিচার, হত্যা, মিথ্যা, বাদবিসংবাদের কর্মফল ভোগ করব। ভালোবাসা চাইলে, প্রথম ভালো বাসা বানাও, তারপর ভালোবাসার জন্য হাত বাড়াও। যে দুঃখকষ্ট সুখ ভাগ করতে জানে শুধু তাকে তোমার ভালো বাসায় প্রবেশ করতে দিয়। মেনে রেখো, ভোগ্যরা সুখিত হতে চায়, সুখোভোগ করতে জানে না।" বলে অপ্সরা মাথা নাগড়লে, বুক ভরে শ্বাস টেনে

মাহীর বলল, "রূপযৌবনবতিকে দেখে চোখেরনেশায় মাতোয়ারা হয়েছিলাম। মোনমোহিণীকে দেখে বিভ্রান্ত হয়েছিলাম।"

"আমি এখন বাহাত্তুরে বুড়ি। পাপে ছোঁয়া মনের সংস্পর্শে আসলে তোর সর্বনাশ হবে। তুই হলে বনরাজ্যের আনন্দ। চারপাশে তাকিয়ে দেখ, বাতাসে বসন্তোৎসব। কান পেতে শোন, নৈসর্গে জোয়ারী দুম্বল প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।"

"আশ্বস্ত হওয়ার জন্য আমি তোমাকে স্পর্শ করতে চাই।"

"আস্পৃশ্য আমি অস্পৃহ। আমি ক্ষমা চাই। কাঙালিনীকে ক্ষমা কর।"

"তোমার কী হয়েছে, আজ এভাবে কথা বলছ কেন?"

"জাদুরবাঁশির মোহন সুরে বশ্যা হয়েছিলাম। ছুমন্তরে চোখে ভেলকি লাগিয়েছিল। মন্ত্রের গুণে আমাকে বিবশ করেছিল। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেহার্পণ করে আমি ভাগ্যের ফেরে পড়ে কালেরবন্দিনী হয়েছি। দয়া করে আমাকে মুক্ত কর। আমি জানি বনকুমারী তোকে ভালোবাসে।"

"শাপমোচন করবে কেমনে?"

"আমি অনুতপ্ত। পাপ করে আক্ষিপ্ত হলে মানুষ অসহায় হয়। অসহায়ের সাথে অন্যায় করলে পাপ হয়।"

"মায়াকানন বানিয়েছ কেন?"

"বুজরুকি করে ভেলকিবাজ আমার সাথে প্রতারণা করেছিল। ছলা-কলা বুঝতে পেরে আমি ধ্যানে আত্মলীন করেছিলাম।"

অপ্সরার হাবভাবে মাহীর চিন্তি হয়। অপ্সরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দুহাত তুলে আত্মরবে বলল, "ইয়া আল্লাহ! আমারে ক্ষমা করো।"

"তুমি এত মর্মাহত হয়েছ কেন?"

"জাতভ্রষ্ট আমি জাতের নামে কলঙ্ক হয়েছি কুলকলঙ্কিনী। শুধু তুই আমাকে অলীকপুর থেকে উদ্ধার করতে পারবে।"

"আমাকে বশীভূত করেছিলে কেমনে?"

"তুই ছিলে একলা এবং বনকুমারী খোঁজছিল দোকলা। আপাতদৃষ্টে তোরা প্রেমে মজেছিলে। আশ্বিন মাসে আশ্বস্ত হয়েছিলাম তুই গূঢ়তত্ত্ব জেনেছিস। তোকে বশ করতে চেয়ে আমি তোর বশ্যা হয়েছি।" বলে অপ্সরা হাসার চেষ্টা করলে, গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "বনবিবির আদেশে বনচর সন্ন্যাসী কারারক্ষী হয়েছিল, নিশামুখে প্রভুভক্ত ভৃত্য নপুংসক প্রহরীকে বলেছিল, প্রতিভাতের জন্য ভূতপূর্ণিমায় শ্বশুরগৃহে বধূহত্যা হবে, বধ্যভূমিতে নাগরির সাথে বাসর জাগবে কুটিল নাগর।

সাতসকালে শিকে পুড়ে কপোতারিকে খাবে রাক্ষসবধূ, করন্যাসে ইষ্টমন্ত্র গুনে নির্গুণ গুনিন পান করবে শীধু। তক্কেতক্কে থেকে তর্কে হেরে আত্মহত্যা করবে গুপ্তচর, জীবতত্ত্বের গূঢ়তত্ত্ব জেনে স্তম্ভিত হবে অভিজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানী।"

"নিশিগন্ধার নিশ্বাসে নিশীথিনী হয়েছিল সম্মোহক, ইষ্টনাম জপে নিশীথে মন্তা হয়েছিল জাপক, রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে নিষিদ্ধ প্রেমের মহড়া চলছিল, নিশিযাপন করে খোয়ারী নাগর হয়েছিল যাপক। কামুকের কামনায় কুলকামিনী হয়েছিল কামার্তা, বারমুখ্যার মুখোমুখি হয়ে কৌমারব্রত ভেঙেছিল কুলপুত্র, কুলগ্নে কুলচুরের রসে কাম রিপু হয়েছিল কুলক্ষয়কারী, কণ্ঠলগ্নে অমানিশা ভোর হলে নিষ্কলা হয়েছিল কলঙ্কগ্রস্ত।"

"কুমিরখালের কুমারী বলেছি, জলে নামো। বাঘেরহাটের বহুড়ি বলেছি, ডাঙ্গায় ওঠো। জলে কুমির আর ডাঙায় বাঘ দেখে নির্বাক ভালোবাসার গলায় দা লাগিয়ে বলেছিলাম, তোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরতে চাই না। আমার আহাল দেখে বাঘ এবং কুমির হাসতে শুরু করলে বাতাসে ভাসা শঙ্খচিল বললো, নির্বাক ভালোবাসার ক্ষমতা সে জানে যে অবোলার ভাবপ্রকাশের ভাষা বোঝে।"

"আমাকে কিছু বলছিস নাকি?"

"নামধাম বললে কুমটুম্বিতা করার জন্য যাব।"

"আমি তোর দাদিশাশুড়ি।"

"অবশেষে হাত পা অবশ হয়েছে। প্রয়োজন বিষপান করব তবুও বিবশ হব না।"

"আমি জহর-ব্রত করেছি। উবরার মত উপরে পড়লেও তোর সাথে জড়াজড়ি করব না। আমার উরে আয়, বগলে কাতুকুতু দিয়ে আমি তোকে হাসাতে চাই।"

"দাদি গো! দয়া করে আমাকে ক্ষমা করো, আমার পেটে বগলে কাতুকুতু হচ্ছে।"

"তুই এত মিনমিনে হয়েছিস কেন?" বলে অপ্সরা মুখ বিকৃত করে। পাশে যেয়ে আড়চোখে তাকিয়ে মাহীর বলল, "তুমি কি সত্যি থুত্থুড়ে হয়েছ?"

তার বগলে কাতুকুতু দিয়ে হাসতে হাসতে অপ্সরা বলল, "এখনো জরতি হইনি রে বাবু।"

মাহীর পেটে ধরে বসে হাসতে হাসতে বলল, "আমার বগলে কাতুকুতু দিলে কেন?"

"দাদির উরে আয়।" বলে অপ্সরা তার ডান হাত শক্ত করে ধরে বলল, "লাগাম ধরে হাঁটতে থাক।"

বুক ভরে শ্বাস টেনে মাহীর বলল, "দাদি, মায়া সম্বন্ধে জানতে চাই।"

"মায়া হলো বুদ্ধির অগম্য বিষয়, চাইলেও ব্যাখ্যা অথবা বিশ্লেষণ করতে পারব না। মায়াকাননের সবকিছু মায়াময় হলেও আমি মায়াবিনী নই। আমি তোদের মত সাধারণ মানুষ। ঘোর সংসারী হতে চেয়ে আমি হাঘরে হয়েছি। এতকাল অঘোর ছিলাম আজ ঘোর ভেঙেছে। মোহন সুরে বাঁশি বাজিয়ে আমাকে মোহাবিষ্ট করেছিল। উদাসিনীর মত মায়াকাননে প্রবেশ করে মায়াচ্ছন্ন হয়েছিলাম। মায়াডোরে বেঁধে আমাকে বিমূঢ় করেছিল। মোহতিমিরে হেঁটে মোহান্ধ হয়েছিলাম। মায়াজালে জড়িয়ে হয়েছিলাম মায়াবিষ্ট। মায়ায় হয়েছিলাম মায়াবদ্ধ। মায়াঘোরে হয়েছিলাম মায়ামুগ্ধ। এখন আমি ক্ষুব্ধ এবং বিচ্ছেদক্লিষ্ট। বুকের ভিতর উথালপাথাল। সামান্য সুখের আশায় সারাজীবন দুঃখভোগ করেছি। পবিত্র মন্ত্র জপে মৃত্যুর আগে সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হব। কেউ কি হবে সান্ত্বনাদানকারী?"

"আপনি আমাদের পরমাত্মীয়া। আমরা আপনার আশীর্বাদ চাই। আপনি যা বলবেন আমরা তা করব।"

"ভুল আমি করেছি। নির্ভুল হওয়ার জন্য ভুল বানানটা শুদ্ধ করে লিখতে পারিনি। আমি তেমন কেউ নই, তাই কেউ আমাকে তোয়াক্কা করে না। দূরে থাকাই উত্তম এতে দূরত্ব বজায় থাকবে। সূর্যে উঠে ডুববে এবং হঠাৎ একদিন আমার জীবনলীলা সাঙ্গ হবে। তবে এই ভেবে কষ্ট হয়, অন্যের মঙ্গল করতে চেয়ে নিজের অমঙ্গল করেছি। এখন প্রভুর পালা। সকলের মঙ্গল হোক, এই মোর প্রার্থনা।"

"আমরা এখন মায়াকাননে বিচরণ করছি। তন্ত্রমন্ত্র আমি জানি না। আশীর্বাদ করলে অবশ্যম্ভাবী হব।"

"নীহিমো মলাছিয়েহ হেমো, নীবিয়ামা মলাছিয়েহ য়য়ামা। তকমুরনি ছিয়েহ হমোরনি রেক শনা হমো।" একশ্বাসে বলে অপ্সরা বুক ভরে শ্বাস টেনে বলল, "আয়ুষ্মন হ অবশ্যম্ভাবী।"

পলকে পরিবেশ স্বাভাবিক হয়। অপ্সরার দিকে তাকিয়ে সানন্দে মাহীর বলল, "মঙ্গলময় আপনার মঙ্গল করবেন। আমি বিশ্বাস করি আপনি মঙ্গলকামনা করলে সকল অমঙ্গল দূর হবে।"

"তোর সুবাদে এখন আমি নির্মোহ এবং নির্মুক্ত। স্বর্গ তোর প্রাপ্য হয়েছে। সুখৈশ্বর্যে সত্বর সুখিত হবে।"

"আজ আমি আশীর্বাদধন্য হয়েছি।" বলে মাহীর চারপাশে

তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "জীবন সম্বন্ধে জানতে হলে জীবের দিকে তাকাতে হয়। জীবে আত্মা থাকে, আর আত্মার মালিক হলেন আল্লাহ। আল্লাহকে ভুলে আমরা আলুথালু বেশে দরবেশ সাজি। ভালোবেসে কেউ আলাভোলা হতে পারেনি। দুশ্চিন্তায় জীবনী শক্তি শেষ হয় এবং জীবনান্ত হলে জীব মাটিতে মিশে। সত্যের আগে অ যোগ হলে তথ্য মিথ্যা হয়, এই গূঢ়তত্ত্ব কয়জন জানে?"

"ভাবতে ভাবতে ভাবিনী হয়ে জেনেছি, ভাবলে অভাব বাড়ে। কাড়াকাড়ি করে আনাড়িরা অনাথের জীবন কাড়ে।" বলে অপ্সরা হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমার নাতনি এখন কত বড় হয়েছে?"

"যৌবনে যৌবনী না হয়ে আপনার নাতনি ব্যাধিনী হয়েছে। উদ্ভিন্নযৌবনার দিকে তাকালে কামনায় আগুন লাগে।"

"তুই এত রসিক হলে কেমনে?"

"নীরসের জন্য রসবড়া একটা গহ্বর, রসিকা জানে রসিকের মনের খবর।"

"মনে রাখিস, নিষ্ঠুর এবং দুষ্টরা সুষ্ট চিন্তা করতে পারে না। অনিষ্টচিন্তায় অন্যের অনিষ্ট যারা করে ওরা নষ্ট। অনিষ্টাচরণে সংসার নষ্ট হয়। ভালোবাসার সম্পর্ক আত্মার সাথে। বিব্রত অথবা বিভ্রান্ত হলে অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, চাইলেও সত্তা কখনো আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পরে না।"

"ভালোবাসা এবং ভাবের ভাষা বুঝে শব্দকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে অন্যমাত্রায় পৌঁছা যায়। শব্দে ভাবপ্রকাশ হলেও শব্দে প্রভাব থাকে। যেমন, হঠাৎ বিকট শব্দ হলে আমার চমকে ওঠি, অনেকের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। ভাবপ্রকাশক হতে হলে ভাবতে হয়। আমি বিশ্বাস করি আপনি সৃজনশীল।"

"বরফের চাকুর আঘাতে কলিজা ফোকর হয়, অনেকে জানে না রক্ত জমলে মৃত্যু হয়, মাত্রাধিক ঠাণ্ডায় পানি জমলে হয় অস্ত্র। প্রেমে পড়া মানে গ্রহের ফেরে পড়া, মনেমনে মানসীকে বকাবকি করার মানে হয় না, প্রেয়সীর সাথে কথা কাটাকাটি হলে সময় হয় নারকীয়, অনেকে জানে না, কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটলে অন্তর হয় ক্লিষ্ট, মরশুমি ফুলের মালা পরে মরমিয়া হতে চায় বরয়িতা, হৃদয় থেকে হৃদয়ে লাফিয়ে বেড়ানোর মজাই আলাদা।" বলে অপ্সরা হাসার চেষ্টা করলে মাহীর বলল, "তারপর তাদেরকে বললাম তোমরা বসো, সাড়িতে বসলে তাদের পাতে দিয়েছিলাম কয়কেটা লঙ্কা। একজন চিন্তিতকণ্ঠে বলেছিল আমি রাগারাগি করি না, তার হাতে ঠাণ্ডা মিঠাই দিয়ে বলেছিলাম চিবিয়ে খাও।"

"রসিক জানে রসের হাঁড়িতে সমরস থাকে, রসিকা জানে হাঁড়ি-কলসিতে রস থাকে।" বলে অপ্সরা মাহীর বগলে কাতুকুতু দিলে সে হাসতে শুরু করে। তার হাসি শুনে ওরা তিনজন চমকে সামনে তাকিয়ে বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে মাহীরকে হাঁটতে দেখে দৌড়ে যেয়ে একসাথে বলল, "উনি কে?"

"আমার দাদিশাশুড়ি।" বলে মাহীর অপ্সরার মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয় এবং কম্পিতকণ্ঠে অপ্সরা বলল, "দয়া করে আমারে ক্রোড়ে ল।"

"আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আগে বলনি কেন?" বলে মাহীর অপ্সরাকে বাহুতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করে। শর্মীর দিকে ডান হাত প্রসারিত করে অপ্সরা বলল, "আমার উরে আয়।"

শর্মী পাশে গেলে মাথা মুখে হাত বুলিয়ে মাহীর বুকে মাথা রেখে ডান হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে অপ্সরা বলল, "এই বাবু, তুই এত তেজাল হলে কেমনে?"

"এখন কী হয়েছে?"

অপ্সরা কিছু বলার আগে শর্মী বলল, "তুমি বসো, আমি জিপ আনতে যাচ্ছি।"

"শর্মী! হেঁটে গেলে সূর্যোদয় দেখতে পারব। আনিস! দৌড়ে আয়।" মাথা দিয়ে ইশারা করে বলে মাহীর হাঁটতে থাকলে শর্মী বলল, "তোমার কষ্ট হবে তো।"

"অপ্সরাকে কোলে কাঁখে নিয়ে হাঁটার লোকের অভাব হবে না। জানাজানি হলে হানাহানি হবে, তাই না অপ্সরা?"

"কথা বলতে থাক।" বলে অপ্সরা চোখ বুজলে ব্যস্তকণ্ঠে মাহীর বলল, "দাদি, এখনো আমাদেরকে আশীর্বাদ করনি।"

ক্লান্তকণ্ঠে অপ্সরা বলল, "আস্তে ধীরে হাঁট। আমি এখন ক্লিশ্যমান, অনাহারক্লিষ্ট এবং অত্যন্ত ক্লান্ত।"

"আমি দুঃখিত।" বলে মাহীর হাঁটতে থাকে। শর্মীর দিকে তাকিয়ে অপ্সরা বলল, "যৌবনে ডগডগে হয়েছিস তুই আহ্লাদে ডগমগ, কলঙ্কিনী হয়ে জেনেছি আমার নাগর ছিল ঠগ।"

হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "নিজে শৃঙ্খলাহীন থাকতে চাই এবং উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করলেও অন্যকে আমরা শৃঙ্খলিত করতে চাই। বাস্তবে কেউ শৃঙ্খলবদ্ধ হতে চায় না। মুক্তির জন্য কিছু না কিছু ত্যাগ করতে হয়। সীমালঙ্ঘন করলে বিষ বিষাক্ত হয়।"

হাসার চেষ্টা করে অপ্সরা বলল, "অসুস্থ প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী হলে আত্মিক অবনতি হয়, আত্মোন্নতি এবং মোক্ষলাভের জন্য

সাধ্যসাধনা করতে হয়।"

শর্মী কথা না বলে ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে উত্তেজিতকণ্ঠে বলল, "বাবু! ওই দেখ কুক্কুট।"

মাহীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে অপ্সরা বলল, "পারলে গণ্ডা দুয়েক ধরে আন।"

"আনিস! অপ্সরাকে কলো নিয়ে হাঁট। আমি এখন বনমোরগ ধরব।" বলে মাহীর অপ্সরাকে আনিসের বাহুতে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে হাত প্রসারিত করে। শর্মী তার হাত ধরে রেকাবে পা রেখে টপকি দিয়ে উঠলে ঘোড়া দৌড়াতে শুরু করে। বনমোরগরা শঙ্কিত হলে মাহীর পলকে তির ছুড়ে দ্রুত যেয়ে জবাই করে মাথা নেড়ে হাসে। কপাল কুঁচকে শর্মী বলল, "এভাবে হাসছ কেন?"

"বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।"

"বললে সবাই বিশ্বাস করবে কিন্তু আমরা কাউকে বলব না। চলো বাড়ি যাই।" বলে শর্মী মাথা দিয়ে ইশারা করে। কথা না বলে মাহীর লাগাম ধরে হাঁটতে শুরু করে বিদ্রূপ হেসে শর্মী বলল, "তোমার সাথে কুস্তি করতে চাই।"

"আয়!" বলে মাহীর দাঁত কটমট করলে শর্মী আক্রামক হয়। পলকে শর্মীকে কাবু করে বুকের সাথে এঁটে মাহীর বলল, "দয়া করে দূরত্ব বজায় রাখ, তোর সাথে কুস্তি করলে কুস্তিগিররা লজ্জিত হবে।"

"মরি-মরি কী লজ্জা।" বলে শর্মী খিল খিল করে হাসলে কপাল কুঁচকে মাহীর বলল, "নির্লজ্জের মত হাসছিস কেন লো?"

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার চোখের দিকে গম্ভীরকণ্ঠে শর্মী বলল, "আমি অপরাভূত ছিলাম। ষণ্ডাগুণ্ডারা আমার সাথে দূরত্ব বজায় রাখে, অপরিকল্পিতভাবে তুমি আমাকে পরাস্ত করেছ।"

"শোন! অবলাদের সাথে আমি হাতাহাতি করি না। বকবক বন্ধ করে দৌড় দে নইলে দেব একটা ঘাড়ে।" বলে মাহীর দাঁত কটমট করে। আর কথা না বলে শর্মী দ্রুত হাঁটে এবং অন্যদের সাথে মিলতি হয়ে পালাবদল করে অপ্সরাকে নিয়ে বাড়ির পাশে গেলে অশ্রুবর্ষণ করে অপ্সরা বলল, "আমাকে আমার কোঠায় নিয়ে যা।"

"জি আচ্ছা।" বলে শর্মী দৌড়ে উঠানে যেয়ে হেঁকে বলল, "দাদু! দৌড়ে আসো।"

শর্মী যখন হাঁই হুঁই করে তখন সূর্যোদয় হয়। সবাই বেরিয়ে মাহীর বাহুতে বৃদ্ধাকে দেখে দাদা দৌড়ে যেয়ে বললেন, "মাহীর, তোর উরে কে?"

"অপ্সরা।" বলে দাদার বাহুতে অপ্সরাকে দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "শর্মী! তাকিয়ে দেখ কালরাত ভোর হয়েছে।"

শর্মী কিছু বলার আগে সালমা কপাল কুঁচকে রাগান্বিতকণ্ঠে বলল, "নির্লজ্জের মত বউর নাম ধরে ডাকছ কেন?"

"আমি কখন আমার বউর নাম ধরে ডাকলাম?" বলে মাহীর শর্মীর দাদির দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বলল, "ও ঘাগরিওয়ালি, আমার বইন আমাকে কী যেন বলতে চাইছে, দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন?"

"আমি বুঝিয়ে বলব।" বলে তার মা পাশে যেয়ে কপালে চুমু দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোর বাবা এসেই তোদের বিয়ের আয়োজন করবেন। বৌমা, আমার উরে আসো।"

শর্মী দৌড়ে যেয়ে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে। সালমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বিদ্রূপহেসে ঘাগরি ধরে মুখ বিকৃত করে বলল, "কেঁদ না ভাবী তুমি এখনো বাপেরবাড়ি ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাওনি।"

"তুই আমারে ভাবী ডাকলে কেন লো?"

"ছুঁড়ি হয়ে বুড়ির মত নাভির নিচে ঘাগরি পরো কেন?"

"একটু পরে তোকেও একটা পরাব।"

ওরা যখন রঙঢঙ করে দাদা তখন অপ্সরার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "অপ্সরাদি, তুমি এখনো জীবিত?"

ক্লান্তকণ্ঠে অপ্সরা বলল, "বোকারাও অবাক এবং নির্বাক হয়, তদ্রূপ মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবলে আমি অবাক এবং নির্বাক হই। বুদ্ধির অগম্য হলেও মৃত্যু চিরসত্য এবং প্রতিপন্ন। স্থান এবং সময় পর্যন্ত নির্ধারিত জানা সত্ত্বেও মৃত্যুর সাথে প্রতারণা করতে চাই। কত বড় নির্বোধ হলে কেউ এমন প্রতারক হতে চায়?"

"দুশ্চিন্তা করলে মন নিস্তেজ হবে। যা হওয়ার হয়েছে এবং তা আমাদের জন্য অতীত।" বলে দাদা কামরায় প্রবেশ করে বললেন, "কমজোর শর্মী জোর খাটিয়ে তোমার কোঠা দখল করেছিল।"

"আমার জন্য কান্নাকাটি করেছিলে?"

"আমার কান্না শুনে মাই বাপুও কাঁদতেন।" বলে দাদা সতর্কতার সাথে অপ্সরাকে বিছানায় উপর রাখেন। অপ্সরা হাত জোড় করে বলল, "আমার পাপ হয়েছে, আমারে ক্ষমা কর।"

"আমরা সবাই পাপী।" বলে দাদা মৃদু হেসে রেজাই টেনে অপ্সরার গায়ে দিয়ে পাশে বসে কামরার দিকে তাকিয়ে বিচলিত হয়ে বললে, "যেমন রেখে গিয়েছিলে আজো তেমন আছে।"

"শর্মীকে ডাক।"

"জি।" বলে দাদা বিছানার উপর ঝুলন্ত রশি টানলে অপ্সরা বলল, "ডাকছিস না কেন?"

"ওরা নিশ্চয় দৌড়ে আসছে।" বলে দাদা দরজার দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, "ওরা এসেছে।"

অপ্সরা হাতের ইশারায় ডাকলে সবাই পাশে যায়। শর্মীর দিকে তাকিয়ে ম্লান হেসে হাত প্রসারিত করে অপ্সরা বলল, "আমারে একটু পানি পান করাবে।"

"পানি আনব না হাত ধরব?" বলে শর্মী হতাশ হয়ে কাঁধ ঝোলায়।

"প্রথম হাত ধর।" বলে অপ্সরা মাহীর দিকে তাকিয়ে পাশে যাওয়ার জন্য মাথা দিয়ে ইশারা করে, মাহীর পাশে গেলে শর্মীর হাত তার হাতে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বলল, "বনরাজ্যের হাসি আনন্দ শান্তি স্বস্তি এখন তোর হাতে।"

কেউ কিছু না বললে সালমার দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করে অপ্সরা বলল, "পানি আনতে কষ্ট হয় নাকি?"

মা'র পিছনে লুকিয়ে কম্পিতকণ্ঠে সালমা বলল, "আম্মা গো, আমার ডর লাগের গো।"

মাথায় হাত বুলিয়ে মা বললে, "ডর-ভয়ের কারণ নেই। তোদের ভাগ্য ভালো, ভাগ্যবলে উনার মত সর্বার্থসাধিকার আশীর্বাদ মিলে। যা, উনার পাশে বসে আশীর্বাদধন্য হ।"

"জি আম্মা।" বলে সালমা ধীরে ধীরে হেঁটে অপ্সরার পাশে যায়। শর্মীর দিকে তাকিয়ে অপ্সরা বলল, "কী করব?"

"ভীরুর গলার মালা বানালে খিল খিল করে হাসব।" বলে শর্মী মুখ বিকৃত করলে সালমা কিল দেখায়। দাদা মৃদু হেসে ওদেরকে চলে যাওয়ার জন্য হাত দিয়ে ইশারা করেন। অন্যরা চলে গেলে দাদার পাশে যেয়ে গায়ের জোরে পিঠে ধাক্কা মেরে দাঁত কটমট করে সালমা বলল, "নাতনিকে সাবধান করো নইলে ঘাগরিওয়ালিকে কাহিল করব।"

"তুই এত চেতিস কেন?"

"কী শুরু হয়েছে?"

"চুয়ান্ন বছর আগে উনার আত্মার মাগফিরাতের জন্য ফতুররা ফয়তা খেয়ে দোয়া করেছিল।" বলে দাদা অপ্সরার দিকে তাকিয়ে অশ্রুবর্ষণ করে বললেন, "আজ উনি আমার নাতনির কন্যাদান করছেন।"

"ভীরু কে?"

"তোর ভাবীকে বললে পরিচয় করিয়ে দেবে। তুই এখন যা, আমি আমার দিদির সাথে গপসপ করব।" বলে দাদা হাত দিয়ে ইশারা করেন। এমন সময় পানি হাতে দাদি প্রবেশ করেন। সালমা যখন বেরোয় আনিস তখন চারপাশে তাকিয়ে মাথা দুলিয়ে মাহীর এবং শর্মীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "এখন ভোর হয়েছে, তাই না গাধা?"

এমন সময় সালমা গেলে মাথার ইশারায় পাশে ডেকে নিম্নকণ্ঠে আনিস বলল, "এদেরকে উচিতশিক্ষা দিতে চাই। মাগ্গা একটা কুবুদ্ধি দে।"

"মেনি নাকি ঘোড়ার পিঠে বসে হরিণ শিকার করে।"

"হ্যাঁ, ওর একটা মেকুর আছে। দেখলে প্রাণপাখি উড়াউড়ি করে।"

"মেকুর বলে শিউরে উঠলে কেন?"

"জংলি হলেও শুদ্ধ বাংলা বোঝে। তুই দেখেছিস?"

"এত ভয় পাও কেন?"

"ওর ঘোড়া এবং মেকুর তুই দেখেছিস?"

"এখনো দেখিনি।" বলে সালমা কপাল কুঁচকে শর্মীর দিকে তাকায়।

"চল, ঘোড়া এবং মেকুরের সাথে দেখা করাব।" বলে আনিস শর্মীর দিকে তাকিয়ে কপট হেসে বলল, "তোর মেকুর দেখতে চায়।"

"ওকে অজ্ঞান করতে চাস কেন?" বলে শর্মী বিদ্রূপ হাসলে চোখ পাকিয়ে সালমা বলল, "এই ঘাগরিওয়ালি! বেশি কথা বললে ঠুকর দেব।"

মাহীর কিছু বলতে চাইলে আনিস এবং শর্মী চোখ পাকিয়ে তাকায়। মাহীর মাথা নেড়ে বলল, "আজ তোর উচিতশিক্ষা হবে গো বইন।"

শর্মী বিদ্রূপহেসে মাথা দিয়ে ইশারা করে দ্রুত হাঁটতে শুরু করে বলল, "এই মেনি দৌড়ে আয়! তোকে আমার মেকুর দেখাব।"

সালমা দৌড়ে যেয়ে পিঠে ধাক্কা মেরে দাঁত কটমট করে বলল, "এত তড়বড় করে দৌড়াচ্ছিস কেন?"

"অঙ্গাঙ্গি হওয়ার জন্য আমার সঙে আয়।" বলে শর্মী দৌড়ে উঠানে যেয়ে সালমাকে হাঁপাতে দেখে বোকার মত হেসে বলল, "আমার মেকুরকে ডাকব?"

"ডাক।"

"ভীরু! দৌড়ে আয়।" বলে শর্মী সালমার দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, "এখন আমি মজা করব।"

বাঘ দৌড়ে যেয়ে লেঙুর নাচাতে শুরু করলে শর্মীকে জড়িয়ে ধরে সালমা চিৎকার করে বলল, "ও আম্মা গো বাঘ।"

"আমার গলা ছাড়!" বলে শর্মী ঝাড়া দিয়ে হাত সরিয়ে দূরে সরতে চাইলে কম্পিতকণ্ঠে সালমা বলল, "ভা...ভা...ভাবী গো বা... বা...বাঘ। ভাইয়া! দৌড়ে আসো।"

আনিস যেয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "একটা দাবড়ি দে।"

"আনিসভাই, আমারে বাঁচাও।" বলে সালমা হাতের ইশারা আনিসকে ডাকে। বিদ্রূপহেসে শর্মী বলল, "টাটুকে দেখতে চাস?"

"ওটা কী?"

"আমার ঘোড়া।"

"প্রথম মেকুর খেদাও, পরে তোমার ঘোড়া দেখব।"

"ভীরু যা, নাস্তা কর যেয়ে।" বলে শর্মী হাত দিয়ে ইশারা করে সালমার মাথায় হাত বুলিয়ে দাঁত কটমট করে বলল, "আমার সাথে অভদ্রতা করলে আমার মেকুর তোকে ভদ্রতা শিখাবে। আয়, এখন তোকে টাটুর পিঠে ওঠাব।"

"ভাবী, মনের কানে শুনেছিলাম আম্মা আমকে ডেকেছেন।" বলে সালমা কপট হেসে পিছু হেঁটে কিছুতে ঠেকে পিছমোড় দিয়ে মাথা তুলে কালো কিছু দেখ দৌড়ে শর্মীর পাশে যেয়ে ঘোড়ার দিকে তাকিয়ে শিউরে বলল, "ওরে বাসরে বাস! মুটেঘোড়ার নাতি টাটুঘোড়া এত উঁচামোটা হলো কেমনে?"

"নিস্তেজ টাটুর রগে রাগ-রোষ নেই। এটা তোকে দাদনে দিয়ে জোয়ান তাগড়া একটা আমি কিনব।"

"আমার ভাইর হাত ধরে শ্বশুরবাড়ি যেতে হলে, ভীরু এবং টাটুকে বাপেরবাড়ি রেখে যেতে হবে। আমরা অত্যন্ত আত্মবান হওয়ার ব্রত করার দরুন বরাভরণ আদায় করব না।"

"চাইলে তোর আত্মপরায়ণ বরের গলে ঝুলিয়ে দেব, ঠিকাছে?"

"ভীরু এবং টাটুকে পোষ মানালে কেমনে?"

"কথার জবাব দিলে না কেন?"

"তা তোমাদের সমস্যা, আমার নয়।"

"শিকারে যেতে চাস?"

"দেখো, সারারাত দুশ্চিন্তা করে আমি একটিবার চোখের পাতা এক করতে পারিনি। ভিতরে চলো!"

"দাবড়াচ্ছিস কেন লো?"

"ভিতরে চলো, একটু ঘুমাব। আব্বা আসলে কেউ ঘুমাতে পারব না।"

"সত্যি বলছিস বইন?"

"এত খুশি হয়ে বইন ডাকলে কেন?"

"তোর ভাইর সাথে বিয়ে হলে আমার বনরাজ্য তোর ভাইর হবে। সেবাদাসী হয়ে আমি তোদের সেবাযত্ন করব।"

"এসব তুমি কী বলছ?"

"বিয়েরপিড়িতে বসে বর বরণ করলে আমি তোর মত সাধারণ হব।"

"ভাবী, গতরাত তোমাকে আমরা বরণ করেছি।"

"এখনো আমি বিয়েরপিড়িতে বসিনি।" বলে শর্মী বিচলিত হয়ে পিছু হাঁটে। এমন সময় মাহীর যেয়ে ওর হাত ধরে কপট হেসে বলল, "আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি এখন কী করব?"

সালমা কপাল কুঁচকে বলল, "আমাকে শুনাচ্ছ কেন?"

"এমনি, তোমরা গপসপ করো আমি ঘুমাতে গেলাম।" বলে আনিসের দিকে তাকিয়ে বলে মাহীর পিছমোড় দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। শর্মী দৌড়ে যেয়ে মাহীর হাত ধরে সানন্দে বলল, "দাদুর কামরায় চলো।"

"সত্যি ঘুম পাচ্ছে।"

"এই বাবু, তোর বুকে মাথা রেখে ঘুমাতে পারব?"

"দূরে সরে কথা বল।" বলে মাহীল চোখ পাকিয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, "দৌড় দে।"

"এত রাগ করছিস কেন?"

"তুই এখনো যাসনি?"

"তোর কী হয়েছে?"

"আমার কিচ্ছু হয়নি। দৌড়ে দাদির বগলে যা।"

"ভিতরে চল, তোর পায়ে নিশ্চয় বিষ ব্যথা হচ্ছে? গরম মালিশ লাগিয়ে টিপে দেব। আরামে ঘুমাতে পারবে।"

"আরেকবার বাবু ডাকলে ধাক্কা মেরে চিৎ করব মনে রাখিস।" বলে মাহীর দাঁত কটমট করলে শর্মী বলল, "মনের ভিতর কী রাখব?"

এমন সময় শর্মীর মা ডেকে বললেন, "মাহীর, ওদেরকে নিয়ে ভিতরে আসো, তোমাদের নাস্তা ঠাণ্ডা হচ্ছে।"

মা'র ডাক শুনে কপট হেসে মাহীর পিঠে ধাক্কা মেরে মাথা দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "তোর মাই তোকে ডেকেছেন, দৌড় দে।"

মাহীর কিছু না বলে দ্রুত যেয়ে হাই তুলে আড়মোড়া দিয়ে বলল,

"মাই, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।"

"খাবার খেলে আরামে ঘুতে পারবে। তুমি ভিতরে যাও, ওদেরকে আমি ডাকব।" বলে শর্মীর মা জোরে ডাক দিলে ওরা দৌড়ে যায়। চোখ পাকিয়ে আঙুল দিয়ে ইশারা করে মা বললেন, "খাবার টেবিলে যাও। নাস্তা খেয়ে আমরা কিছুক্ষণ ঘুমাব।"

"জি মাউই।"

"তোমার বাবা আসলে রাতে আমরা বনভোজন করব। খেয়ে ঘুমালে লাভ হবে নইলে ঘুমে ঠুকরাবে।" বলে শর্মীর মা দ্রুত হেঁটে খাবারঘরে যেয়ে ওদেরকে নাস্তা দিয়ে মাহীর মাকে ডাকেন। খাবার শেষে মাহীরকে ডেকে শর্মীর মা বললেন, "যাও বাবা কিছুক্ষণ ঘুমাও যেয়ে।"

মাহীর সিঁড়ির পাশে যেয়ে পিছন ফিরে তাকিয়ে শর্মীকে দেখে হাসার চেষ্টা করে বলল, "আমাকে আমার কামরায় নিয়ে যাও।"

"বাদশাহি চালচলন আমি পছন্দ করি না। আমি অন্যকে আদেশ করি কেউ কখনো আমাকে আদেশ করেনি। ফাই-ফরমাশ শব্দের অর্থ আমি জানি না।"

"রেগে ফোঁসে তুই উদাস হ, আমি আমার কামরা খুঁজে বার করব।" বলে মাহীর পাশ কেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলে শর্মী হেঁকে বলল, "ওই! তুই কোথায় যাচ্ছিস?"

"কী হয়েছে! এত তেরিমেরি করছিস কেন?"

"দৌড়ে নিচে নেমে আয় নইলে মুগুর তেড়ে মারব।"

"দাঁড়া! এখুনি তোকে ভদ্রতা শিখাব।" বলে মাহীর দাঁত কটমট করে এগুলে শর্মী পিছু হেঁটে কপট হেসে বলল, "এই বাবু, তুই এত রেগেছিস কেন?"

"দেখা হওয়ার পর থেকে আমাকে বানরের মত নাচাচ্ছিস, তুই আমাকে কী পেয়েছিস?"

"এই বাবু! জংলি বড়ুইর মত তুই এত মজার হলে কেমনে?"

"আমি জানি না। ওরা কোথায় গিয়েছে?"

"আমি জানি না। এখন তোর কামরায় চল, আমি তোর হাত পা টিপে দেব।"

"আমার পা টিপতে হবে না। দূরে সর।" বলে মাহীর হাত দিয়ে ইশারা করলে শর্মী বিচলিত হয়ে বলল, "উরে টানো মোরে দূরে ঠেলে দিয় না। জঙ্গলে যম ঘোরাঘুরি করছে। বাগে পেলে সাবাড় করবে।"

"শর্মী, তুমি ফুলের মত সুন্দর এবং অমৃতের মত লোভনীয়। আমি

তোমাকে কুলষিত করতে চাই না।"

"তা আমি জানি।" বলে শর্মী কামরার সামনে যেয়ে বলল, "সাহেব, আপনার ফুলবিছনা।"

"ধন্যবাদ।" বলে মাহীর কামরায় প্রবেশ করলে সবনিয়ে শর্মী বলল, "সাহেব, তারপর এখন আমি কী সেবা করব?"

"অদ্য সেবা করতে হবে না।" বলে মাহীর বিছানায় বসলে শর্মী তার পায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে জুতা খুলতে চাইলে ঝম্পে উঠে ব্যস্তকণ্ঠে বলল, "কী করছ?"

"তোমার জুতা খুলতে চাই।"

"এমন করছ কেন?"

"চরণদাসী আমি তোমার চরণসেবা করতে চাই।" বলে শর্মী কাঁদতে শুরু করলে, ওর হাত ধরে হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "দুশ্চিন্তা না করে সালমার সাথে ঝগড়া করো যেয়ে।"

"পদসেবা করে হাত পা অবশ হলে আমি তোমার পায়ের পাশে ঘুমাব।"

"ঠিকাছে, বিয়ের পর হাত পা টিপে না দিলে হাড়ে হাড়ে মজা টের পাবে।" বলে মাহীর বালিশে মাথা রাখে, শর্মী সত্যি তার পা টিপতে শুরু করে এবং দুজন ঘুমিয়ে পড়ে। শর্মীর মা যেয়ে মাহীর পায়ের পাশে মাথা রেখে ওকে শুয়ে থাকতে দেখে জানালার পর্দা টেনে ফেন চালিয়ে আলতপায়ে হেঁটে বেরিয়ে শর্মীর বাবাকে দেখে হাতের ইশারায় ডাকেন। উনি দ্রুত যেয়ে দরজা বন্ধ করে শর্মীর মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বললেন, "তোমার মত স্বামীভক্ত হয়েছে। তুমি তোমার বেয়াইনের সাথে গপসপ করো যেয়ে, আমার বেয়াই আসলে আমি বগল বাজাব।"

"কী হয়েছে, কাঁদছেন কেন?" বলে মা বিচলিত হলে বাবা দু হাত উঠিয়ে বললেন, "ইয়া আল্লাহ, সুখের মালিক তুমি সকলের মনের আশা পূরণ করো। আমার মনে বড় আশা নাতিজামাইর সাথে কুস্তি করব।"

"কী হয়েছে আপনার?"

"শর্মীর মা, ঝিয়ারিকে আদর করলে বেয়াই বেয়াইন আমাদের ঝিকে সমাদর করবেন।" বলে বাবা ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে বললেন, "বিলাতি বান্দর আসলে আমি তাকে পালঙ্কের পায়ার সাথে বেঁধে রাখব।"

"এত রাগ করেছেন কেন?"

"তা তোমাকে বুঝাতে পারব না।" বলে বাবা উনাকে বাজুতে

টেনে মুখের দিকে তাকালে মা হাত ঝেড়ে বললেন, "কেউ দেখবে তো।"

"কেউ কী দেখবে?"

"জানাজানি থেকে কানাকানি শুরু হলে লজ্জায় লাল মুখ লুকিয়ে বেয়াইনের সাথে কথা বলব কেমনে?"

"কী হল, এমন করছ কেন?" বলে বাবা পিছু হেঁটে সভয়ে বললেন, "ও শর্মীর মা, তোমার উপর এখন ভর করেছে নাকি?"

"ভিতু হচ্ছেন কেন?"

"বেজুতে পেয়ে আজ তোমাকে জেঁতেছে। দৌড়ে বেয়াইনের উরে যাও।" বলে বাবা দ্রুত চলে যান এবং মা বসারঘরে যেয়ে মাহীর মাকে সোফায় শোয়া দেখে অস্বস্তি শুরু করেন। উনি ভ্রূ দিয়ে ইশারা করে নিম্নকণ্ঠে বললেন, "ও বেয়াইন, কী হয়েছে?"

"না বেয়াইন, তেমন কিছু না।" বলে শর্মীর মা জড়সড় হয়ে পাশের সোফায় বসে শিউরে ওঠলে, মাহীর মা উঠে বসে বললেন, "ঠাণ্ডা লাগছে নাকি?"

"জি না।"

"তাইলে থরহরি করছেন কেন?"

"আপনার বেয়াই! না না আমি বলতে পারব না।"

"আমার বেয়াইর কী হয়েছে?"

"আপনার বেয়াইর কিছু হয়নি। আপনি ঘুমান।"

"কুক্কুটে ঠুকরিয়েছে নাকি?"

"জি না।"

"তাইলে আপনার রোকবিকার হচ্ছে কেন?"

"মেয়ে এবং দামান্দের সামনে উনি অবলাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।"

"তাওবা তাওবা! এসব আপনি কী বলছেন?"

"ওরা তখন কাঁচা ঘুমে ছিল।"

"কী! ওদেরকে একসাথে ঘুমাতে দেখে উনি আপনাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ও আইমা গো।"

"আপনি খামোখা হতাশ হচ্ছেন। আপনার ছেলের পায়ের পাশে মাথা রেখে আমার মেয়ে ঘুমাচ্ছে।"

"ও বেয়াইন! ওরা কি তখন সত্যি কাঁচা ঘুমে ছিল?"

"তা আমি জানি না গো বেয়াইন।"

"ঠিকাছে, পরে নাতনিকে জিজ্ঞেস করব এখন নিশ্চিন্তে ঘুমান।"

"ওরা নিশ্চয় চোরাচোখে দৃশ্য দেখেছিল গো বেয়াইন?"

"আমি জানি না গো বেয়াইন। দুশ্চিন্তা বাদ দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমালে

মাথা মন সতেজ হবে নইলে হাত পা নিস্তেজ হব।" বলে মাহীর মা চোখ বুজেন। দুপুর বেলা মাহীর জেগে পালঙ্কের পায়ায় হেলান দিয়ে শর্মীকে শোয়া দেখে আলগোছে নেমে বাহুতে তুলে বিছানায় শুয়াবে এমন সময় শর্মী চোখ মেলে শান্তকণ্ঠে বলল, "তোমার কষ্ট হবে তো।"

"তোমার মত পাতলা এবং তুলতুলে কিছু আমি কখনো কোলে লইনি।"

"চরণদাসীর ঠাঁই চরণে জানি আমি তোমার সেবাদাসী। সেবা করার সুযোগ দাও।"

"প্রেম শব্দের অনেক অর্থের একটা হলো কামনা, যা কাম রিপুর সাথে সম্পৃক্ত, কাম এবং আর্তকে কেউ আলাদা করতে পারেনি এবং পারবেও না, বিধায় বৈধতার প্রয়োজন।"

"মৃত্যুকে ভয় না করলেও অপ শব্দের ভয়ে ভড়কাতে শুরু করেছি এবং ভয়ের মাত্রা বাড়তেই আছে।" বলে শর্মী তার গলা জড়িয়ে ধরে। পলকে নামিয়ে চোখ পাকিয়ে মাহীর বলল, "দৌড়ে গরম চা নাস্তা নিয়ে আয়।"

"তোমার কল্লার ভিতর এক্কেবারে আক্কেল নেই। বেআক্কেল কোথাকার।"

"কী বললে?"

"চোখ পাকিয়ে দাবড়াচ্ছ কেন?"

"আনিস! দৌড়ে আয়।" বলে মাহীর দৌড়ে কামর থেকে বেরোয়। সবাই দৌড়ে গেলে দাদির দিকে তাকিয়ে শিউরে মাহীর বলল, "ঘাগরিওয়ালির নাতনিকে আমি বিয়ে করব না। বিয়ের পর আমারে মারধর করবে।"

"এই মাহীর! কী করেছে?" বলে আনিস কামরায় প্রবেশ করলে শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "কী করেছিলে সবাইকে বলো।"

বাবা হতাশ হয়ে বললেন, "শর্মী, কী করেছিলে?"

মুখ বিকৃত করে শর্মী বলল, "ফুটানি করে খামোখা দাবড়ি দেয়। তাই আমি দাবড়ি দিয়েছিলাম।"

"তুমি তাকে দাবড়ালে কেন?" বলে বাবা কাঁধ ঝুলিয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে, "ও বাপু! আমি এখন কী করব?"

"আমার পালা শেষ হয়ে তোমার দামান্দের পালা শুরু হয়েছে।" বলে দাদা দাঁত কটমট করলে মাহীর বলল, "দাদু, দয়া করে বুঝিয়ে বলুন।"

"আমার নাতনি।" বলে দাদা সালমার দিকে তাকিয়ে বিচলিত

হয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে শর্মীর পাশে যেয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে অশ্রু মুছে বললেন, "ওর ননদির মত সাধারণ হয়েছে। বাড়িবাড়ি করে দিকদারি দিলে, বিরক্ত হয়ে ওকে মারধর করলেও আমরা তোকে কিছু বলব না।"

"দাদু।" বলে মাহীর দাদার অশ্রু মুছে দিয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, "অর্ধাঙ্গকে মারধর করলে নিজের পিঠে দাগ পড়ে এবং ইমান কমজোর হয়।"

"তুই আমার ভাই।" বলে দাদা তাকে জড়িয়ে ধরেন। মাহীর কাঁধ ঝুলিয়ে বলল, "দাদু, ছেড়ে দিন নইলে হাড় গুঁড়ো হবে।"

"তুই এত ম্যাড়মেড়ে হয়েছিস কেন?" বলে দাদা তাকে ছেড়ে হাসার চেষ্টা করেন। বিদ্রূপহেসে মাহীর বলল, "নাতনি বলে কুস্তিগির, দাদা বলো ম্যাড়মেড়ে। দাদা নাতনির কী হয়েছে?"

"তা বলব পরে প্রথম বল কী করেছিল?"

"সেবাদাসীর মত সেবা করার জন্য তেরিমেরি করেছিল। চোখ পাকিয়ে আদেশ করলে ম্যাদামারা ভ্যাদামাছের ছ্যাঁৎ করে ওঠেছিল।"

"আমার নাতনিকে তুই কী ডাকলে?" বলে দাদা চোখ পাকালে মাহীর কপট হেসে বলল, "কী বলেছিলাম নিশ্চয় শুনেছিলেন?"

"হ্যাঁ, শুনেছিলাম।"

"তাইলে বলুন তো শুনি কী বলেছিলাম।"

"আমার নাতনিকে তুই ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ ডেকেছিস।" বলে দাদা অবাক দৃষ্টে তাকালে শর্মীর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপহেসে মাহীর বলল, "শোনেছ, সবার সামনে তোমার দাদু তোমাকে ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ ডেকেছেন।"

শর্মী রেগে ক্ষিপ্ত হলে ওর মা হাসতে হাসতে মাহীরকে ডেকে বেরিয়ে যান। মাহীর দৌড়ে উনার পাশে যেয়ে কপট হেসে বলল, "মাই, আমারে বাঁচাও।"

"তোমার সাথে আর লাগবে না।" বলে শর্মীর মা দ্রুত পাকঘরে যেয়ে ব্যস্ত হন। মাহীর উনাকে সাহায্য করে। অন্যরা গেলে কথা না বলে খাবার খেয়ে বড়রা অপ্সরার কামরায় যেয়ে গল্পে মত্ত হন। ওরা বাগানে যেয়ে খেলে। মাহীর গুনগুন করে...

বিষে অঙ্গ জরজর হয় কালসাপে জড়িয়ে ধরলে, রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিষে দৌড়ে কামান্ধ হয়ে গমন করলে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আত্মশুদ্ধি হয় সত্তা নষ্ট হয় গরলে, লেনদেনে টান পড়লে ষোল আনা পোষাতে হবে মরলে। হিরামন পাখি ডানা মেললে সোনার পিঁজরা বাতাসে দোলে,

শমন এসে কড়া নাড়লে দেহের দুয়ার আপসে খুলে।

তার গান শুনে শর্মী রেগে বিরক্ত হয়ে কী করবে ভেবে না পেয়ে সালমার পাশে যেয়ে দাঁত কটমট করে গায়ের জোরে ধাক্কা মেরে ওকে মাটিতে ফেলে মুখ ভেংচিয়ে বলল, "মিনমিনের বইন মিয়নো, মাটিতে গড়িয়ে মিউ-মিউ কর।"

"ভাইয়া!" বলে সালমা চিঁক দিলে মাহীর এবং আনিস দৌড়ে যেয়ে ওকে উঠিয়ে ব্যস্তকণ্ঠে মাহীর বলল, "কী হয়েছে সালমা?"

"ধাক্কা মেরে তোমার বউ আমাকে চিৎ করেছে।" বলে সালমা কোমরে ধরে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত শরীর কাঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে।

"দূর বেল্লিক।" বলে শর্মী মুখ বিকৃত করে। শর্মীর ব্যঙ্গোক্তি শুনে মাহীর রেগে হতভম্ব হয়ে শার্টের আস্তিন গুটিয়ে পাশে যেয়ে অধরদংশে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "ওই! আমার বইনকে ধাক্কা মারলে কেন লো?"

তার বুকে ধাক্কা মেরে মাথা দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "এভাবে তাকাচ্ছ কেন, কিছু করতে চাও নাকি?"

"তোর তনে কামানল জ্বলছে, এখন তোকে কিচ্ছু করতে পারব না।" বলে মাহীর জিভে আঙুল ভিজিয়ে শর্মীর নাকে লাগিয়ে হাত ঝেড়ে আড়চোখ তাকিয়ে বলল, "জেল্লার আগুনে আঙুল জ্বলেছে।"

"থোড়া সবর কর! পরে তোকে রূপজেল্লায় ছ্যাঁকাব।"

"যা! ঝিলে ডুবে কামানল নিবা।" বলে মাহীর বিদ্রূপ হাসলে, দাঁত কটমট করে তার বাজুতে কিল বসিয়ে শর্মী বলল, "এমন করছ কেন?"

"তোকে যে কী করি?" বলে মাহীর এদিক ওদিক তাকিয়ে কিছু খুঁজে না পেয়ে আনিসের দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় ডেকে বলল, "ওই! এদিকে আয়।"

"এই গাধা! সকালে বিয়ে না করে অকালে পাগল হওয়ার জন্য পথ হারিয়ে ঝিলে গিয়েছিলে কেন? বেআক্কেল কোথাকার।" বলে আনিস পিছু হেঁটে দৌড় দেয়। তাকে দৌড়াতে দেখে সালমাও দৌড়ে চলে যায়। ওরা চলে গেলে মাহীর অন্তহাসি হেসে ভ্রূ দিয়ে ইশারা করে বলল, "আমার বইনকে ধাক্কা মেরেছিল কেন?"

"ছিনাজোঁকের মত আমার সাথে লেগেছে কেন?"

"ওকে ধাক্কা মেরেছিলে কেন তা বল?"

"আমি জানি না।" বলে শর্মী কাঁধ বাঁকিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

মাহীর দৌড়ে পাশে গেলে বিচলিত হয়ে শর্মী বলল, "হতাশ্বাস আমি তোমার সঙ্গ চাই। অদৃশ্য আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপছে।"

"শর্মী, যা বলার আমাকে বুঝিয়ে বল।"

"আমার ভয় হচ্ছে। চলো দূর বহুদূর কোথাও চলে যাই।"

"কিসের ভয়?"

"আমি জানি না।"

"বাড়ি চল, ওদের সাথে রঙঢঙ করলে মন চনচনে হবে।"

"মাহীর, ডরভয়ে আমার বুক শুকাতে শুরু করেছে।"

"এই শর্মী, কী হয়েছে?"

"কু ডেকে কেউ আমার অনিষ্ট করতে চাইছে।"

"তুমি নিশ্চয় জানো আল্লাহ আমাদের রক্ষক।"

"তুমি কে?"

"আমি তোকে ভালোবাসি।"

"ছিঁচকাঁদুনিকে কাঁদাতে চাও নাকি?"

"আমি তোরে ভালোবাসি রে শর্মী আমি তোরে ভালোবাসি।" বলে মাহীর মাথা নত কর চোখ টিপে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরায়। তার মুখের দিকে তাকিয়ে শর্মী বলল, "এই বাবু! কাঁদছিস কেন?"

এমন সময় আনিস দৌড়ে যেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "মাহীর, তালই সাহেব বলেছেন শর্মীকে নিয়ে দূর কোথাও চলে যাওয়ার জন্য। শর্মী হল বনরাজ্যের রানী। অতঃপর, রানীকে যে বিয়ে করবে বনরাজ্য তার হবে।"

"আমার মত তোর মাথাটাও নষ্ট হয়েছে। কী বলতে চাস বুঝিয়ে বল।"

"অনেকে জানে শর্মী বয়স আজ আঠারো হয়েছে।"

"বোঝেছি, বনরাজ্যে আজ কল্পান্ত হবে।" বলে মাহীর হাত প্রসারিত করলে তার হাত ধরে শর্মী বলল, "কী হয়েছে?"

"ঝিলের লাল জলে গোসল করে তুমি আজ রঙ্গিলা হবে আর আমি করব রঙ্গলীলা। আনিস! ওদেরকেও আসতে বল।"

"তালই সাহেব বলেছেন, আমাকেও বিশ্বাস না করার জন্য।"

"ঠিকাছে। এই শর্মী! তোর কল্পপুরুষ সব পারে তাই না?"

"হ্যাঁ রে বাবু।"

"তার মিনমিনে বন্ধু আছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের গায়ে ঢিল লাগে না, তাই না?"

"এতসব জানো কেমন?"

"বনভোজনে আসলে আমার কল্লা ফাটাবার জন্য বানর বানরী বেল মারতো।" বলে মাহীর সামনে তাকিয়ে শর্মীর পিছনে লুকিয়ে কপট হেসে বলল, "শর্মী লো! বানর বানরী দেখতে পাচ্ছি।"

"ওই! কী বলছিস?" বলে আনিস দৌড়ে তাদের পাশে যায়। মাহীর হাত ধরে সভয়ে শর্মী বলল, "বাবু, চল পালিয়ে যাই। বানর বানরীরা আমাদেরকে মারধর করবে না, মানুষরা তোকে মেরে ফেলবে।"

"দূর! মাহীর শুধু আল্লাহর ভয়ে ভিতু। আর কথা না বলে বাড়ি চল।" বলে মাহীর শর্মীকে বাহুতে টেনে হাতের ইশারায় আনিসকে অনুসরণ করার জন্য বলে দ্রুত হাঁটে। আনিস দৌড়ে যেয়ে বলল, "দৌড়াচ্ছিস কেন?"

"রণসজ্জায় সেজে রণঢক্কা বাজিয়ে আজ মনানন্দে দিগ্বিজয় করব।" বলে মাহীর দ্রুত হেঁটে বাড়ির পাশে গেলে শর্মীর মা বাবা বেরিয়ে সভয়ে বললেন, "তোমরা এসেছ কেন?"

"মা বাবার উরে থাকলে আলাই বালাই ধারে আসে না। দূরে যেয়ে বিপাকে পড়তে চাই না।" বলে মাহীর শর্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তিরধনু তরবারি এনে দাও।"

কথা না বলে শর্মী দৌড়ে অন্তঃপুরে যেয়ে ধনু তূণীর তরবারি এবং বর্শা হাতে ফিরে। মাহীর এগিয়ে যেয়ে ধনু তূণীর তরবারি হাতে নেয় এবং আনিস যেয়ে বর্শা হাতে নেয়। মা বাবা অবাকদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন, কেউ কথা বলেন না। হঠাৎ ঢিল হাতে নিয়ে মাহীর দিকে তাকিয়ে শর্মী বলল, "ধনুধারী, ধনেশ পড়লে শিকে পোড়ে দেব।"

অন্যরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন এবং মাহীর কোষে তরবারি রেখে ধনুতে তির সংযোগ করে ছুড়ে দৌড় দেয়। শর্মী তাকে অনুসরণ করলে আনিসও অনুসারী হয়। মাহীর যেয়ে ভোজালি দিয়ে ধনেশ জবাই করে শর্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, "শিকপোড়া মজা না হলে, ঝিলে ডুবিয়ে তোকে রসাল বানাব।"

"টাট্টু! আয়।" ঘোড়াকে ডেকে পাখি হাতে নিয়ে চোখ টেপে সানন্দে হেসে শর্মী বলল, "মশলা লাগিয়ে ধনেশকে পোড়াব আমি যৌবনমদে তোকে তাল করব।"

"জেল্লায় আর জ্বালালে অলাত হব।"

"এই বাবু।"

"বাবু না ডাকার জন্য কত বার বারণ করেছি।" বলে মাহীর চোখ পাকিয়ে ঝাঁপটে ধরে হ্যাঁচকা টানে উরে টেনে দাঁত কটমট করলে,

আড়চোখে তাকিয়ে আনিস বলল, "হায়রে হায়! লজ্জিত হয়ে লজ্জার ফেরেশতারা কী দিয়ে মুখ লুকাবেন?"

"এই বাবু, তুই আমারে কী করেছিস?" বলে শর্মী কাঁধ ঝোলায়। ওরা যখন হাসাহাসি করে তখন বাড়ির পাশে লোকজনের ভিড় জমে। তাদের একজন হেঁকে বলল, "বনরাজ! বনকুমারীকে বরণ করার জন্য নাতিকে নিয়ে এসেছি। বাড়াবাড়ি করলে মারামারি হবে।"

"তোমরা চলে যাও, বনকুমারী বর বরণ করছে।" বলে দাদা হাত দিয়ে ইশারা করলে লোক হেঁকে বলল, "বনরাজ! আমরা তোমাকে মান্য করি। আমরা বনচারী, আমাদের নিজস্ব সমাজ এবং পরম্পরা আছে। আজ আমরা পরমান্দে এসেছি। বনকুমারীকে সাজিয়ে আনো, পরমান্নে পরমোৎসব করব।"

"আমি একবার বলেছি, বনকুমারী বর বরণ করেছে।" দাদা হেঁকে বললে লোকজন উত্তেজিত হয়। মাহীর দ্রুত গেলে বাবা প্রায় দৌড়ে যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, "বাপু, শর্মীকে নিয়ে পালিয়ে যাও।"

"বাপু, কুলভ্রষ্টরা কুলমণির কপালে কলঙ্ক দাগ লাগায়। আমি কুলাঙ্গার নই, তাই না দাদু?" বলে মাহীর মৃদু হাসলে কাঁধ ঝুলিয়ে দাদা বলল, "এই বাবু, তুই মরলে শর্মী রাঁড়ি হবে।"

"দাদা নাতনিকে যে কী করি?" বলে মাহীর অধরদংশে আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, "হেঁই! কিছু বলছিস না কেন?"

"খামোখা আমাকে দাবড়াচ্ছিস কেন?" বলে আনিস শর্মীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে শিউরে বলল, "শরম ভরমকে তোরা শিকেপোড়ে খেয়েছিস নাকি?"

ওরা কপট হাসলে দাদা বললেন, "কী বলছিস বুঝিয়ে বল।"

মাহীর বুকে ঘুষি বসিয়ে আনিস বলল, "আপনারা বীরপুরুষ দেখেছিলেন, কল্পপুরুষ কখনো দেখেননি। পাথরের মত বুকের ভিতর এক সের সাহস আছে। বাড়াবাড়ি করে মরার জন্য ওরা এসেছে। ওগো নবোঢ়া কন্যা! গোবশা জবাই করে তুমি পানভোজনের আয়োজন করো।"

"এই বান্দর! আমার বরের বুকে ঘুষি মারলে কেন?" বলে শর্মী চোখ পাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করলে, আনিস মুখ বিকৃত করে বলল, "তোর গায়ে এক্কেবারে শরম নাই। বেশরম কোথাকার!"

শর্মী কিছু বলতে চাইলে ওকে থামিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে দাদা বললেন, "ওরা মারামরি করার জন্য এসেছে, কী করব বুঝিয়ে বল।"

"দাদা, দাদির বগলে বসে গপসপ করুন। ওদেরকে এখন টপ্পা

তালে নাচাব।" বলে মাহীর আনিসের দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "এই আনিস! বান্দর নাচ দেখার জন্য ওদেরকে আসার জন্য বল।"

"ওদেরকে বলেছিলাম, মাহীর কিছু হলে তোদেরকে আমি কাউয়া দিয়ে খাওয়াব।" বলে আনিস দাঁত কটমট করলে, চোখ কপালে তুলে মাহীর বলল, "কাউয়ারা মানুষ খায় নাকি?"

"এই বাবু! দেখতে সুস্থ লোকটা বিকারগ্রস্ত হয়েছ নাকি?" বলে শর্মী কপাল কুঁচ করলে মাথা নেড়ে মা'র দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "আম্মা, আমি কখনো মারমারি করিনি।"

সস্নেহে হেসে মা বললেন, "ইতর বজ্জাতরা খামোখা মারামারি করে। যা! ওদেরকে দুরস্ত করে আয়।"

"ভাইয়া! আমি তোমার সাথে আসি?" বলে সালমা দৌড়ে গেলে মাহীর বলল, "তোর ভাবীকে চেতিয়ে চিতলপিঠা বানা, আমি এসে খাব। মাই! আম্মার সাথে খোশগল্প করুন। দাদি, অজনি দিয়ে আরেকটা ঘাগরি বানাও, ফিরে এসে চোলি বানিয়ে দেব। দাদু, অপ্সরার সাথে দেখা করলে খুশি হয়ে দোয়া করবেন।"

"চল।" বলে দাদা মাথা দিয়ে ইশারা করে দ্রুত হেঁটে কামরায় যেয়ে পাশে বসে বললেন, "দিদি, শর্মীর বর এখন যমের জাঙ্গালে যাবে, তার জন্য দোয়া করলে সকলের মঙ্গল হবে।"

হাতের ইশারায় ডেকে চোখ বুজে কিছু জপে তার দিকে তাকিয়ে অপ্সরা বলল, "বাজিগর তোর পোষ্য হয়েছে। ডাক দে, দৌড়ে এসে হুজুর হুজুর করবে।"

"এসব আপনি কী বলছেন?"

"টাট্টু এবং ভীরুকে সাথে নিয়ে যা।"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ, দেখা হলে কান ধরে বলিস অবলাকে কাঁদিয়েছিল কেন?"

"বললে কানে ধরে সাথে আনব।"

"তার মুখ আমি আর দেখতে চাই না। শোন! অসি কোষমুক্ত করলে সর্বনাশ হবে। শুধু চাবকাবে।"

"জি দাদি।" বলে মাহীর দ্রুত নিচে যেয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, "বাপু, দোয়া করবেন। আম্মা, আসি।"

"ভাইয়া!" বলে সালমা কাঁধ ঝুলালে হাঁটতে শুরু করে মাহীর বলল, "তোরা চুকিতকিত খেল, আমি একটু ঘোড়া দৌড়িয়ে আসি।"

আনিস তাকে অনুসরণ করে এবং দ্রুত বাড়ির বাইরে গেলে আকাশ মেঘলা হয়ে সূর্য আড়াল হয়, বিজলী চমকাতে শুরু করে

প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। তা দেখে সভয়ে আনিস বলল, "মাহীর, আমার ভয় হচ্ছে।"

"ভয়ের কারণ নেই। আমাকে সাহায্য করার জন্য দাদির নাগর এসেছেন।" বলে মাহীর আগন্তকদের দিকে তাকিয়ে আক্ষেপ করে বলল, "বেঘোরে মরার জন্য ওরা আড়াআড়ি দৌড়ে এসেছে কেন?"

এমন সময় এক পালোয়ান তাদের সামনে আবির্ভূত হয়ে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "বাবু, আমি এসেছি।"

"অসি কোষমুক্ত না করার জন্য অপ্সরা আমাকে বারণ করেছেন।"

"আমি এসেছি। অসির প্রয়োজন হবে না। ওদেরকে আমি ভেলকি দেখাব।"

"অপ্সরা আমাকে বলেছিলেন, দেখা হলে কানে ধরে বলিস অবলাকে কাঁদিয়েছিলে কেন?"

"কানে ধরে বল।"

"মারধর করবে না তো।"

"আমি ওকে অনেক কাঁদিয়েছি।" বলে পালোয়ান হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নত করে অশ্রুবিজড়িতকণ্ঠে বলল, "অপরাধ করেছি আমি তোমার চোখের দিকে তাকাব না। কানে ধরে জিজ্ঞেস কর, কেঁদে কেঁদে জবাব দেব।"

"কষ্টহাসি হেসে অন্তরের সুখ প্রকাশ করা যায় না, আহত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, প্রেমীরা প্রেম চায় এবং প্রিয়জন কখনো অভিশাপ দেয় না, সময়ের ব্যবধানে প্রতারকরা অভিশপ্ত হয়, অতএব ভগ্নহৃদয়ে নিরাশ হতে হবে না, হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় হবে শুদ্ধ ভালবাসায়।" বলে মাহীর বামহাতে নিজের কান এবং ডানহাতে পালোয়ানের কান ধরে বলল, "অপ্সরাকে কাঁদিয়েছিলে কেন?"

"হিংসুটে জুজুবড়ি মন্ত্রবলে মহাবনের মধ্যাংশকে মায়াকানন বানিয়েছিল এবং অপ্সরা তখন ওর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফুসমন্তরে ওকে ফুসলিয়েছিল এবং অকারণে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আমি শৌভিক নই। জুজুবুড়ির সাথে বোঝাপড়া করে হিসাব চুকিয়ে লাভবান হতে পারিনি। যাক! মানুষ মারলে পাপ হয়। না মেরে ওদেরকে আমি নাকানিচোবানি খাওয়াব। টাট্টুর পিঠে বসে বন্ধুর সাথে গপসপ করে ভেলকিবাজি দেখো।" বলে পালোয়ান হাত মলে আড়মোড়া দিয়ে অতর্কিতভাবে আড়াআড়ি দৌড়ে ওদের সামনে যেয়ে হুটহাট রূপ বদলাতে শুরু করে। কখনো সিংহ কখনো বাঘ, কখনো অজগরের রূপধারণ করে ওদেরকে দৌড়াতে শুরু করে। ওরা এলোমেলো

হয়ে এলোপাতাড়ি দৌড়ে এমুড়ে যেয়ে একি, ওমুড়ে যেয়ে ওকি বলে চেঁচিয়ে সোজাসুজি দৌড়াতে না পেরে বাপ ভাইর আদল পরিচয় ভুলে কোনাকুনি দৌড়ে পালায়। ওদেরকে আছাড় পটকান খেয়ে পাগলা ঘোড়ার মত দৌড়াতে দেখে আনিস মাটিতে বসে পেটে ধরে হাসতে হাসতে বলল, "মাহীর! এত সুন্দর বান্দর নাচ আমি জীবনে দেখিনি।"

"উসকানি দিলে তোকেও নাচাবে।"

"উনাকে উসকাতে হবে না, আমি আর হাসব না। ভেকধারী লোক নিশ্চয় বর্ণচোরা?"

"হ্যাঁ, উনি বর্ণচোরা এবং দৈব্যদোষে বনরাজ্যে এসে বিপর্যস্ত হয়েছেন।"

"বাড়ি চল, গা-ছমছম করে রক্ত ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে।"

"উনাকে ধন্যবাদ বলতে হবে।"

"মাহীর, অনতিবিলম্বে ধাধসপুর থেকে বেরোতে হবে নইলে বিপাকে পড়ব।"

"এবেলা ভেলকির লীলা সাঙ্গ হয়েছে।"

এমন সময় পালোয়ান হেঁকে বলল, "বাবা! দেখা হলে সাক্ষাতে কথা বলব।"

মাথা দুলিয়ে মাহীর ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোরে হাঁটতে শুরু করে। মা দ্রুত যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললে, "মাহীর, কী হয়েছিল?"

"কিছু হয়নি আম্মা।" বলে মাহীর সালমার দিকে তাকিয়ে দু হাত প্রসারিত করে বলল, "ভাইর উরে আয়।"

দৌড়ে পাশে যেয়ে কম্পিতকণ্ঠে সালমা বলল, "ভাইয়া, ডরে-ভয়ে হাত পা অবশ হয়েছিল।"

"তোর ভাবী কোথায়?" বলে মাহীর ডানে বাঁয়ে তাকায়, শর্মী পাশে যেয়ে কপট হেসে বলল, "বাবু, শিকপোড়া খাবে?"

ওরা যখন কথা বলে তখন দাদা যেয়ে কিছু বলতে চাইলে পেশি ফুলিয়ে মাহীর বলল, "আমার সাথে কুস্তি করতে চান নাকি?"

তার পেশিতে হাত বুলিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে দাদা বললেন, "হাঁ কর দেখি তোর আক্কেলদাঁত কয়টা ওঠেছে?"

"আক্কেল দেখে আমার আক্কেলগুড়ুম করতে চান নাকি?"

"তুই কী?"

"মাটির মানুষ।"

"শর্মী! আমার উরে আয়।" বলে দাদা হাত দিয়ে ইশারা করলে, শর্মী দৌড়ে যেয়ে কপট হেসে বলল, "আপনার দিদি আপনাকে

ডেকেছিলেন, আমি শুনেছিলাম।"

"কোন বনে যেতে চাস?"

"পাকঘরের পাশের বাঁশবনে যাও নইলে সুন্দরবনে পাঠাব।"

"শালবন অথবা মহুয়াবনে যেতে পারবে, অন্য কোনো বনে যেতে হলে আমার অনুমতি লাগবে মনে থাকে যেন।" বলে দাদা চলে যান। আনিসের দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে শর্মী বলল, "মেনিকে সাথে নিয়ে যা নইলে তোকেও চিৎ করব?"

"সালমা চল।" বলে আনিস দাঁত কটমট করে মাটিতে বর্শা গেঁথে মুখ বিকৃত করে চলে যায়। মাহীর পাশে যেয়ে শর্মী বলল, "আমার সাথে আসো সশরীরে স্বর্গভোগ করাব।"

"দূরে থাক! তোর ঘাড়ে কুলটা পেতনী ভর করেছে।"

"ঝিলে চলো, তোমার সাথে জনকেলি করব।" বলে শর্মী দৌড় দেয়।

"শর্মী! দাঁড়া।" বলে মাহীর দৌড়ে যেয়ে হাত ধরে থামিয়ে চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভালোবাসাবাসির অভিনয় করে আমি তোকে কলুষিত করতে চাই না।"

"তোমার কথা শুনে আমার মন বলছে, উপরিভাবে আমি ভাবিনী হয়েছি?" বলে শর্মী কপট হাসলে গম্ভীরকণ্ঠে মাহীর বলল, "হ্যাঁ, এখন পাকঘরে চল দাদিকে সাহায্য করব।"

"সত্যি বলছি, আমার পেটে কাতুকুতু হচ্ছে।"

"কেন?"

"মন বলছে রমিত হতে চাই।" বলে শর্মী মুচকি হাসলে মাহীর বলল, "সোনার ঘটিতে দানা দিয়েছি, পানি দিয়েছি রুপার বাটিতে, তবুও হিরামনের মন ভরেনি। ভালোবেসে আমি তোকে বশ করেছি, ডানার পালক কেটে পিঁজার খুলে দিয়েছি, বন্য হওয়ার জন্য পারলে উড়ে যা।"

দু হাতে মেলে সানন্দে হেসে শর্মী বলল, "আমি বনে বেড়েছি। বন্যরা আমাকে সমীহ করে। হিংস্ররা আমার সাথে দূরত্ব বজায় রাখে। বসন্তের বাতাস আমার সাথে কানাকানি করে। আমাকে স্পর্শ করে হিমেল হাওয়া শিউরে ওঠে। রূপের জেল্লায় আমি উজ্জ্বলা হলে, বৃষ্টিজলে আগুন জ্বলে। চাইলে আজ নিশীথে আমার সাথি হতে পারবে। জোনাক জোনাকির মত জ্যোৎস্নাস্নান করব।"

হাসার চেষ্টা করে মাহীর বলল, "পোষ্য এবং বশ্যরা চাইলেও বন্য হতে পারে না। পিঁজরায় ওরা নিরাপদ। সত্যাসত্য জেনে আমিও নির্দয় হয়েছি। আমি বাস্তবিক হতে চাই। সমস্যা হলো, সত্য তিক্ত

এবং বাস্তবতা বিষাক্ত।"

"নুনে জরজর খাবার হজম করতে অক্ষম হলেও নোনতা অধরামৃত গিলতে চাই। সম্ভোগ করার জন্য আমাকে কামার্ত করো, পরমানন্দে আহত হতে চাই।"

"শর্মী! বেশি বাড়াবাড়ি করলে মাথার উপর তুলে আছাড় মারব।" বলে মাহীর দাঁত কটমট করে। মুখ ভেংচিয়ে শর্মী দৌড়ে চলে যায়। আনিসকে ডেকে মাহীর হাঁটাহাঁটি করে। দুপুর বেলা মাহীরকে ডেকে দারোয়ান বলল, "বাবু, আমার ভুখ লেগেছে। গতরাতেও ভাত খাইনি।"

"কী খেতে চাও?"

"অনেকদিন হয় শিকে পোড়ে বনমোরগ খাইনি।"

"আজ তুমি পেট ভরে খাবে। ওরা কি চলে গিয়েছে?"

"বিপাকে পড়ার জন্য যশের কাঙালরা আর এদিকে আসবে না।"

"ধন্যবাদ। এখন তুমি তোমার কাজ করো, ভোজনের আয়োজন আমি করব।" বলে মাহীর দ্রুত যেয়ে শিক এবং মোরগ এনে আগুনে পোড়ে পেটে ভরে খয়ে চাঙ্গা হয় এবং তিনজন মিলে শর্মীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পরদিন দুপুরে শর্মী হাঁই হুঁই শুরু করলে তিতিবিরক্ত হয়ে সালমা বলল, "কী হয়েছ, ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করে ব্যাঙের মত লাফাচ্ছ কেন?"

"আজ আমার শ্বশুরাব্বা আসবেন।" বলে শর্মী জিভ কেটে বলল, "আমার ভুল হয়েছে, আর কোনোদিন এমন ভুল করব না।"

"বনে থেকে এত বেশরম হয়েছ কেন?"

"বেশি বাড়াবাড়ি করলে বানরের কাছে তোকে বিয়ে দেব।" বলে শর্মী চোখা পাকায়। সালমা মুখ ভেংচি দেয়। শর্মীর বাবাকে ডেকে মাহীর বলল, "বাপু, এয়ারপোর্ট কখন যাব?"

উত্তেজিতকণ্ঠে শর্মী বলল, "বাপু, আমি আসতে পারব?"

"তোমরা অন্য কাজ করো আমরা যাব আর আসব।" বলে বাবা বেরিয়ে যান। উনারা চলে গেলে শর্মী গাল ফুলিয়ে সালমার পাশে যেয়ে বাজুতে ধাক্কা মেরে বলল, "সরে পথ সাফ কর, হাঁড়ি ঠেলার জন্য পাকঘরে যাব।"

দাদি হাসতে হাসতে বললেন, "ওই! ওকে ধাক্কা মারলে কেন লো?"

"কাঙালিনির মত হাঁ করে তাকিয়েছিল কেন?"

"তোর কী হয়েছে?"

"আমার কিচ্ছু হয়নি। দাদু, কী কাজ করব?" বলে শর্মী কাঁধ

ঝোলায়। দাদা বিদ্রূপ হেসে বললেন, "কত কাজ আছে। পাকঘরে চল।"

শর্মী যেয়ে হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "দাদু, টাট্টুকে দৌড়িয়ে যেতে পারব?"

"ঘোড়া দৌড়িয়ে গেলে অনেক সময় লাগবে। এখন অন্য কাজ কর।"

"পুকুরে ডুবিয়ে নিস্তেজকে আজ তেজস্বী বানাব।" বলে শর্মী যখন ঠাসঠুস করে। মাহীর তখন বাবার দিকে ইশারা করে বলল, "বাপু, আমার বাবা।"

"এই বেয়াই! তুই ঠিকাছিস তো?" বলে শর্মীর বাবা মাহীর বাবাকে জড়িয়ে ধরেন। বিদ্রূপহেসে মাহীর বাবা বললেন, "আমার বেয়াইন কি তোকে আদর করেন না?"

"বাড়ি চল, গাছতলায় বসে গল্পগাছায় তোর হাত পা বাঁধব।"

"ঠিকাছে, এখন আমার ছেলের সাথে বুক মিলাতে পারব?"

"এত তেরিমেরি করছিস কেন?"

"পরে বলব।" বলে মাহীর বাবা হাত প্রসারিত করেন। মাহীর পাশে যেয়ে কপট হেসে বলল, "আব্বা, আমি কিচ্ছু জানি না।"

"সব ঠিকঠাক আছে তো?"

"জি আব্বা।"

"বৌমাকে সাথে আনলে না কেন?"

"আসতে চেয়েছিল, কেন আসেনি তা আমি জানি না।"

"ঠিকাছে, বাড়ি পৌঁছে বৌমাকে জিজ্ঞেস করব।" বলে মাহীর বাবা শর্মীর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই বেয়াই! পথ দেখিয়ে হাঁট।"

"ঠিকাছে, দৌড়ে আয়।" বলে শর্মীর বাবা দ্রুত হেঁটে জিপের পাশে গেলে মাহীর বাবা চোখ কপালে তুলে বললেন, "ওরে বাসরে! চক্ষুদান করেছিস নাকি?"

"বেআক্কেলে আক্কেল সেলামি দিয়েছিল।" বলে শর্মীর বাবা দরজা খুলে বললেন, "আক্কেল খাটিয়ে উঠে বস।"

"আমার কল্লার ভিতর আক্কেল নেই, চাইলেও আমি তোকে সেলামি দেব না।" বলে মাহীর বাবা উঠে বসেন। এমন সময় হাতে নেড়ে মাহীরকে ডেকে এক যুবক বলল, "মাহীর! সব ঠিকঠাক আছে, অনুমতি দিলে চলে যাব।"

"চাইলে আমার সাথি হতে পারবে। ফাঁড়া এখনো কাটেনি। কাঠফাটা রোদে তেতে-পুড়ে অনেক লকড়ি কাটতে হবে। লক

আউট হতে চাইলে লক-আপে যেতে হবে, এখন তোর ইচ্ছা।" বলে মাহীর মাথা দিয়ে ইশার করে। যুবক পাশে যেয়ে নিম্নকণ্ঠে বলল, "লকলকে জিহ্বার নমনীয় পদার্থের প্রসারণ আমি মোটেই পছন্দ করি না। পোশাকপ্রিয় ব্যক্তির মত সবিস্তারে বুঝিয়ে বললে সহজে বুঝব নইলে কাঙালের দলে সামিল হব।"

"আসলে কী হয়েছে, আনিসকে বলেছিলাম আজরাত জাকী প্রহরী হবে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি দেখে কৌতূহলাক্রান্ত হলে বারোভূতে ধরবে, পাগল চরানো আর ছাগল চরানোর পার্থক্য জানতে চাইলে গোঠে অথবা গারদে যেতে হবে।" বলে মাহীর কপট হাসলে জাকী বিরক্তোক্তি করে বলল, "ঠিকাছে চল।"

আর কথা না বলে ওরা উঠে বসে। বাবারা গপসপ করে দ্রুত চালিয়ে বাড়ি পৌঁছে জিপ থেকে বেরিয়ে গেলে জাকীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "তুই বস, আমি যেয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কি না।"

কথা না বলে জাকী যখন মাথা নেড়ে ডানে বাঁয়ে তাকায়, মাহীর বাবার দিকে তাকিয়ে শর্মীর বাবা বললেন, "চল, চোরাপথে যাই।"

"কেন?" বলে মাহীর বাবা অবাকদৃষ্টে তাকালে মাথা দিয়ে ইশারা করে শর্মীর বাবা বললেন, "তা পরে বলব আগে তুই আগে যা।"

"আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে টাকা পায়। আমার টাকার দরকার আছে, তুই আগে যা।"

"তুই তো বিলাত থেকে এসেছিস।"

"আমার জেবে টাকা নেই।"

"আগে গেলে আদুলি দেব।"

"আমি আর টাকা চাই না।"

"কেন?

"ঐ দেখ বাঘ! আগ বাড়লে ঘাড়ে কামড়াবে।"

"ওটা তোর ছেলেবৌর পোষা মেকুর। ডাক দে, দৌড়ে এসে লেঙুর নাচাবে।"

"বৌমা! তুমি কোথায়?"

শর্মী দৌড়ে যেয়ে বাঘের মাথায় হাত বুলিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে, "ভীরু, টাটুর ধারে যা।"

"ও মা গো তুমি নিশ্চয় আমার বৌমা?" বলে মাহীর বাবা শিউরে কম্পিতকণ্ঠে বললেন, "মা গো, তোমার মেকুরকে তোমার বাপেরবাড়ি রেখে যেতে হবে গো মা। এতবড় মেকুরের জায়গা আমার বাড়িতে হবে না।"

"জি আচ্ছা।" বলে শর্মী সালমার দিকে তাকিয়ে কপট হাসে। সালমা দাঁত কটমট করে। মাহীর বাবা পাশে যেয়ে শর্মীর মাথায় হাত বুলিয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "তোমার মা শাশুড়ি কোথায়?"

"উনারা পাকঘরে।"

"চলো।" বলে বাবা যখন হাঁটেন জাকী তখন বিরক্ত হয়ে জিপ থেকে নেমে সামনে তাকিয়ে কম্পিতকণ্ঠে বলল, "ওরে বাপরে বাঘ! বাপরে বাপ এতবড় বাঘ আসল কোথা থেকে?"

শর্মী হেকে বলল, "এই ভেড়া, আমার মেকুরকে বাঘ ডাকছিস কেন?"

"ও আম্মা গো! তুমি কোথায়?"

"ওই! চ্যাঁচামেচি করছিস কেন?" বলে শর্মী বাঘের মাথায় হাত বুলায়। ইয়া আল্লাহ! জপে জাকী গুয়াগাছ বাইতে শুরু করে। হাত দিয়ে ইশারা করে শর্মী বলল, "ওই! সপাৎ করে নাম নইলে হাত পা ফসকে পড়ে মরবে।"

"মারধর করলেও আমি গাছ থেকে পড়ে মরব না।"

"দয়া করে কেউ এসে ওকে বাঁচাও।" শর্মী হেঁকে বললে মাহীর এবং আনিস দৌড়ে যায়। জাকী হেঁকে বলল, "মাহীর, মেকুর খেদা নইলে হাত পা ফসকে পড়ে মরব। আমার মন বলছে ভুঁইচালি এসেছে।"

মাহীর অবাককণ্ঠে বলল, "গুয়াগাছে উঠেছিস কেন?"

"বাঘের ডরে দৌড়ে ওঠেছিলাম। ভাইরে ভাই! বাঘকে মেকুর ডাকে, আমাকে ডাকে ভেড়া।"

"আর উপরে উঠতে হবে না, দৌড়ে নিচে নেমে আয়।"

"বাঘ নিয়ে যাচ্ছে না কেন?"

"এই ভেড়া! দৌড়ে নাম নইলে ধাক্কা মেরে গুয়াগাছে নোয়াব?" বলে শর্মী দাঁত কটমট করলে অসহায়ের মত চারপাশে তাকিয়ে জাকী বলল, "মাহীর, তোর বউ কোথায়?"

"মেকুরের পৃষ্ঠপোষক।"

"সর্বনাশ হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বাঘ সাথে নেবে নাকি?"

"বাঘের চিন্তা বাদ দিয়ে নিচে নাম।"

"নিচে নামলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।"

"নেমে আয়, কামড়াকামড়ি করে না।"

"মাহীর, ডরে-ভয়ে হাত পা অবশ হচ্ছে। কী করব বুঝিয়ে বল।"

"সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হতে হলে মৃত্যু বরণ করতে হয় না।

তাকিয়ে দেখ, চারপাশে সুখ আর সুখ। ধীরে স্থিরে নেমে আয়, সুস্থির পরিবেশে বসে গপসপ করব।" বলে মাহীর শর্মীর দিকে তাকিয়ে মৃদুহেসে বলল, "শর্মী, ভীরুকে চলে যাওয়ার জন্য বলো নইলে বিপাকে পড়ব।"

"ভীরু, দৌড়ে টাট্টুর উরে যা।" বলে শর্মী হাত দিয়ে ইশারা করলে বাঘ দৌড়ে চলে যায়। জাকী ধীরে ধীরে নেমে ধপাস করে বসে সভয়ে বলল, "মাহীর, আমারে ধর। ডরে-ভয়ে হাত পা অবশ হয়েছে। চাইলেও আমি এখন দাঁড়াতে পারব না।"

হাত ধরে জাকীকে উঠিয়ে শরীর কাঁপিয়ে হেসে মাহীর বলল, "গুয়াগাছে উঠেছিলে কেন?"

"ভাইরে ভাইর বাঘ।" বলে জাকী শিউরে চারপাশে তাকিয়ে বলল, "তোর বউ কোথায় গিয়েছে?"

"এই বাবুর বন্ধু, তুই আমাকে খুঁজচ্ছিস কেন?"

"ওরে বাসরে।" বলে জাকী চোখ কপালে তুলে মাথা দুলিয়ে বলল, "তোমাকেই আমি টিলাগড়ের টিলার উপর বসা দেখেছিলাম। সময় তখন অনুমানিক বরাবর রাত বারোটা হবে।"

শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে মাহীর বলল, "তোমার মেকুরের আচার-আচরণে আমার বন্ধু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছে। আমাদের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না, আমরা ঠিকঠাক আছে।"

"তার সাথে কথা বলো আমি ভিতরে যাচ্ছি।" বলে শর্মী চলে গেলে চিন্তিতকণ্ঠে মাহীর বলল, "এই জাকী, তোর মাথা ঠিকঠাক আছে তো?"

"কান পেতে কানা কানি শোনেছিলাম, ভূতুড়ে বাড়ির সুন্দরীর নাম পরী। ঘোরাঘুরি করে বেঘোরে মরার জন্য যমের জাঙ্গাল এসেছিস কেন?"

"কু ডাকছিস নাকি?"

"না রে ভাই। আসলে কী হয়েছে, বাঘের আঁচড়ানো-কামড়ানো এবং অপ্সরাকে দেখে আমি পরম্পরা এবং পরম্পরীণ অর্থ ভুলে ফেলেছি।"

"সত্যি দেখেছিলে নাকি?"

"মন বলছে আমার স্মরণ নেই।"

"ভিতরে চল।" বলে মাহীর হাঁটতে শুরু করে। ওরা যখন বসারঘরে যায় তখন মাহীর বাবা শর্মীর বাবার দিকে তাকিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে, "জংলি হয়েছিস কেন?"

"তোর অসুবিধা হচ্ছে নাকি?"

"মাস কয়েক থাকলে তোর অসুবিধা হবে।"

"সত্যি বলছিস?"

"ব্যাঙের মত মকমকি করছিস কেন?"

"খালি মুখে আমার সাথে খামোখা কাজিয়া করছিস কেন?"

"হায়রে হায়!" বলে মাহীর বাবা কপালে আঘাত করে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, "দৌড়ে আয়।"

"এই বেয়াই! তোর কী হয়েছে?"

"হাড়কিপটের মত বেয়াইর বাড়ি এসেছি। বেয়াইনের জন্য মিঠাই মন্ডা আনিনি।"

"বোকার মত বকবক করছিস কেন?"

"বকবক বন্ধ করে আড়াআড়ি দৌড়ে বেকারিতে চল। হায়রে হায়! আছাড় পটকান খেয়ে সোজাসুজি দৌড়ালে মেকুরে দৌড়াবে।"

"এই বেয়াই, তোর কী হয়েছে?" বলে শর্মীর বাবা শিউরে পিছু হেঁটে হেঁকে বললেন, "শর্মীর মা! বেয়াইনকে নিয়ে দৌড়ে আয়।"

শর্মীর মা যেয়ে কী হয়েছে জানতে চাইলে শর্মীর বাবা মাথায় আঘাত করে বললেন, "আমার মন বলছে, উপরিভাবে আমাদের বেয়াই আজ ভাবুক হয়েছে।"

"তুকতাক করে ভূতঝাড়তে হবে নাকি?" বলে শর্মীর মা কোমরে আঁচল গুঁজলে দাঁত কটমট করে শর্মীর বাবা বললেন, "ঝাড়ু দিয়ে না ঝাড়লে ভূতের ভর নামবে না।"

"বৌমা! দৌড়ে আসো।" মাহীর বাবা ডাকলে শর্মী যেয়ে বলল, "জি বাপু, কী হয়েছে?"

"কিছু হয়নি তুমি তোমার কাজ করো যেয়ে।" বলে শর্মীর বাবা মাহীর মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, "ও বেয়াইন! সবসময় এমন করে নাকি?"

"কী হয়েছে বেয়াই সাহেব?"

"এত বড় বিটেল, শুদ্ধ বাংলায় কথা বলতে চায়।"

"বিলাতি হয়ে ফুটানি করছেন হয়তো।"

"ফুটানি বেমার দূর করব কেমনে?"

"পুকুরে যেয়ে কুঁড়াজাল দিয়ে মাছ ধরলে ফুটানি বেমার কমে।" বলে শর্মীর মা দুষ্টুহাসি হাসলে মাহীর বাবা মাথা নাড়েন। শর্মীর বাবা হাঁটতে শুরু করে বললেন, "পুকুরে চল, জলকেলি করে জিওল মাছ ধরব।"

"তুই হয়তো জানিস না, ঠাণ্ডা লাগলে ঘুংড়িকাশি হয়।"

"শুদ্ধবাংলায় বুঝিয়ে বল।"

"বুকের ভিতর ঘং ঘং শব্দ হয়।"

"দূর পচা।"

"এই মাসের নাম পচাগরম মাস।"

"ঠিকাছে, চল।" বলে শর্মীর বাবা হাত এবং মাথা দিয়ে ইশারা করেন।

"আপনারা বসে গপসপ করুন, মাছুয়ার সাথে আমি এখন মাছমারা যাব।" বলে মাহীর বাবা দ্রুত হেঁটে যেয়ে বললেন, "এই মাছুয়া! কী দিয়ে মাছ ধরবে?"

"ফেটাজাল দিয়ে।"

"জাল উড়াতে পারিস?" বলে মাহীর বাবা পুকুর পারে যেয়ে জলের দিকে তাকিয়ে শিউরে বললেন, "এই বেয়াই! পানি এত ঠাণ্ডা কেন? স্বচ্ছ টলমল স্ফটিক জলের চিকচিকে রং দেখে মন বলছে পানি হিমঠাণ্ডা হবে।"

"কী মাছ মারতে চাস?" বলে শর্মীর বাবা জলে নামেন এবং মাহীর বাবা ঘাটের পৈঠায় বসে বললেন, "এই মাছুয়া! জাল ছাড়া জলে নেমে কী মাছ ধরতে চাস?"

"জাল নিয়ে আসার জন্য ডেকে বল।" বলে শর্মী বাবা সাঁতারতে শুরু করেন। মাহীর বাবা সভয়ে জলে পা দিয়ে শিউরে বললেন, "তুই ডাক দে।"

"শর্মীর মা! কুঁড়াজাল নিয়ে দৌড়ে আয়।" বলে শর্মী বাবা ডুব দিয়ে ভেসে মাহীর বাবার ঠ্যাং ধরে টেরে জলে নামিয়ে মাথা দিয়ে ইশারা করে বললেন, "তুই এত মিনমিনে কেন?"

"মাহীর মা! দৌড়ে আসো।" মাহীর বাবা হেঁকে বললে মাহীর মা এবং শর্মীর মা দ্রুত গেলে শর্মীর বাবা ধমকে বলল, "জাল কোথায়?"

শর্মীর মা কপট হাসলে মাহীর বাবার দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে শর্মীর বাবা বললেন, "ডুব দিয়ে মাছ ধর।"

"জি আচ্ছা মাছুয়া।" বলে মাহীর বাবা ডুব দিতে চেয়ে চমকে উঠে বললেন, "ওরে বাসরে! ইছামাছে টুসি মেরেছে।"

শর্মীর বাবা হাসতে শুরু করলে মাহীর বাবা দ্রুত পাড়ে উঠে থরথর করে কেঁপে মাহীর মা'র দিকে তাকিয়ে দাঁত দাঁত কটমট করে বললেন, "তন্নতন্ন করে জগৎ খুঁজে জংলায় এসে জংলির বেয়াইন হয়েছ কেন? হায় হায়, মারাত্মক ভুল করেছি। আমার বৌমা কোথায়?"

"জি আব্বা।" শর্মী জাবাব দিলে মাহীর বাবা কাঁধ ঝুলিয়ে বললে, "বৌমা গো, কম্পদিয়ে জ্বর উঠতে শুরু করেছে।"

তোয়ালে এগিয়ে শর্মী বলল, "ভিতরে চলুন, আজ খুব ঠাণ্ডা পড়েছে।"

"বৌমা।" বলে মাহীর বাবা বিচলিত হলে, মৃদু হেসে শর্মী বলল, "জি আব্বা?"

"আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। সব পেয়েছির দেশ কেউ কোনোদিন দেখেনি। আমার মন বলছে আমি এখন সব পেয়েছির দেশে।"

"সবাই বিশ্বাস করতেন এবং অবশেষে আমিও বিশ্বাস করেছিলাম এই বছর আমার মৃত্যু হবে।" বলে শর্মী মাথা নত করে কাঁদতে শুরু করলে ব্যস্তকণ্ঠে মাহীর বাবা বললেন, "কী হয়েছে মা, কাঁদছ কেন?"

"সকাল সন্ধ্যা সালমার সাথে ঝগড়া না করলে সত্যি আমার মৃত্যু হবে।"

"তোমার কিছু হলে তোমার শাশুড়িকে বনবাসে পাঠাব।" বলে মাহীর বাবা দাঁত কটমট করলে কপট হেসে মাহীর মা বললেন, "রাগারাগি না করে বেয়াইর সাথে গপসপ করলে জ্বর কমবে।"

"এই বেয়াই! তুই কোথায়?"

"হেঁই! কী হয়েছে?"

"কাজীর বাজার চল, আসার পথে কাজিকে সাথে আনব।"

"ঠিকাছে, চল।"

"গরম কাপড় পিন্ধতে হবে নইলে ঘুংড়িকাশি হবে।"

"দৌড়ে আয়।" বলে শর্মীর বাবা দ্রুত যেয়ে জীপে উঠেন এবং মাহীর বাবা যেয়ে উঠলে দ্রুত চালিয়ে যান এবং অন্যরা ঘরে যেয়ে ব্যস্ত হন। সালমা এবং দাদি মিলে শর্মীকে সাজাতে ব্যস্ত। দাদা চোখ পাকিয়ে দাবড়ি দিলে, মাহীর আনিস এবং জাকী কেঁদে কেঁদে পিঁয়াজ ছোলায়। অপ্সরার সাথে দাদা খোশগল্প করেন। হঠাৎ বিজলি চমকে বাজ পড়লে সবাই দৌড়ে অপ্সরার কামরায় যান। হাত প্রসারিত করে শান্তকণ্ঠে অপ্সরা বলল, "হাত ধরে আমারে ওঠা।"

শর্মী এগুলে মাহীর বলল, "শর্মী, কেশসংস্কার করলে সকলের মঙ্গল হবে।"

ফুলদানি থেকে রক্তজবা হাতে নিয়ে মাহীর দিকে তাকিয়ে শর্মী বলল, "আমার কানড়ে গোঁজে দাও।"

এমন সময় মোহনসুরে বাঁশি বাজে এবং সুবাসিত বাতাস কামরায়

প্রবেশ করলে অপ্সরার জরাজীর্ণ দেহে যৌবনসঞ্চার হয়ে মৃতকল্প জরতী যুবতীতে রূপান্তরিত হয়। তা দেখে অন্যরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে থাকলে শর্মীর মুখোমুখি হয়ে অপ্সরা বলল, "আজ শাপমোচন হয়েছে। বর বরণ করে বারবেলার লীলা সাঙ্গ কর পরম্পরা।"

"দয়া করে আশীর্বাদ করুন।"

"সেই কবে তোরা আশীর্বাদধন্য হয়েছিস।" বলে অপ্সরা পিছু হেঁটে চোখ বুজে শ্বাস টেনে বাতাসে ভেসে জানালার পাশে যেয়ে দু হাত মেলে সারসী বেশে উড়ে যায়। দাদা অশ্রু মুছে শর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "বনবাসীকে নিমন্ত্রণ করলে খুশি হয়ে তোদের জন্য দোয়া করবে।"

"দাদু, দৌড়াদৌড়ি না করে কড়ি বাজালে কাজ সহজ হবে।"

"ঠিকাছে।" বলে দাদা মাথা দিয়ে ইশারা করলে শর্মী কড়ি বাজায়। দারোয়ান দৌড়ে যেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "সাহেব, কী হয়েছে?"

"বনবাসীকে নিমন্ত্রণ করতে হবে।"

"সাহেব, কড়ির সুর যারা শুনেছে ওরা নিশ্চয় দৌড়ে আসছে।"

"ছুঁড়ি বুড়িরা আসবে না। শর্মী! তোর এবং তোর দাদির বান্ধবিদেরকে আমি নিমন্ত্রণ করতে পারব না।"

"ভীরুকে সাথে নিতে পারব?"

"ভেড়াকেও সাথে নিয়ে যা।"

"ধন্যবাদ দাদু।" বলে শর্মী দৌড়ে ঘোড়ায় চড়ে হেঁকে বলল, "বাবু, দৌড়ে আয়।"

ওর চলে গেলে লোকজন আসতে শুরু করে। অতিথি আপ্যায়নে আনিস এবং জাকী ব্যস্ত হয়। বাড়ি বাড়ি যেয়ে বুড়ি ছুঁড়িকে নিমন্ত্রণ করে দুজন একে অন্যের দিকে তাকালে বিদ্রূপ হেসে শর্মী বলল, "আজ তোকে ঝিলের জলে ডুবাব।"

কান পেতে কড়ির সুর শুনে মাহীর বলল, "দাদুর মনে অশান্তি শুরু হয়েছে। টাট্টুকে দৌড়া নইলে ছড়ির বাড়ি একটাও মাটিতে পারবে না।"

এমন সময় বাতাসে গানের সুর ভাসে ...

"কখনো কখনো মন চায় দূর বহুদূর চলে চাই, কখনো চাই ভেক বদলে লোকারণ্যে হারাই। কখনো চাই বিদায় বলে লোকান্তরে চলে

যাই, কখনো চাই কামানল নিবাতে সজনীর মাঝে লুকাই। কখনো চাই দু হাত তুলে বলি ক্ষমা করো দোহাই, কখনো বলতে চাই, নাই নাই আমার জীবনে আনন্দ নাই।"

শর্মীর দিকে তাকিয়ে মাহীর বলল, "তোরে আমি ভালোবাসি, ভালোবাসি গো সজনী তোরে আমি ভালোবাসি, তোর বিচ্ছেদবেদনায় কেঁদে মন হয়েছে উদাসী, ভালোবাসি তোরে আমি ভালোবাসি।"

"আমিও তোরে ভালোবাসি।" বলে শর্মী মাথা দিয়ে ইশারা করে বলল, "চলো বাড়ি যাই।"

ওরা যখন বাড়ি ফিরে তখন দাদিকে ডেকে দাদা বললেন, "শর্মীর দাদি, এত লোককে কী খাওয়াবে?"

"প্রয়োজনে শিকারে যাব। সালমা, তিরধনু আন।" বলে দাদি বিদ্রূপ হাসলে সালমা দৌড়ে যেয়ে বলল, "কী হয়েছে দাদি?"

"তোর ভাবীর মেহমানদেরকে কী খাওয়াবে?" বলে দাদা ভ্রূ দিয়ে ইশারা করলে সালমা বলল, "সমস্যা হল, গতরাতে ভুঁইফোড় হয়ে আমি ভাইবৌর আতিথ্য স্বীকার করার দরুন দূরাগতদেরকে খাতিরযত্ন করার দায়িত্ব আপনার উপর বর্তেছে।"

"ঠিকাছে, এখন চট করে সবার জন্য গরম চা বানিয়ে আন।"

"কলশি কাঁখে নিয়ে পুকুর আর পাকঘরে দৌড়িয়ে একলা কুলাতে পারব না।"

"কী বললে?"

"আছাড় পটকান খেয়ে নয়দুয়ারির মত দুয়ারে ঠোকে, কাঙালের মত নিমন্ত্রণ করে বাড়ি এনে পানভোজন না করিয়ে হেনস্তা করার জন্য নতুন কুটুম্বীর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করছেন কেন? একান্তবাসী কোথাকার!"

"সাহস দেখো কত! আমাকে নাকানিচোবানি খাওয়াতে চায়।"

"ওরে বাসরে! সুন্দরে অসুন্দরে লড়াই শুরু হয়েছে।"

"আমার ধারে আয়।" বলে দাদা চোখ পাকিয়ে অধরদংশে হাত দিয়ে ইশারা করেন। এমন সময় মাহীর এবং শর্মী পৌঁছলে দৌড়ে তাদের পাশে যেয়ে সালমা, "ভাইয়া, তোমার দাদাশ্বশুর আমাকে জানে মারার জন্য তেড়ে ফুঁড়ে আসছেন কেন?"

"দাদু, কী হয়েছে?" বলে শর্মী কপাল কুঁচকে দাদার দিকে তাকায়। দাদি যেয়ে বললেন, "আজ তোর পিঠে ছড়ি ফাটবে। উঠান ভরতি লোকের সামনে তোর দাদুকে নয়দুয়ারি এবং একান্তবাসী

ডেকেছে।"

শর্মী কপট হেসে সালমার পাশে যেয়ে বলল, "কী হয়েছে সালমা?"

"ঘাগরিওয়ালির বগলে লাই না পেয়ে রেগে মেগে ম্যাদামারা ভ্যাদামাছের মত তড়পাতে শুরু করেছেন। নিস্তেজ কোথাকার।"

"হেঁই! তোরা সর।" হেঁকে বলে দাদা ঝাঁপটে সালমার ধরে বললেন, "আমাকে কী ডাকলে?"

"খামোখা তড়পাচ্ছেন কেন, আপনাকে কখন কী ডেকেছি?"

"এখন বলছিস না কেন লো?"

"কী বলব?"

"নিস্তেজ ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ।"

"মায়! অসভ্যের মত এসব কেন বলব?"

"বনবাসীরা, নিশ্চয় আপনারা শুনেছিলেন, এই মিয়নো আমাকে ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ ডেকেছিল।"

কেউ কিছু না বললে দাদা আবার বললেন, "কেউ কিছু বলছ না কেন?"

মাহীর পাশে যেয়ে বলল, "ওকে রাগিয়েছেন কেন? ও যা বলেছিল তা শুধু আপনি শুনেছিলেন। উনারা এখন খুশিতে আত্মহারা। কী বলেছিলেন?"

"মেহমানকে চা দেওয়ার জন্য বলেছিলাম।"

"নিশ্চয় চোখ পাকিয়ে আদেশ করেছিলেন?"

"গূঢ়তত্ত্ব জানলে কেমনে?"

"এই জন্য রেগেছে।"

"এই জন্য অবলা হয়েছে, মিয়নো কোথাকার।"

"ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ, মেনির দাদা মিনমিনে কোথাকার।" বলে সালমা মুখ ভেংচি দেয়।

"দাঁড়া! আজ তোকে গুয়াগাছে ওঠাব।" বলে দাদা তেড়ে এগুলে, "ও আম্মা গো!" বলে সালমা চিৎকার করে। সবাই চমকে উঠলে হাত ঝেড়ে সালমা বলল, "জানে মারার জন্য দাদু আমাকে দাবড়াচ্ছেন কেন?"

দাদিকে পেটে ধরে হাসতে দেখে দাদা কিল দেখিয়ে তেড়ে এগুলে দাদাকে থামিয়ে মাহীর বলল, "দাদু, সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি। এখন কী করব?"

"খুব ভালো করেছিস, এখন সবার জন্য চা নিয়ে আয়।" বলে দাদা লাটের মত চেয়ারে বসলে মুখ বিকৃত করে মাহীর বলল, "এই জন্য মগজ খিঁচড়িয়েছে।"

"দাঁড়া! তোদেরকে আজ নাকাল করব।" বলে দাদা ঝুঁকি দিয়ে দাঁড়ান। এমন সময় কাজি সাথে বাবারা বাড়ি পৌঁছে দাদাকে উত্তেজিত দেখে শর্মীর বাবা দৌড়ে যেয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন, "বাপু, কী হয়েছে?"

"ভাই বইনকে আজ এক চোপ দেব।" বলে দাদা সালমার দিকে তাকিয়ে রাগান্বিতকণ্ঠে বললেন, "ওরা আমাকে কী পেয়েছে?"

"কাটোয়ার ডাঁটার মত এত কাটখোট্টা হয়েছেন কেন?" নিম্নকণ্ঠে বলে সালমা মুখ ভেংচি দিলে দাদা হেঁকে বললেন, "শর্মীর দাদি! দৌড়ে আয়।"

সালমা কপট হেসে পিছু হাঁটলে দাদা দৌড়ে যেয়ে ঝাপটে হাত ধরে দাঁত কটমট করে বললেন, "এখন তোকে মাথার উপর তুলে আছাড় মারব।"

দাদার হাবভাবে সবাই অবাক। মাহীর হেসে কুটিপাটি হলে, তার বাবা কপাল কুঁচকে বললেন, "মাহীর, কী হয়েছে?"

"রেগেচেট চা আনার জন্য আদেশ করেছিলেন। ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ ডেকে উনার ঠাণ্ডা মাথা গরম করেছে।" বলে মাহীর মুখ বিকৃত করলে, দাদার পাশে যেয়ে সবিনয়ে মাহীর বাবা বললেন, "তালই সাহেব, আলাই ডেকে এদের পাল্লায় পড়লেন কেমনে?"

"বাবা পুত্রা, উঠান ভরতি লোকের সামনে আমাকে নিস্তেজ ম্যাদামারা ভ্যাদামাছ ডেকেছেরে বাবা। কাল সক্কালে বনবাসীকে মুখ দেখাব কেমনে?"

"আশ্বস্ত করার নয়, নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারব আপনার সাথে কেউ ঢং করবে না।"

"সত্যি বলছ পুত্রা?"

"জি তালাই সাহেব।" বলে মাহীর বাবা হাঁটতে শুরু করে মাহীরকে বর সাজার জন্য বলে শর্মীর বাবাকে ডেকে বললেন, "এই বেয়াই, পাকঘরে চল চা বানিয়ে খাব।"

"বাবা পুত্রা, দয়া করে আমাকে এক কাপ চা দিয়।" বলে দাদা দাঁত কটমট করে সালমার দিকে তাকান। মুখ বিকৃত করে সালমা বলল, "প্রথম বলেননি কেন?"

"কী?"

"দয়া করে।"

"দূর যা! আমার সম্মুখ থেকে দূর হ।"

"অভদ্র বুড়া, ভদ্রমহিলাদের সাথে ব্যবহারও করতে জানেন না।"

"মাদমোয়াজেল, আমার উরে আসো! ভদ্রতা বজায় রাখার জন্য

তোমাকে আমি দেশি বাদাম খাওয়াব।" বলে দাদা দাঁত কটমট করে হাতের ইশারায় ডেকে বললেন, "আমার উরে আয়, আজ তোকে ভদ্রতা শিখাব।"

"ছিবড়া বুড়া! বসে বসে কাঁচা বাদাম চিবাও।" বলে সালমা মুখ ভেংচি দিয়ে দৌড়ে পালায়। মাহীরকে বর সাজিয়ে দাদাকে ডেকে আনিস বলল, "দাদা, তারপর আমরা এখন কী করব?"

মাহীর সামনে যেয়ে তাকে জড়িয়ে দাদা বললেন, "দাদু, বনরাজ্যের আনন্দ তোর হাতে সঁপেছি। আমাদেরকে নিরানন্দ করলে আল্লাহ বেজার হবেন।"

"দাদু, শর্মীকে আমি ভালোবাসি। আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন।"

"আমরা তোকে আশীর্বাদ করেছি। আমরা তোর জন্য দোয়া করেছি। আমরা তোর জন্য দিনরাত দোয়া করব। তুই হলে আমাদের আনন্দের আনন্দ।" বলে দাদা অশ্রু মুছে মাহীর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "এখন তোদের আকদ হবে।"

আর কথা না বলে মাহীর চেয়ারে বসে। দাদা বেরিয়ে বিয়ের কার্জক্রম শুরু করার জন্য তাড়া দেন। আকদের পর কাবিনে দস্তখত করে হাসার চেষ্টা করে শর্মীর বাবা বললেন, "বেয়াই, আমার বেটা-ভাতিজা নেই। কন্যাদান করে আমি নিরানন্দ হব। বানর বানরীর সাথে আর বনিবনা হবে না। চারপাশে তাকিয়ে দেখ। বাতাসে কান পাতলে আজানের আওয়াজন শুনতে পাবে। ভুখ লাগলে গাছ থেকে ফল পেরে খেতে পারবে। যখন খুশি তখন ঝিলের জলে গোসল করতে পারবে। বনচারীরা মারামারি করে না। মনানন্দে দিনমান কাজ করে, সূর্য ডুবলে সুখের গান গেয়ে গৃহে ফিরে খেয়ে শুয়ে পড়ে। আকাশে শান্তি আছে, বাতাসে আছে স্বস্তি।"

"তোর কী হয়েছে দয়া করে বুঝিয়ে বল।'

"কষ্টে কলিজা ফাটতে চাইছে। আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাই। মেয়েকে হাসাবার জন্য আমি বানরের সাথে মারামারি করি। বিশ্বাস না হলে তোর বেয়াইনকে জিজ্ঞেস কর।"

"তোর বাড়িতে আমি থাকলে আমার আত্মীয়রা আমাকে তোর বেগার ডাকবে। আমার বাড়ি তুই থাকলে আমার আত্মীয়রা তোকে আমার বেগার ডাকবে।"

"শর্মীর মা! তোর বেয়াইকে সামলা নইলে ঝামেলা হবে।" বলে শর্মীর বাবা রেগে ফোঁসফোঁস করলে দাদা সামনে যেয়ে হাসার চেষ্টা করে বললেন, "পরমোৎসবে পরম্পরা পালন করতে হয়। আমাদের আনন্দের নাম শর্মী এবং শর্মীর আনন্দের নাম মাহীর।

মাহীর বেজার হলে বনরাজ্য আজাড় হবে।"

মাহীর বাবার দিকে তাকিয়ে দাঁত কটমট করে শর্মীর বাবা বললেন, "এই বান্দর! তুই দেশে এসেছিস কেন? দৌড়ে বিদেশ যা।"

"ঠিকাছে, বৌমাকে নিয়ে আমি এখুনি চলে যাব। মাহীর, বৌমাকে নিয়ে দৌড়ে আয়।" বলে মাহীর বাবা বিদ্রূপ হাসলে শর্মীর বাবা হাত জোড়ে বললেন, "এই বেয়াই! রাগারাগি না করে আরাম করে বস, ছাগলীর দুধে গরম চা বানিয়ে দেব।"

"কাজি সাহেব, কিছু বলছেন না কেন?" বলে মাহীর বাবা তাকালে কাজি হাসতে হাসতে বললেন, "চিন্তার কারণ নেই, আপনাদের বনিবনা হবে।"

মাহীর বাবার দিকে তাকিয়ে শর্মীর-বাবা বললেন, "কাজি সাহেব, আমি জানি আপনি পটীয়ান। এই বান্দরকে পটাতে পারলে আপনাকে একজোড়া ঘোড়া আজুরা দেব।"

"কাজি সাহেব, দৌড়ে বাজারে যান নইলে বেজায় বিপদে পড়বেন। আপনি হয়তো জানেন না, বেজায়গায় বসে আমি বেজুত হয়েছি।" বলে মাহীর বাবা মাথা নাড়েন। কাজি চিন্তিত হলে শর্মী বাবা বললেন, "আপনি আপনার কর্তব্য আদায় করেছেন। আমি আমার দায়িত্ব আদায় করতে চাই।"

"আমি এখন চলে যাব। আমাকে আজুরা দিতে হবে না।"

কাজির দিকে তাকিয়ে চিন্তিতকণ্ঠে মাহীর বাবা বললেন, "কাজি সাহেব, আপনাকে একলা যেতে দেব না, এই বাড়িতে বাঘ ভালুক আছে।"

"কাজে যাওয়ার সময় আজ বিবিজানের সাথে কাজিয়া করেছিলাম। তাওবা তাওবা! জীবনে আর বিবিজানের সাথে কাজিয়া করব না।" বলে কাজি শিউরে উঠলে দাদা হাসতে হাসতে বললেন, "কী হয়েছে কাজি সাহেব?"

"ছিমছাম পরিবেশ বসে সভয়ে পানি পান করলে খামোখা বিষম ওঠে। বরের বাবা বলেছেন এই বাড়িতে বাঘ ভালুক আছে। বাঘ দেখলে ভয়ে চোখ উলটাবে, ভিরমি খেয়ে এক্কেবারে বাঘের সামনে পড়ব।"

এমন সময় হ্রেষাধ্বনির সাথে বাঘের গর্জন বাতাসে ভাসলে আমন্ত্রিতরা অত্যন্ত বিভ্রান্ত হয়। দাদা তরস্তে যেয়ে বললেন, "শর্মী! দৌড়ে যা, তুই ছাড়া তোর মেকুরকে আর কেউ সামলাতে পারবে না।"

নিরুত্তর শর্মী মাথা হেঁট করে বসে থাকলে, কপাল কুঁচকে দাদা

বললেন, "এই শর্মী, তোর কী হয়েছে?"

কপটহেসে মাহীর বলল, "একটু আগে আমাদের আকদ হয়েছে। আমরা এখন ঘরবার করতে পারব না।"

"রে বুদ্ধির ঢেঁকি! মুখ বার করে দেখ ঢেঙারা দৌড়াতে শুরু করেছে। ল্যাং খেয়ে ল্যাংড়া হলে সকলের লোকসান হবে।"

"অস্বাভাবিকরকম কুৎসিত নারীকে দেখে বিত্রস্ত হলে বিড়বিড় করে মন বলেছিল, বিড়ম্বিত হওয়ার জন্য বিড়ালাক্ষীর দিকে তাকিয়েছিলে কেন?"

"হয়তো জানিস, বিড়াল তপস্বীকে কেউ পছন্দ করে না।"

"গূঢ়তত্ত্ব জেনে আশ্বস্ত হয়েছি, পাকাবুড়িরা বাড়াবাড়ি করলেও নবোঢ়া কন্যা দৌড়াদৌড়ি করে না।"

"মাহীর! বাঘ দেখলে মানুষের হাত পা আয়ত্তে থাকে না। স্বেচ্ছায় হেঁটে না গেলে কোলে কাঁখে করে নিয়ে যা।"

"আদেশ এবং আশীর্বাদের জন্য আশীর্বাদককে অশেষ ধন্যবাদ।" বলে মাহীর শর্মীকে কাঁধে নিয়ে বাগানে যায়। ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে শর্মী ডেকে বলল, "ভীরু! দৌড়ে আয়।"

বাঘ এবং ঘোড়া দৌড়ে গেলে শর্মীকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজে টপকি মেরে উঠে মাহীর বলল, "চাইলেও আর একলা-একলি থাকতে পারব না, অনিচ্ছাসত্ত্বেও দোকলার সাথে গলাগলি করতে হবে, অকারণে আপত্তি করলে পাপ হবে। আমরা আশীর্বাদধন্য হয়েছি। সাধ্যসাধনায় নিষ্পাপ থাকলে অভিশাপ আমাদেরকে স্পর্শ করবে না।"

"মহাবনে চলো, বনমোরগ পুড়িয়ে খেয়ে মন ভরে দুজনে মৌজব করব।"

ঠিকাছে বলে মাহীর উসকানি দিলে ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে শুরু করে এবং বাঘ পিছু করে। দুহাতে মাহীরকে জড়িয়ে ধরে উত্তেজিতকণ্ঠে শর্মী বলল, "টাট্টু! দৌড়া।"